UNDERSTAND QURAN ACADEMY
www.understandquran.com

ACADEMY OF QURAN STUDIES
www.aqsbd.com



কুরআন পড়ুন

ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম
পরিচালক, আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি
অনুবাদঃ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

সহজ পদ্ধতিতে

কুরআন পড়ুন

বাংলা

মূল:

ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
এ কে এম আহসান হাবীব
মুহা.আমিনুল ইসলাম
কামরুল ইসলাম
সানজিদা শারমিন



একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ
ব্লক জে, রোড নং- ১/এ, বাড়ি নং- ৩৮ (৫ম তলা)
বারিধারা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল নং: ০১৯৭৪ ৪০৩ ৫৯২, ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩

ACADEMY OF QURAN STUDIES (AQS TRUST)
House # 38, Road # 1/A, Block # J,
Baridhara, Dhaka- 1212, Bangladesh
E-mail : info.aqsbd@gmail.com
www.facebook.com/myAQS
Web : www.aqsbd.com

প্রকাশনায়:

AQS PUBLICATION
হেড অফিস : ১৪৯ পূর্ব রাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫
বারিধারা অফিস : বাড়ি # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে,
বারিধারা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৪০৩ ৫৯২, ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩

প্রথম সংস্করন : ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং
দ্বিতীয় সংস্করন : সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইং
তৃতীয় সংস্করন : নভেম্বর ২০১৭ ইং
চতুর্থ সংস্করন : ডিসেম্বর ২০১৯ ইং
৫ম সংস্করন : ডিসেম্বর ২০২০ ইং
৬ষ্ঠ সংস্করন : জানুয়ারি ২০২১ ইং
৭ম সংস্করন : মার্চ ২০২২ ইং

প্রাপ্তিস্থান:

ACADEMY OF QURAN STUDIES (AQS TRUST)
বারিধারা অফিস: ৫ম তলা, বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে,
বারিধারা ঢাকা- ১২১২
মোবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩, +৮৮ ০১৮৪০ ৮৯১ ৯৮৯

বাংলাবাজার অফিস: ৩৭, গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং ১২২,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৫৫ ৫১৪ ৫৪৩, +৮৮ ০১৭৫৫ ৫১৪ ৫৯৭

নির্ধারিত মূল্য : ৪০০/- (চারশত টাকা) মাত্র।

ISBN : 978-984-33-9045-5

পরম করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

যোগাযোগ : +৮৮ ০১৯৭১ ৯৯৩ ০৪০, +৮৮ ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩
ইমেইল : info.aqsbd@gmail.com, quamrul3592@yahoo.com

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধীয় ইসলামি বিধান

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজের মেধার শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তই তার। অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ নকল করা , ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, "তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করোনা"। [সূরা বাক্বারা ২:১৮৮]

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশি মনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না।" [সহীহ আল জামি আস সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

প্রকাশক:
একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ
বাড়ি ৩৮, রোড ১/এ, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৪০৩ ৫৯২, ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩
Email: info.aqsbd@gmail.com

In the name of Allah, Most Beneficent, Most Merciful

To whomever it may concern

This is to state that MAJOR MD. QUAMRUL HASSAN (RETD), Director, ACADEMY OF QURAN STUDIES (AQS) is the authorized representative of Understand Al-Qur'an Academy (www.understandquran.com) in Bangladesh.

May Allah help him to take necessary steps such as arrangement of classes, training of teachers, and printing the educational materials, for promotion of reading and understanding of the Qur'an among students as well as general public.

Jazakumullahu khairan

Abdulazeez Abdulraheem
Director,
Understand Al-Quran Academy
www.understandquran.com

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। তিনি শুধু মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি; মানুষ কীভাবে চলবে, কী করবে, কী করবে না তার দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। আর এই সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা যেখানে পাওয়া যায় সেটি হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। অথচ আমরা কুরআন না বুঝে পড়ি। পৃথিবীর অন্য কোন বই না বুঝে পড়লে আমরা তাকে বলি, সে বই পড়তে পারে না। তাহলে কুরআনের ক্ষেত্রেও কি এটি প্রযোজ্য নয়!

কেউ হয়ত যুক্তি দিতে পারেন অনুবাদ পড়ে তো দিক-নির্দেশনা পাচ্ছি। মেনে নিলাম কথাটি যুক্তির খাতিরে। কিন্তু দিনে পাঁচবার যে সলাত পড়ছেন আরবীতে কি তা অনুবাদ করে নিতে পারছেন? তা হলে কখনো কি ভেবেছেন, সবাক অথচ নির্বোধ ওঠা-বসা কতটুকু প্রভাব ফেলছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে? সলাত বুঝে পড়া আর না বুঝে পড়ার মধ্যে পার্থক্যটুকু একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন।

আল কুরআনকে সহজে বোঝার জন্য Understand Al-Quran Academy, Hyderabad, India-(www.understandquran.com) এর পরিচালক ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম একটি অভিনব, ইন্টারেক্টিভ ও সহজ কোর্স প্রণয়ন করেছেন। হাতে খড়ি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ৫০%, ৭০% এবং ১০০% কুরআন বোঝার ব্যাপারটি অনারব মুসলমানদের জন্য চমৎকার বিষয়। বিশেষ পদ্ধতি, বই, ওয়ার্কশীট, ভিডিও লেকচার, পোস্টার ইত্যাদির সাথে যখন এতে সংযোজিত হয় শিক্ষক-ছাত্রের সামনা-সামনি ক্লাস তখন শেখার গতি হয় দ্রুততর। এ বিষয়টি বিবেচনা করে, 'একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ' (www.aqsbd.com) বাংলা ভাষায় কোর্সগুলো অনুবাদ ও পরিচালনা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় 'Read Al-Quran' বইটির বাংলা অনুবাদ বের হচ্ছে। আরবী অক্ষর পরিচিতির সাথে সাথে ইন-বিল্ট তাজউইদ শেখানোর কৌশলটি অভুতপূর্ব। এ বইয়ের মাধ্যমে শুদ্ধ উচ্চারণ ও সঠিক নিয়মে কুরআন পড়া শেখা সহজ। শুধু তাই নয়, পড়া, উচ্চারণ ও নিয়ম অনুশীলন করতে করতে একজন শিক্ষার্থী অনায়াসেই কুরআনের ৪০,৫০০ শব্দ অর্থসহ শিখে ফেলে। বইটি অনুবাদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণ কাজে যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। ভাই মো: ইয়াহিয়া বৃদ্ধ বয়সে এই অনুবাদটি সম্পাদন করেছেন। পরবর্তীতে মেজর আহসান হাবীব (অবঃ), আর্কিটেক্ট আমিন, মাওলানা কামরুল ইসলাম ও যুবাইর বিন জুলফিকার বইটিকে সম্পাদনা, পরিমার্জনা ও নিখুঁত উপস্থাপনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিশেষ করে মেজর আহসান হাবীব (অবঃ) অনুবাদ কর্মটি ভাষাগত দূর্বলতার উর্দ্ধে ওঠার জন্য অকৃপণভাবে নিজের সময় ব্যয় করেছেন। আরবীকে বাংলা প্রতিবর্ণীকরন, লেখার রেখাগুলো এবং অক্ষর ছন্দটি বাংলা ভাষায় রুপান্তর করা নিঃসন্দেহে কঠিন ছিল; যা তিনি সাবলীল সুন্দরভাবে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের প্রার্থনা হে মহান প্রভু আপনি তাদের আন্তরিক অক্লান্ত পরিশ্রমকে কবুল করুন!

বিনীত
মেজর মোঃ কামরুল হাসান (অবঃ)
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ



পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে

সহজ পদ্ধতিতে কুরআন পড়ুন

সূচিপত্র

প্রথম অংশ (আরবী বর্ণমালা)

দ্বিতীয় অংশ (হারাকাত)

তৃতীয় অংশ (তাজউইদ)

আরবী বর্ণমালার ছন্দ



ঠোঁট থেকে বের হয়

م ب و ف

জিহ্বা হতে অ-নে-ক : আগা থেকে ১২টি



ث ذ ظ

ت د ط

ز س ص

ل ن ر



মধ্য থেকে বের হয়

ج ش ي



আর পাশ থেকে আসে

ض ك ق

সব শেষে ছয়, গলা থেকে বের হয়।

ء ه، ع ح، غ خ



আরও আছে : ا

ভূমিকা

সকল প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য, সলাত ও সালাম নাযিল হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর উপর। তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়" [সহীহ বুখারী] ।

নির্ভুল ও তারতীলসহ কুরআন তিলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। কুরআন তিলাওয়াত করার প্রতিদান অনেক। ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন: আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, "যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পড়বে, তার আমলনামায় ভালো কাজের সওয়াব লেখা হবে এবং একটি ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ। আমি বলছি না যে আলিফ-লাম-মিম একটি অক্ষর, বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর" [আত তিরমিযী]।

অপর একটি হাদিসে আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন: নিশ্চয় যে ব্যক্তি সুন্দর, সাবলীল এবং নির্ভুলভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে সে মহান ব্যক্তি এবং অনুগত ফিরিশতাদের সাহচর্যে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করে, জড়তার সাথে কুরআনের আয়াত পড়বে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে"। [বুখারী ও মুসলিম]।

এই সিরিজের বইগুলোতে আমরা সাধ্যানুযায়ী শিশু-কিশোর এবং একইসাথে প্রাপ্তবয়স্কদের সহজে কুরআন শেখাতে চেষ্টা করেছি। এই বইটির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে প্রদান করা হলো:

১. অনুশীলন করার জন্য **৪০০টি** গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বাছাই করা হয়েছে যা কুরআনে মোট ৭৮০০০ শব্দের মধ্যে পাওয়া যাবে প্রায় **৩৯,০০০** বার। এছাড়াও বইটি পাঠ শেষে আপনারা তাজবীদের নিয়ম ও প্রয়োগসহ কুরআনের ৫০% শব্দ পড়তে সক্ষম হবেন। শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারায় প্রতিটি শিক্ষার্থী আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করবে, যেহেতু সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবের ঘনিষ্টতা অর্জন করছে।

২. প্রতিটি পাঠে আপনি নতুন নতুন শব্দ শিখবেন যেগুলো কুরআনে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। কী পরিমাণ অগ্রসর হতে পারলেন তার একটি ধারণা পেতে পারেন আপনি যে সমস্ত শব্দ শিখছেন তার হিসাব থেকে। শেখার আগ্রহ বাড়াতে এটি আপনাকে আরো সাহায্য করবে।

৩. প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণের স্থান (মাখরাজ) এর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শব্দগুলো শেখানো হয়েছে। সঠিকভাবে উচ্চারণ করা এবং কাছাকাছি ধ্বনিযুক্ত শব্দগুলির পার্থক্য অনুধাবনে এটি শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ: ز، ظ، ذ، ض

৪. প্রায় প্রতিটি অক্ষর শেখানোর জন্য এমন জিনিসের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর শুরু হয়েছে অক্ষরটি দিয়ে। এটি যে শুধু সংযোগ তৈরি করবে তা নয়, বরং শিক্ষার্থীর মনে অক্ষরটিকে জায়গা করে দিতে সহায়তা করবে।

৫. ব্যাখ্যার সুবিধার্থে প্রারম্ভিক পর্যায় হতেই ছবি ব্যবহার করে **মাখরাজ** শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

৬. বিভিন্ন হারাকাতের বা স্বরধ্বনি সম্পর্কিত অনুশীলনীর জন্য অক্ষরগুলি মাখরাজ অনুসারে সাজানো হয়েছে যাতে মাখরাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৭. অক্ষরের বিভিন্ন ধরণকে সহজে শেখানোর জন্য তাদেরকে পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত রূপ দেখানো হয়েছে। শব্দের মধ্যে অক্ষরের সংক্ষিপ্ত-রূপ পরিচিত করার লক্ষ্যে সংযোজকসহ বিভিন্ন ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

৮. শিক্ষার্থীগণ যেন পবিত্র কুরআনের শব্দগুলি পড়তে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একেবারে প্রথম থেকেই সংক্ষিপ্ত-রূপ শেখানো হয়েছে।

৯. শুরু থেকেই প্রতিটি অক্ষর ফাতহাহ (যবর) দিয়ে অনুশীলন করানো হয়েছে। এটি অক্ষরের **মাখরাজ** বুঝতে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরূপ, 'জীম' (جِيم) অক্ষরের নামের সাথে একটি অতিরিক্ত ই (يِ) ও 'ম' (م) ধ্বনি আছে; অথচ 'জা' (جَ) ধ্বনিটি 'জীম' (جِيم) এর প্রকৃত ধ্বনিকে প্রকাশ করে। তাছাড়া ফাতহাহসহ আরবী অক্ষরগুলো কুরআনে হাজার বারেরও বেশি এসেছে। আর হারাকাত ছাড়া এসেছে কেবলমাত্র **মুক্বাত্তাআত** (বিচ্ছিন্ন বর্ণ) অক্ষরের মধ্যে। **মুক্বাত্তাআত** (বিচ্ছিন্ন বর্ণ) অক্ষরগুলি কুরআনে মাত্র ৫০ (প্রায়) বার এসেছে।

১০. পাঠ নং ১৩ থেকে প্রতিটি শব্দকে আলাদা আলাদা অক্ষরে ভেঙে শেখানো হয়েছে। এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী সহজেই শিখতে পারে।

১১. আরবী শব্দের অর্থ শব্দের ঠিক নিচেই দেওয়া হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত কিতাব **যা বুঝতে হবে এবং সেই মোতাবেক চলতে হবে**। অর্থগুলি একজন শিক্ষক মাঝে মাঝে শিশু শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে দিবে।

১২. প্রতিটি পাঠের প্রতি লাইনে শব্দগুলি এমনভাবে বেছে নেয়া হয়েছে যেন তা ছন্দময় হয়। এতে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বাড়বে। তারা ছন্দাকারে শব্দগুলি পাঠ করতে করতে শিখে ফেলে।

১৩. প্রতিটি পাঠে শব্দগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যার ফলে প্রথমে সহজ শব্দ তারপর ক্রমান্বয়ে জটিলতর শব্দ আসে।

১৪. কয়েকটি পাঠের পর পর পুনরালোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেন পূর্ববর্তী পাঠে যা শেখানো হয়েছে তা অনুশীলনের মাধ্যমে মনে থাকে।

১৫. ইন-বিল্ট তাজবীদ শেখার অংশ হিসাবে, সুকুন শেখার বিষয়টি ৬টি পাঠ পর্যন্ত প্রলম্বিত করা হয়েছে (যেমন: কলকলা, নরম (লীন) শব্দ, হামস, ইত্যাদি)। সাধারণত **সুকুন** প্রথমে শেখানো হয় এবং **কলকলা** পরে। কোনো শিক্ষার্থী একবার ভুল উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, পরে তার সঠিক উচ্চারণ শেখা কঠিন হয়ে যায়। সে জন্য প্রথম থেকেই সুকুনের বিভিন্ন প্রয়োগ শেখানো হয়েছে।

১৬. ইন-বিল্ট তাজবীদের একই আদল অনুসরণ করে তাশদীদ তিন পাঠে শেখানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

১৭. এই বইয়ে মাদ্দ-এর সহজবোধ্য নিয়ম দেয়া হয়েছে। এই বিষয়ের উপর উচ্চতর কোর্সে বিস্তারিত নিয়ম পরে শেখানো যেতে পারে।

১৮. তাজবীদের পাঠগুলো সহজ হতে জটিলের দিকে ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়েছে।

১৯. সহজে শেখা এবং মনে রাখার সুবিধার্থে তাজবীদের পরিভাষাগুলো সহজ শব্দে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন: 'ইযহার', 'ইখফা', 'ইদগাম, এবং 'ইকলাব-কে সহজ কথায় 'স্পষ্ট', 'গোপন', 'যুক্ত',ও 'পরিবর্তন' বলা হয়েছে।

২০. বইটি শেষে তাজবীদের নিয়ম-নীতিগুলোর একটি সচিত্র বিবরণী দেয়া হয়েছে।

২১. এখানে আরবীর জন্য একটি বিশেষ ফন্ট ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি হারাকাত (স্বরধ্বনি) চিহ্ন অক্ষরের খুব কাছাকাছি রাখা হয়েছে। ইখফা, গুন্নাহসহ তাশদীদ, মোটা রা, কলকলা, লাম-ই-জালালার জন্য মোটা লাম প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন চিহ্ন ডিজাইন করা হয়েছে।

২২. হাতে লেখার চেয়ে আরবী ফন্ট-এর একটি অতিরিক্ত সুবিধা আছে। অক্ষরের আকৃতি সবসময় একই রূপ থাকে। এটি বিভ্রান্তি কমাতে সাহায্য করে।

২৩. আরবী ফন্ট-এর আরোও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি হারাকাত তার নিজস্ব অক্ষরের নির্ধারিত স্থানে দেয়া যায়। ফলে কোনো শিক্ষার্থী শব্দগুলি পড়তে গিয়ে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে না।

২৪. প্রতিটি পাঠে, যে নিয়মগুলি শেখানো হচ্ছে তার সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলো বিশেষভাবে জোর দেয়ার জন্য লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২৫. গুরুত্বপূর্ণ ধারণার প্রতি জোর দেওয়ার জন্য 'ছবি' (আইকন, লোগো) ব্যবহার করা হয়েছে। শেখানোর পদ্ধতিটি সহজ ও আকর্ষণীয় করার জন্য টিপস, কৌশল ও গল্প সংযোজিত হয়েছে।

২৬. শিশুদের মাখরাজ শেখানোর জন্য ছোট সহজ সরল কবিতা রচনা করা হয়েছে। এর দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ক. **পূর্ণ সেট:** কবিতাটি ২৯টি অক্ষরের পূর্ণ সেট শিক্ষা দান করে।

খ. **আঙ্গুলের ডগায়:** হাত, আঙ্গুল এবং আঙ্গুলের কড়া ব্যবহার করে কবিতাটি শেখানো হয়। প্রতিটি অক্ষরকে হাতের মধ্যে বিশেষ স্থান দেয়া হয়েছে। এই কবিতার সাহায্যে শিশুরা তাদের হাতের সাহায্যে আরবী বর্ণমালা (হুরুফ-ই-তাহাজ্জী) এবং মাখরাজ শিখতে পারবে।

গ. **অক্ষর বিন্যাস:** আরবী অক্ষরগুলিকে সাধারণ ক্রম অনুযায়ী বিন্যাসের বদলে কবিতার মধ্যে মাখরাজের ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ঘ. **দলভুক্ত:** প্রায় প্রতিটি আঙ্গুল একই মাখরাজভুক্ত অক্ষরের একটি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করে। হুরুফি-হালকি (গলার অক্ষর) আলাদাভাবে মুখস্ত করার প্রয়োজন নেই কারণ কবিতাটিতে অক্ষরগুলো দলবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে।

ঙ. **কাব্যিক:** কবিতাটির সহজ সরল ছন্দ প্রতিটি গ্রুপের অক্ষরকে আলাদা করে এবং তাদের মনে রাখার বিষয়টি সহজ করে দেয়।

চ. **শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে (Actions):** কবিতাটি শারীরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শেখানো হয় যা মুখস্ত করাকে সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলে।

ছ. **বৈশিষ্ট্যাবলি সহকারে:** শারীরিক ক্রিয়াকলাপ (TPI Actions) অক্ষরসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্দেশক (اِسۡتِفَالۡ، تَفۡخِيۡمٌ، إِطۡبَاقٌ، اِسۡتِعۡلَاءٌ) যা তাজবীদসহ সঠিকভাবে তিলাওয়াতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কোন শব্দের অর্থ বুঝায় না।

জ. **বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি:** হারাকাতের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং নিয়মসহ (মাদ্দ, কলকলা, হামস, ইত্যাদি) কবিতাটি প্রায় ১৮ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন হারাকাত ও নিয়মাদির মধ্য দিয়ে মাখরাজের প্রয়োগকে নিশ্চিত করেছে।

ঝ. **নিয়মসমূহের তাৎপর্য সহজেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে :** তাজউইদের বেশ কিছু নিয়ম যেমন: শামসী এবং কামারী অক্ষর, নুন সাকিন এবং তানউইনের নিয়মাদি, মিম সাকিনের নিয়মাদি, মাখরাজের শ্রেণী বিন্যাস ব্যবহার করে সবগুলো বিষয় অত্যন্ত সহজ করা হয়েছে।

শব্দ পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ: অক্ষর কবিতার ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রকাশ পায় যখন কেউ শব্দ পড়তে শুরু করে। কবিতার ছন্দে ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখানো অক্ষরের বৈশিষ্ট্যাবলি (اِسۡتِفَالۡ، تَفۡخِيۡمٌ، إِطۡبَاقٌ،

(اِسْتِعْلَاءٌ) শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে শব্দটিকে সঠিক উচ্চারণস্থল ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী উচ্চারণ করতে।

ইন-শা-আল্লাহ আপনারা এই কোর্সটি সহজ- সরল, মজার এবং আধুনিকতম শিক্ষাদান পদ্ধতি মোতাবেক দেখতে পাবেন। ইন-শা-আল্লাহ শিক্ষকদের জন্যও এটি আয়ত্ত্ব এবং শিক্ষা দান করা সহজ হবে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন।

অনুগ্রহ করে এই কোর্সটি স্কুল, কলেজ, মসজিদ, সমাজ এবং আপনাদের পরিবারের মধ্যে চালু করুন। বয়স্ক এবং শিশু উভয়কেই শিক্ষা দেয়ার জন্য কোর্সটি ব্যবহার করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনকে সঠিকভাবে পড়তে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চলুন আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করি এবং একই সাথে এটি বোঝার চেষ্টা করি।

আমার পিতামাতার দু'আ ও আশীর্বাদের জন্য আন্তরিকভাবে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার স্ত্রী ও সন্তানরা যথেষ্ট ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ তাদের প্রাপ্য সময়ের অনেকটাই ব্যয় হয়েছে আমার এই কাজে। বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য আব্দুল কাদের ফাজলানী ভাই, খাজা আহসান ভাই ও তার পরিবারকে ধন্যবাদ। মহসীন সিদ্দিকী ভাই, সানা দোসুল আপা এবং কারী ইমরান খান শেখানোর বিভিন্ন প্রকার ধারনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তারিক আজিজ ভাই, কুর্‌রুম কোরেশী ভাই এবং মুজতবা শরীফ ভাই পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও প্রোগ্রামিংয়ে সহযোগিতা করেছেন। শাবানা পারভিন ও Acewebdesign এর কৃত গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ ছাড়াও চমৎকার গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য আহমদ শাওকী ভাই; প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য আমির ইসহাক ভাই ও আব্দুল কুদ্দুস উমরী ভাই; অনুবাদে সাহায্য করার জন্য ড. আব্দুল্লাহ বাসিত সিদ্দিকী, আরসাদ ইকবাল মালিক ভাই, আরজান আলি ভাই, সাঈদ আনিসুল হাসান ভাই এবং জামিলা কাভি আপা; রেকর্ডিং ও সম্পাদনা কাজের জন্য দলিলুদ্দীন খান ভাই, নাওয়াজ ইলিয়াস ভাই, ইজাজ ভাই, যুবাইর ভাই, ফারহান ভাই এবং আরোও অনেককে ধন্যবাদ। মাকসুদ উমরী, ওসমান উমরী, মাসারাত বারুচা এবং আরোও অনেকে পরামর্শ, সহযোগিতা ও দু'আ করেছেন। আল্লাহ যেন তাদের সকলকে পুরস্কৃত করেন এবং আমাদের সকলের কাছ থেকে এটি কবুল করেন।

২০১৩ সালে বাহরাইনে কুরআন কনফারেন্সের সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি নিয়ে মাখরাজের চিত্রগুলি বিশ্ববিখ্যাত সিরীয় কারী শাইখ আইমান সুয়াইদ-এর লিখিত বই থেকে নিয়েছি।

আল্লাহ যেন আমাদের ভুল করা থেকে রক্ষা করেন। যদি অসাবধানতাবশত তা হয়ে থাকে, আমরা তাঁর কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনাদের মতামত কামনা করছি এবং কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করে নেওয়া যায়।

আবদুল আযীয আবদুর রহীম

জুন, ২০১৩

(abdulazeez@understandquran.com)

www.understandquran.com

May 25, 2013/15 Rajab 1434

আমাদের একাডেমির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো

একাডেমির ভিশন

- মুসলিমদের কুরআনের দিকে ফিরিয়ে আনা এবং একটি কুরআনিক প্রজন্ম তৈরি করতে সাহায্য করা যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, বুঝবে, প্রয়োগ করবে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছাবে। তবে কুরআনের বিশেষজ্ঞ তৈরি করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যেই অনেক প্রতিষ্ঠান এই কাজ করছে। একাডেমিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের কুরআনের মৌলিক শিক্ষা বুঝতে সাহায্য করা। ইনশা আল্লাহ, এই পদ্ধতিতে হাদিসও শিক্ষা দেয়া হবে।
- আধুনিক শিখন পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য আমরা সকল ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব যেন শেখা সহজ এবং সরল হয়।
- আমাদের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো কুরআনকে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং ইহকালে ও পরকালে কৃতকার্য হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে উপস্থাপন করা।

একাডেমির মিশন

- কুরআন বুঝার লক্ষ্যে যথাসম্ভব সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শেখানো। এ লক্ষ্যে তিনটি ভিন্ন গ্রুপের অর্থাৎ (১) শিশু (২) যুবক এবং (৩) বয়স্কদের জন্য তিনটি পৃথক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষার সরঞ্জামাদি ও সামগ্রী প্রস্তুত করা।

কেন এই উদ্যোগ!

- প্রায় ৯০% অনারব মুসলিম কুরআন বুঝে না, এমনকি একটা পৃষ্ঠাও নয়। যদি তারা কয়েকটি স্বতন্ত্র শব্দের অর্থ জেনেও থাকে, তারা বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে না। পৃথিবীতে একমাত্র এই কিতাবই ব্যাপক মাত্রায় পঠিত, কিন্তু এটিই মানুষ সবচেয়ে কম বুঝে!
- দুটি কারণে বর্তমান প্রজন্মকে উপলব্ধি করার জ্ঞানসহ কুরআন শিক্ষা দান অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে: (১) বস্তুবাদের আগ্রাসন ও মিডিয়ার অশ্লীলতা এবং (২) নবী (স.), কুরআন ও ইসলামের উপর আক্রমণ।
- যখন আমরা কুরআন, হাদিস ও নবী (স.) এর জীবনী শিক্ষা দিতে পারব, ইন্‌শা-আল্লাহ তখন আমাদের প্রজন্ম সক্ষম হবে অন্যায় বর্জন করে জীবনে সংস্কার আনতে এবং তাদের ভালো কাজ বিশ্ব-মানবতার জন্য সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হবে। পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি কার্যকরভাবে তুলে ধরে এবং কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে তারা প্রজ্ঞা ও সুন্দর ধর্মোপদেশ দিয়ে সকলকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে।

একাডেমির পরিকল্পনা

আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে ১.৩ বিলিয়ন অনারব মুসলিমদের কাছে পৌঁছানো এবং তারপর তাদের মাধ্যমে কুরআনের বাণী সমগ্র মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেয়া। বর্তমান পরিকল্পনা হচ্ছে 'Understand Qur'an Course' কে মুসলিম বিশ্বের দশটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুবাদ করা।

শিক্ষাদান রীতি

যে কোনো প্রকার জ্ঞানকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, অর্থাৎ অনুপ্রেরণা প্রদান এবং পদ্ধতি । কুরআনের আয়াত, হাদীস, ঘটনা বর্ণনা, উদাহরণ এবং অন্যান্য পরামর্শ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য। আরবী ব্যাকরণসহ কুরআনের বাণী ফলপ্রসুভাবে শেখানোর জন্য উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতিতে কম্পিউটারে Power point slides ডিজাইন, সহজে ব্যবহারযোগ্য পাঠ্যবই, অনুশীলনের বই, পোস্টার, গেইম এবং শব্দকোষ কার্ড ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে NLP (Neuro-linguistic progamming) -এর মতো মানুষের পারস্পারিক ভাবাবেগ প্রকাশের (Human interaction) আধুনিকতম চিন্তাধারাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন অনুধাবনের দুইটি পর্যায়

কুরআন অনুধাবনকে সহজ করার লক্ষ্যে আমরা দুই ধাপ বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রস্তাব করছি:

- কোর্স-১: আপনি প্রায় ১২৫ টি নতুন শব্দ শিখবেন যা পবিত্র কুরআনে ৪০,০০০ বারের বেশি এসেছে।
- কোর্স-২: আপনি আরো ১২৫ টি নতুন শব্দ শিখবেন যা পবিত্র কুরআনে ১৫,০০০ বারের বেশি এসেছে।

প্রতিটি কোর্স ১০ ঘন্টায় শেখানো যেতে পারে। অতএব, ২০ ঘন্টা শিক্ষা দান করার ফলে কুরআনের ৭০% শব্দ শিখে নেওয়া যাবে! এরপর কুরআন বোঝা বেশ সহজ হয়ে যাবে। তারপর কুরআনের কোনো বিশেষ লাইনে গড়ে ২ থেকে ৩টি শব্দ আপনার জানার প্রয়োজন পড়বে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কুরআন বোঝার এই মহৎ কাজ শুরু হয় ১৯৯০ সালে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক নিম্নে দেয়া হলো।

১৯৯৬ “Easy Dictionary of the Quran” বইটির প্রকাশ (উর্দু হতে অনূদিত)।

১৯৯৮ www.understandquran.com -এর ওয়েব-সাইটের অগ্রযাত্রা।

২০০০ ৮০% কুরআনের শব্দ সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ
কুরআনে ব্যবহৃত কিছু সংখ্যক নির্বাচিত ক্রিয়া সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ।

২০০৪ Understand Quran – The Easy Way (Level-I) বইটির প্রকাশ।

২০০৫ কোর্স-১ এবং কোর্স-২ এর শিক্ষাদান শুরু।

সবিনয় অনুরোধ

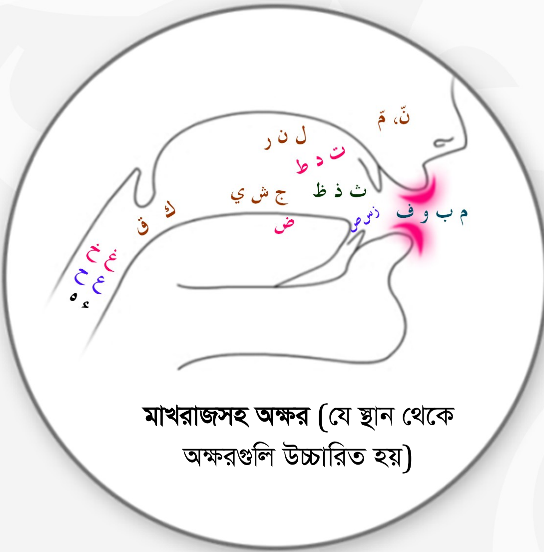
আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন: “আমার পক্ষ হতে পৌঁছিয়ে দাও, এমনকি এটি যদি একটি আয়াতও হয়।” আমরা অনুরোধ করছি আপনারাও যথাসম্ভব এই মহতী প্রচার কাজে অংশীদার হবেন। আসুন এই মহতী প্রচার কাজকে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী টিম গড়ে তুলি।

মহান আল্লাহর নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং মুনাফিকী, গর্ব, লোক-দেখানো কাজসহ সকল পাপ হতে আমাদের রক্ষা করেন।

প্রথম অংশ
আরবী বর্ণমালা

'মাখরাজ' মুখের ঐ অংশকে বলে যেখান হতে অক্ষরের ধ্বনি বের হয়ে আসে। এটিই ধ্বনির স্পষ্টভাবে উচ্চারণের স্থান। মাখরাজের বহুবচন হচ্ছে মাখারিজ। কোনো অক্ষরের মাখরাজ পেতে হলে ঐ অক্ষরের সঙ্গে ফাতহাহসহ একটি আলিফ যুক্ত করে একটি শব্দ তৈরি করুন এবং বলার চেষ্টা করুন। যেখানে ধ্বনি শেষ হবে, সেটিই তার **মাখরাজ**। উদাহরণস্বরূপ اَمْ، اَرْ، اَهْ

মাখরাজ মনে রাখার সুবিধার্থে একটি কবিতা সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষকের জন্য নোট: TPI (Total Physical Interaction) এর মাধ্যমে কবিতাটি শিক্ষা দিন, যেভাবে ভিডিওতে দেখানো হয়েছে। TPI হলো ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন অক্ষরের ধ্বনি মোটা, উঁচু, পাতলা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া। এই পদ্ধতি নিশ্চিত করে তারা যেন প্রথম থেকেই বিভিন্ন অক্ষরের বৈশিষ্ট্য শিখতে পারে।



মাখরাজসহ অক্ষর (যে স্থান থেকে অক্ষরগুলি উচ্চারিত হয়)

ঠোঁট থেকে বের হয় فَ وَ بَ مَ

জিহ্বা হতে অ-নে-ক; আগা থেকে ১২টি :

ثَ، ذَ، ظَ

تَ ، دَ، طَ

زَ ، سَ، صَ

لَ، نَ، رَ

মধ্য থেকে বের হয় : جَ ، شَ، يَ

আর পাশ থেকে আসে: ضَ، كَ، قَ

সবশেষে ছয়; গলা থেকে বের হয় :

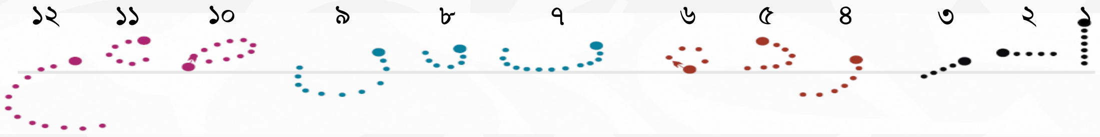
ءَ هَ، عَ حَ، غَ خَ

আরও আছে: ا

নোট: এই বইয়ে হরফগুলো সাজানো হয়েছে মাখরাজ (উচ্চারণস্থান) অনুসারে, যাতে হরফগুলো শিক্ষার্থীদের শিখতে সুবিধা হয়। অনারবদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে অক্ষরগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা। উপরোক্ত বাধা অতিক্রম করতে ইন-শা-আল্লাহ এই পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আরবী অক্ষর লেখার রেখাসমূহ

আরবী অক্ষর লেখা খুবই সহজ। আপনি সরল রেখা অথবা বৃত্ত আঁকতে পারেন। এই সরল রেখা ও বৃত্তের দ্বারা আপনি চার সেট রেখা আঁকা শিখবেন যেগুলোর সাহায্যে আপনি সবগুলো আরবী অক্ষর লিখতে পারবেন। এই রেখাগুলো ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যদি আপনি আরবী লেখা শিখতে চান তবে তা আপনার কাছে কঠিন মনে হবে। যেমন 'س' অক্ষর লিখার জন্য আপনি বললেন এভাবে লিখ বা এভাবে হাত ঘুরাও। এভাবে না বলে আপনি যদি বলেন, ছোট বাটি, ছোট বাটি, বড় বাটি তবে লেখা শেখা সহজ এবং দ্রুত হবে।



১. খাড়া রেখা
২. শোয়া রেখা
৩. হেলানো রেখা
৪. সিকি বৃত্ত
৫. অর্ধ বৃত্ত
৬. পূর্ণ বৃত্ত
৭. থালা
৮. ছোট বাটি
৯. বড় বাটি
১০. জিহ্বা
১১. ছোট ে (এ-কার)
১২. বড় ে (এ-কার)

এখন আপনি উপর্যুক্ত রেখাগুলোর সাহায্যে সকল আরবী অক্ষর লিখতে পারবেন। যেমন:

م : পূর্ণবৃত্ত, শোয়া রেখা, খাড়া রেখা,
و : পূর্ণবৃত্ত, অর্ধ বৃত্ত
ب : থালা, নিচে এক বিন্দু
ف : পূর্ণবৃত্ত, থালা, এক বিন্দু

ث : থালা, তিন বিন্দু
ذ : অর্ধ বৃত্ত, এক বিন্দু
ظ : জিহ্বা, খাড়া রেখা, এক বিন্দু
ت : থালা, দুই বিন্দু
د : অর্ধ বৃত্ত
ط : জিহ্বা, খাড়া রেখা
ز : সিকি বৃত্ত, এক বিন্দু
س : ছোট বাটি, ছোট বাটি, বড় বাটি
ص : জিহ্বা, বড় বাটি
ل : খাড়া রেখা, বড় বাটি
ن : বড় বাটি, এক বিন্দু
ر : সিকি বৃত্ত

ج : শোয়া রেখা, বড় এ-কার, এক বিন্দু
ش : ছোট বাটি, ছোট বাটি, বড় বাটি, তিন বিন্দু
ي : ছোট এ-কার, বড় বাটি
ض : জিহ্বা, বড় বাটি, এক বিন্দু
ك : খাড়া রেখা, থালা
ق : পূর্ণবৃত্ত, বড় বাটি, দুই বিন্দু
ء : ছোট এ-কার, হেলানো রেখা
ه : পূর্ণ বৃত্ত
ع : ছোট এ-কার, বড় এ-কার
ح : শোয়া রেখা, বড় এ-কার
غ : ছোট এ-কার, বড় এ-কার, এক বিন্দু
خ : শোয়া রেখা, বড় এ-কার, এক বিন্দু



পাঠ ০১

মা এবং বা





অক্ষর م : আপনি কি মসজিদে মাইক দেখেছেন যা ইমাম বা মুয়াজ্জিন ব্যবহার করেন? মাইক মানুষকে দূর থেকে শুনতে সাহায্য করে। মাইক দেখতে অনেকটা মীম-এর মতো। মাইক – م

অক্ষর ب : ب বল এবং ব্যাট-এর সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে। ب এত বেশি খেলা পছন্দ করে যে ব্যাটের নীচে বল যেমন দেখায় এটি ঠিক সে রকম। নিচে বল-সহ ব্যাট - ب

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। এগুলোই অন্য অক্ষরের সাথে যুক্ত হতে সংযোজক সহ যেমন হয় তা নিচে দেয়া হয়েছে ।

بَـ	بَ	مَـ	مَ
ـبَـ	ـبَ	ـمَـ	ـمَ

এই পাঠের নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ـبَـ	ـمَـ	بَـ	ـمَـ	ـبَ
ـمَـ	ـبَـ	مَـ	بَـ	ـمَ

শিক্ষকের জন্য নোটঃ অক্ষরগুলির ধ্বনি অক্ষরের উপরে ফাতহাহ দিয়ে শেখা উচিত। উচ্চারণ করার জন্য এটিই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ হারাকাহ্ (স্বরধ্বনি)। অক্ষরগুলির পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ চিনে নেয়া খুবই জরুরি। অক্ষরগুলো যখন শব্দের মধ্যে আসবে, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্রতিটি অক্ষর চিনতে সহায়তা করবে।



পাঠ ০২

ওয়াও এবং ফা





অক্ষর و : আপনি কি বলতে পারেন: ওয়াও!! এটি বেশ বড়ো! মুখের দিকে দেখুন। এটি গোল। ওয়াও অক্ষরটি গোল। এর একটি লেজ আছে। আপনি কি বলতে পারেন ওয়াও! ওয়াও!

অক্ষর ف : ف অক্ষরটি প্রায় ফোন রিসিভারের মতো যার মধ্য থেকে শব্দ আসে! এটি ভাঁজ করা আঙুলের মতো। তার মাথার উপরে ফুল রাখতে ভালোবাসে। আপনি কি ف -এর মতো কোনো কিছু দেখতে পান আপনার চারপাশে?

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। এগুলোই সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে। খেয়াল করুন ওয়াও অক্ষরটি খুব বেশি পাতলা নয়, কিন্তু এটির সংক্ষিপ্ত-রূপ নেই। সংক্ষিপ্ত-রূপ না থাকার অর্থই হচ্ছে এটি পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয় না। তবে, পূর্ববর্তী অক্ষর হতে সংযোজক গ্রহণ করতে পারে।

فَـ	فَ	وَ	وَ
ـفَـ	ـفَ	ـوَ	ـوَ

এই পাঠের নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

فَ	ـفَـ	ـفَ	ـوَ	وَ
ـوَ	ـفَ	وَ	فَـ	ـوَ

পূর্ববর্তী পাঠের অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ـبَ	ـمَـ	بَـ	مَـ	ـبَـ
ـمَـ	بَـ	مَـ	ـبَـ	ـمَ



সা, যা এবং যোয়া



অক্ষর ث : ث ফল খেতে ভালোবাসে। এটি সবসময় তার উপর তিনটি ফল (ثَلَاثَةُ ثَمَرٍ) বহন করে।

অক্ষর ذ : চলুন আমরা জিহ্বার প্রান্তটি দেখি। এটি কেমন? দাঁতে চাপ দিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে বাতাস বের করুন এবং বলুন ذ. ذ প্রায় অবিকল জিহ্বার প্রান্তের মতো যখন এটি হালকাভাবে উপরের দাঁত স্পর্শ করে। দাঁত হচ্ছে ذ এর উপরে নুকতা !

অক্ষর ظ : চলুন আমরা আরেকজন বন্ধুর সাথে পরিচিত হই। সে এক বিশেষ বন্ধু: ظ । তার ধ্বনি মোটা ও উঁচু। একটি লাঠিসহ তার একটি বিশেষ পেট আছে। লাঠিটি আমাদেরকে বলছে ধ্বনি উঁচু হতে হবে। এটি সব সময় গোল পেটের উপর বসে থাকে। এটি অনেক মোটা। অতএব ধ্বনিও মোটা হতে হবে!!

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে; এই রূপই সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে। খেয়াল করুন যে ذ অক্ষরটি এতই পাতলা যে এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। সংক্ষিপ্ত রূপ না থাকার অর্থ হচ্ছে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে এটি যুক্ত হয় না। তবে, পূর্ববর্তী অক্ষরের থেকে সংযোজক গ্রহণ করতে পারে।

ظـَ ظَ ـظـَ ـظَ	ذَ ذَ ـذَ ـذَ	ثـَ ثَ ـثـَ ـثَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

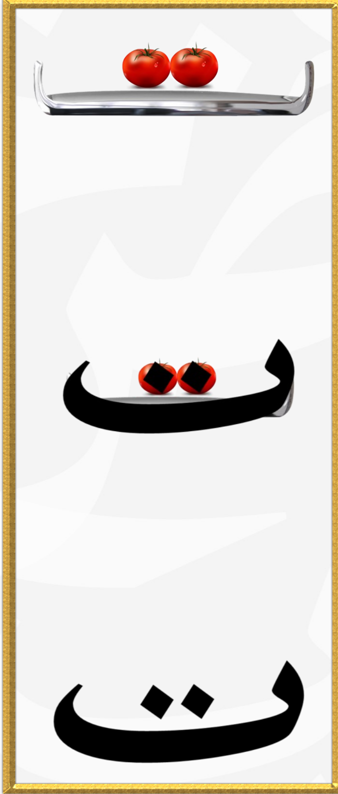
ظَ	ـظَ	ـذَ	ثَ	ـظـَ
ثـَ	ـذَ	ـثـَ	ظـَ	ـثَ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

فَ	ـفـَ	ـوَ	ـمـَ	فـَ
ـذَ	ـفَ	ـمـَ	ـبـَ	ـمَ
ـفـَ	ـوَ	بـَ	مـَ	ـبَ



পাঠ ০৪ তা, দা এবং ত্ব







অক্ষর ت: আপনি কি টমেটো খেতে ভালোবাসেন? টমেটোর সস! অথবা বারগারের মধ্যে টমেটো! আমাদের নতুন বন্ধু টমেটো পছন্দ করে এবং দুইটি টমেটো এর উপরে বহন করে। একজন আরব ভাই কিভাবে টমেটো বলে? 'তা' দিয়ে তমেত বলে। কারণ আরবি ভাষায় 'ট' নেই। ت হচ্ছে একটি ট্রের উপর দুইটি তমেত।

অক্ষর د: আমি নিশ্চিত আপনারা মিষ্টি পছন্দ করেন। ডোনাট দেখতে কেমন? এগুলো গোল। একজন আরব ভাই বা বোন কিভাবে ডোনাট বলবে? দোনাট (নরম দা দিয়ে)। আমাদের দালও দোনাট ভালোই পছন্দ করে! আপনিও কি ? এটি অর্ধেক দোনাট খেয়ে ফেলেছে এবং এটি অর্ধ দোনাটের মতো! আপনার চারপাশে د-এর মতো কিছু দেখেন কি? আপনি কি আপনার হাত দিয়ে د তৈরি করতে পারেন ? د হচ্ছে ذ -এর মতো কিন্তু তার উপর নুকতা নেই।

অক্ষর ط: আমাদের নতুন অক্ষর ط হচ্ছে একটি বিশেষ অক্ষর। এটি একেবারে ظ -এর মতো কিন্তু এর উপরে নুকতা নেই। এর একটি চ্যাপটা পেট আছে এবং তাই মেঝের উপর বসে থাকতে পারে! মুখ গোলাকার করে আপনাকে ط বলতে হবে। এরও একটি লাঠি আছে। সেই জন্য ধ্বনি উঁচু হতে হবে। আপনি কি হাত দিয়ে ط বানাতে পারেন ?

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। এই রূপই সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে। খেয়াল করুন, د অক্ষরটি এতই পাতলা যে এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।

طَ طَ	دَ دَ	تَ ةَ تـَ
ـطَ ـطَ	ـدَ ـدَ	ـتَ ـةَ ـتـَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ةَ	ـطَـ	ـتَ	ـدَ	طَ
تـَ	ـدَ	ـتـَ	ـطَ	ـةَ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

مـَ	ـفـَ	ـبـَ	ـثـَ	ـمـَ
ـمَ	ـبَ	بَ	ظَ	ذَ
ظَ	ـذَ	ـظـَ	ـبـَ	ـوَ
ظـَ	مـَ	بـَ	ثـَ	فـَ

বি. দ্র. (ة) এটিও এক ধরনের বিশেষ 'তা' (ت)। এর বিস্তারিত নিয়ম আমরা পরবর্তীতে শিখব। ইনশাআল্লাহ





ঝা, সা এবং সোয়া







অক্ষর ز: ز অক্ষর কলা খেতে ভালোবাসে। আপনিও কি ভালোবাসেন? আরবিতে কলাকে موز বলে। ز অক্ষরটি موز -এর মতো। এর দিকে দেখুন। মাউঝঝঝ - ز , মাউঝঝঝঝ- ز । আপনি কি ز -এর মতো কিছু দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কি আপনার হাত দিয়ে ز বানাতে পারেন ?

অক্ষর س: س অক্ষরটি সাপের মতো দৌঁড়াতে ভালোবাসে। এটি খুব জোরে দৌঁড়ায় স্স্স্সাপের মতো হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে। এটির দিকে দেখুন। আপনি কি س -এর মতো কিছু দেখতে পান? আপনি কি আপনার হাত দিয়ে س বানাতে পারেন ?

অক্ষর ص: س অক্ষরটির ভাই সে খুব মোটা। এর একটি মোটা পেট আছে। س পাতলা এবং ص মোটা। তবে এর মাথাটি কিন্তু সিন-এর মতো নয়, মোটা বানানোর জন্য এটিকে ভাঁজ করা হয়েছে। আপনি কি ص -এর মতো কিছু দেখতে পান? আপনি কি আপনার হাত দিয়ে ص তৈরি করতে পারেন?

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে; এই রূপই সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে।

صَـ صَ	سَـ سَ	زَ زَ
ـصَـ ـصَ	ـسَـ ـسَ	ـزَ ـزَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

زَ	ـصَـ	ـزَ	ـسَ	صَ
سَـ	صَ	ـسَـ	صَـ	ـزَ

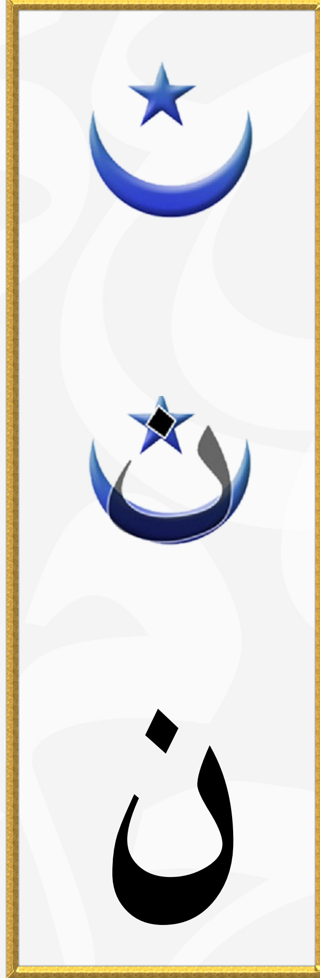
পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ـتَـ	ـمَـ	ـبَـ	ـثَـ	ـفَـ
طَـ	ـوَ	ـفَ	ـبَـ	ـمَـ
ـذَ	ثَـ	ـطَـ	ـدَ	ـتَـ
ـفَ	فَـ	ظَ	وَ	ـبَ



লা, না এবং রা







অক্ষর ل: লাম আলো পছন্দ করে। এটি ল্যাম্পের সাথে থাকে। চিত্রে প্রদর্শিত বড় ল্যাম্পকে এটি ভালোবাসে! এটিকে ঘুরিয়ে ফেলুন। দেখবেন ل হয়ে যাবে। আপনি ل-এর মতো কিছু দেখছেন কি ? আপনি হাত দিয়ে লাম বানাতে পারেন কি ?

অক্ষর ن: নুন নতুন চাঁদের মতো রাতে আলো দিতে পছন্দ করে। ن হচ্ছে রাতের আকাশে নতুন চাঁদ ... তার পেটে একটি তারা।

অক্ষর ر : রা লুকোচুরি খেলতে পছন্দ করে। এটি একটি রিং দেখে দৌঁড়ে গিয়ে তার পিছনে লুকায়। রা একটি রিং এর অংশ। এই অক্ষরটি একেবারে ز -এর মতো কিন্তু নুকতা ছাড়া।

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। এই রূপই সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে।

رَ رَ	نـَ نَ	لـَ لَ
ـرَ ـرَ	ـنـَ ـنَ	ـلـَ ـلَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

نَ	ـلـَ	نـَ	رَ	لَ
لـَ	ـنَ	ـرَ	ـنـَ	ـلَ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ـسـَ	ـشـَ	ـتـَ	ـمـَ	ـبـَ
فـَ	ظـَ	بـَ	ثـَ	تـَ
ـزَ	ـصـَ	ـسَ	ـدَ	ـطـَ
ـوَ	بـَ	مـَ	ـذَ	ـمَ



পাঠ ০৭

জা, শা এবং ইয়া







অক্ষর ج : কোনো একসময় **জীম** অক্ষরটি স্কুলে যাচ্ছিল। ওর মা তাকে জ্যাম স্যান্ডউইচ দিয়েছিল টিফিনের জন্য। কিন্তু **জীম** এত ক্ষুধার্ত ছিল যে স্কুল যাওয়ার পথেই সে জ্যাম স্যান্ডউইচ খেয়ে ফেলে। আপনি ওর পেটে জ্যাম স্যান্ডউইচ দেখতে পাবেন!!! অতএব ج-এর পেটে সবসময় জ্যাম স্যান্ডউইচ থাকে।

অক্ষর ش: শীন গোসলের সময় সাপের মতো দৌড়াতে পছন্দ করে। বৃষ্টির তিনটি ফোটা সবসময় শীন-এর উপর ঝরতে থাকে। অতএব ش প্রায় س -এর মতো, কিন্তু তিনটি নুকতা থাকে। স্কুলে বাচ্চারা শোরগোল করলে শিক্ষক কী বলেন? ইশশশশশ! আপনার চারপাশে ش -এর মতো কিছু দেখেন কি? আপনি আপনার হাত দিয়ে ش বানাতে পারেন কি?

অক্ষর ي : ইয়া খেলনা পছন্দ করে, বিশেষ করে হলুদ রাবারের হাঁস। সবসময় তার সঙ্গে খেলতে পছন্দ করে। অতএব এটি অনেকটা হলুদ খেলনা হাঁসের মতো। আপনার চারদিকে ي -এর মতো কিছু দেখেন কি? আপনার হাত দিয়ে ي বানাতে পারেন কি?

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। একই রূপ সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে।

يَـ	يَ	شَـ	شَ	جَـ	جَ
ـيَـ	ـيَ	ـشَـ	ـشَ	ـجَـ	ـجَ

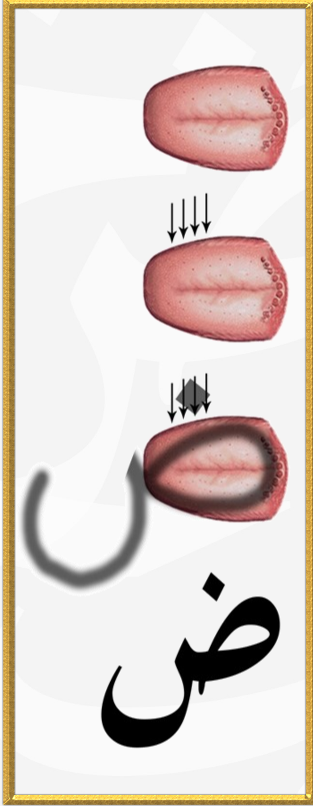
এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

جَ	ـشَـ	ـيَ	ـجَـ	شَـ
جَـ	ـشَ	ـيَـ	يَـ	ـجَ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ثَـ	تَـ	بَـ	لَـ	نَـ
ةَ	مَـ	ـةَ	فَـ	سَـ
ـسَـ	ـصَ	صَـ	ظَـ	طَـ
ـوَ	ـزَ	ـرَ	ـدَ	ـذَ

পাঠ ০৮ দোয়া, কা এবং ক্বা





অক্ষর ض : ض একটি বিশেষ আরবি অক্ষর। এটি অন্য কোনো ভাষায় নেই। এটি খুবই মোটা এবং এর আকৃতি জিহ্বার মতো। আপনি জিহ্বার পার্শ দ্বারা উপরের চোয়ালের ডান অথবা বাম অথবা উভয় দিকের মাড়িকে স্পর্শ করুন। আপনি ض-এর ধ্বনি পাবেন। জিহ্বার পার্শে নুকতা আছে। এর আকৃতি প্রায় সোয়াদ-এর মতো, কিন্তু এর উপরে একটি নুকতা আছে। এর ধ্বনিও মোটা এবং উঁচু।

অক্ষর ك : সোফাটির দিকে দেখুন। ك সোফার উপর আরাম করতে ভালোবাসে। এর আকৃতি অবিকল সোফার মতো। কেদারা - ك , কক্ষ - ك . ك অক্ষরটির ভাঁজ করা ক্যাপ আছে তার কোলের মধ্যে। এটি কি মনে রাখা সহজ নয়? আপনার চারপাশে আপনি কি ك-এর মতো কিছু দেখেন? আপনি কি ك হাত দিয়ে বানাতে পারেন?

অক্ষর ق : আমরা সকলেই আল্লাহর কিতাব কুরআনকে ভালোবাসি। কুরআন শব্দটি ق দিয়ে শুরু! قرآن শব্দটি দেখুন এবং সেখানে দেখুন প্রথম অক্ষর ق আছে। এর গোলাকার মাথার উপরে দুইটি নুকতা আছে। আপনার চারপাশে ق -এর মতো কিছু দেখেন কি? আপনি হাত দিয়ে ق বানাতে পারেন কি?

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। একই রূপ সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে।

قَـ ↑ قَ	كَـ كَ	ضَـ ضَ
ـقَـ ـقَ	ـكَـ ـكَ	ـضَـ ـضَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

كَ	ـضَـ	ـقَ	ـقَـ	ضَـ
ـضَ	ـكَ	ـقَـ	قَـ	كَـ

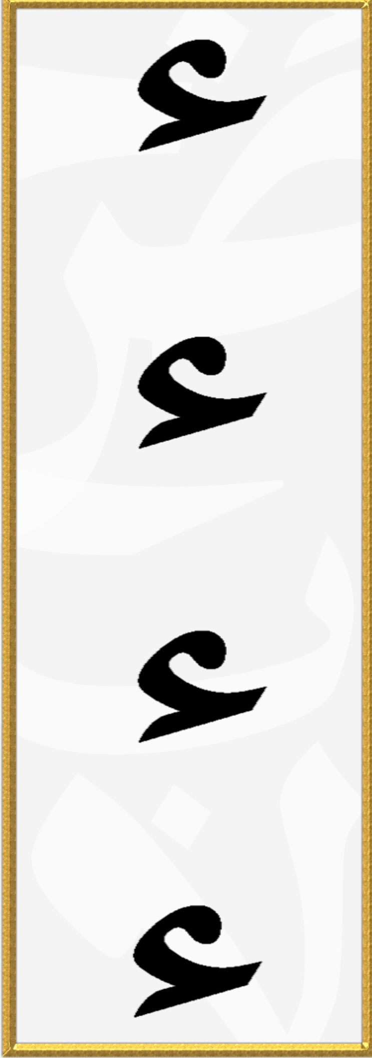
পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

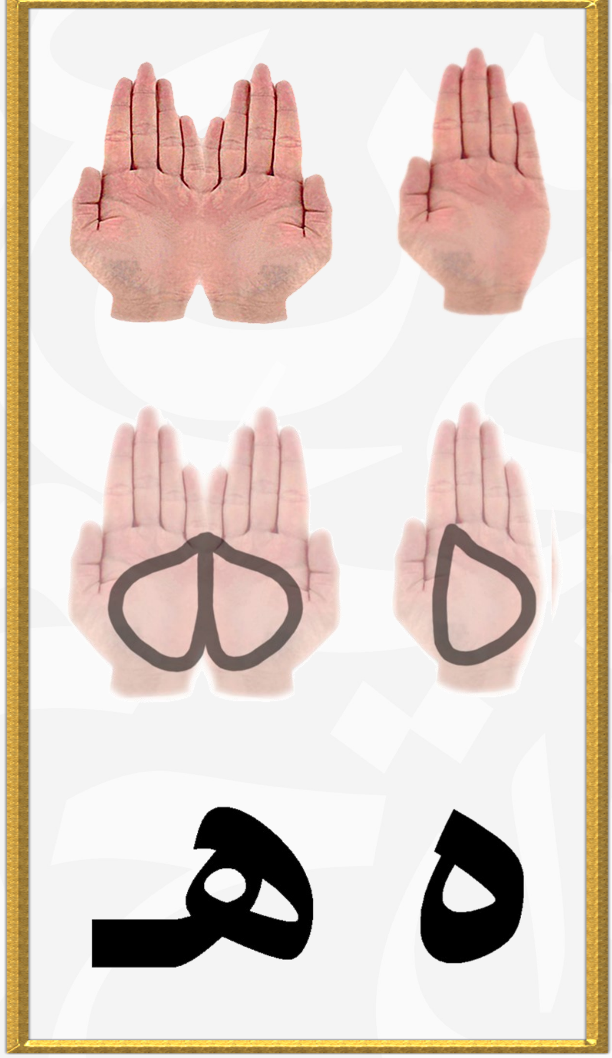
مَـ	بَـ	فَـ	ثَـ	تَـ
ـةَ	سَـ	صَـ	ـظَـ	طَـ
زَ	رَ	ذَ	دَ	وَ
جَـ	شَـ	يَـ	لَـ	نَـ



পাঠ ০৯

কণ্ঠনালীর অক্ষর (ه, ء)





অক্ষর ء : হামজার দিকে দেখুন। এটি একটি শিশু অক্ষর। এই শিশু অক্ষরকে আপনি ভুলতে পারবেন না। এর ধ্বনি হচ্ছে 'আ'। যেহেতু এটি একটি শিশু অক্ষর, সে আলিফ, ওয়াও বা ইয়া-এর উপর উঠে যায়। আলিফ একটি খাড়া লাইন যা আপনারা পরে শিখবেন। আপনার চারপাশে ء-এর মতো কিছু দেখেন কি? আপনি হাত দিয়ে ء বানাতে পারেন কি ?

অক্ষর هـ ، ه : আপনার হাতের দিকে দেখুন। এটি কি হাতের মতো নয় هـ ? হাত هـ.

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। একই রূপ সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে।

هَـ هَ	ءَ
ـهَـ ـهَ	ـئَـ ـأَ ـئَ ئَ ـؤَ ؤَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

هَ	ـهَـ	ـئَ	ئَ	ـؤَ
ـأَ	ـهَ	ـئَـ	هَـ	ـئَ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ـسَـ	ـشَـ	ـثَـ	ـنَـ	ـبَـ
ـلَـ	ـكَـ	ـمَـ	ـيَـ	ـتَـ
ـجَـ	ـظَـ	ـطَـ	ـضَـ	ـصَـ
ـذَ	ـدَ	ـزَ	ـرَ	ـوَ

পাঠ ১০

কণ্ঠনালীর অক্ষর (ح ع)





অক্ষর ع : আরবিতে ع একটি বিশেষ অক্ষর। ع-এর বিশেষ ধ্বনি আছে যা আসে কণ্ঠনালীর মধ্য হতে। এটি আরাবী আতর (সুগন্ধি) পছন্দ করে! 'আজিব' (বিস্ময়কর)! ع আতরের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। আপনি দেখুন আতর বোতলের পাশে দাঁড়িয়ে। বোতলের মতো আকৃতি নিয়ে।

অক্ষর ح : চলুন আমরা এখন অপর একটি অক্ষর দেখি যা প্রায় ج -এর মতো। আপনাদের ج-এর গল্প মনে আছে। এর পেটে জ্যাম স্যান্ডউইচ রয়েছে। আসলে ح হাঁটছিল ج -এর সঙ্গে এবং তাদের মা তাদের উভয়কে স্যান্ডউইচ দিয়েছিল। ج খেয়ে নিয়েছিল আর ح ফেলে দিয়েছিল। তাই সে এখন ক্ষুধার্ত। এর পেটে, মাথায় বা হাতে কিছুই নেই। যেহেতু সে ক্ষুধার্ত, সে একটি বিশেষ 'হা' ধ্বনি করে যা কণ্ঠনালীর মধ্য হতে আসে-- Hungry ... ح, হাঙ্গরি ... ح .

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। এই রূপই সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে।

حَـ	حَ	عَـ	عَ
ـحَـ	ـحَ	ـعَـ	ـعَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

عَ	حَـ	ـحَ	ـحَـ	حَ
ـعَـ	ـحَـ	ـعَ	عَـ	حَـ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

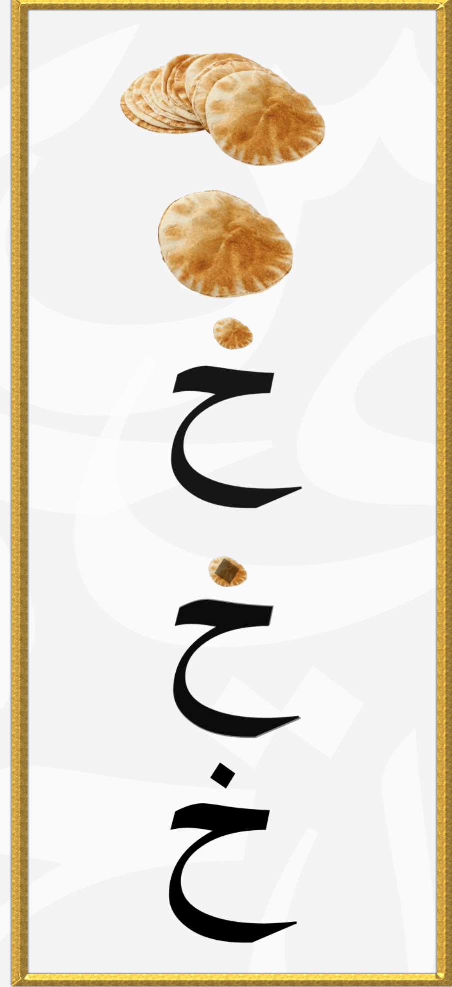
نَـ	بَـ	سَـ	شَـ	ثَـ
يَـ	تَـ	لَـ	كَـ	مَـ
ـئَ	ـؤَ	هَـ	فَـ	قَـ
ـذَ	ـدَ	ـزَ	ـرَ	ءَ



পাঠ ১১

কণ্ঠনালীর অক্ষর (غ خ)





অক্ষর غ : আমাদের কেবল আর দুটি অক্ষর বাকী আছে! غراب সম্বন্ধে একই কথা বলি। غراب অর্থ কাক। কাক গাছে এবং দেওয়ালে বসে কা কা করতে শুরু করে। غراب যখন ع-এর উপর বসে তখন এটি غ হয়ে যায়। ع-এর নুকতা নাই। غ-এর মাথার উপর নুকতা আছে।

অক্ষর خ : চলুন আমরা সর্বশেষ অক্ষরটি দেখি! এর জন্য আপনাদের জানতে হবে خبز (খুবয) সম্বন্ধে। خبز অর্থ রুটি। আপনাদের ج এবং ح -এর গল্প জানা আছে। ح যখন খুব বেশি Hungry (ক্ষুধার্ত) হয়ে যায় এবং অনেক বেশি ح ধ্বনি করতে থাকে, অপর একটি অক্ষর তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মাথায় خبز রেখে দেয়, তখন ইহা خ হয়ে যায়। ح এর মাথার উপর নুকতা দেওয়া হলেই এটি হয়ে যায় خ ।

পূর্ণ-রূপ এবং সংক্ষিপ্ত-রূপ প্রথম লাইনে দেয়া হয়েছে। এই রূপই সংযোজকসহ নিচে দেয়া হয়েছে।

خَـ	خَ ↑	غَـ	غَ ↑
ـخَـ	ـخَ	ـغَـ	ـغَ

এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

خَ	خَـ	ـخَ	خَـ	غَـ
غَ	ـخَ	ـغَ	ـخَـ	ـغَـ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ـسَ	ـشَ	ـثَ	ـنَ	ـبَ
ـلَ	ـكَ	ـمَ	ـيَ	ـتَ
ـقَ	ـفَ	ءَ	ئَ	ؤَ
زَ	رَ	ـجَ	ـحَ	ـعَ



আলিফ





আলিফ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত-রূপ নেই; এর সংক্ষিপ্ত-রূপ পূর্ণ রূপের মতোই। এটি পূর্ববর্তী অক্ষরের সঙ্গে সংযোজক গ্রহণ করে। আলিফ-এর উপর ফাতহাহ বা অন্য কোনো হারাকাত থাকলে এটি হামজা হয়ে যায়।



এই পাঠে শেখা নতুন অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ـَا	ـَا	اَ	ـَا	اَ

পূর্ববর্তী পাঠে শেখা অক্ষরগুলি অনুশীলন করুন।

ثَـ	فَـ	وَ	مَـ	بَـ
طَـ	دَ	تَـ	ظَـ	ذَ
نَـ	لَـ	صَـ	سَـ	زَ
ضَـ	يَـ	شَـ	جَـ	رَ
اَ	ئَـ	ءَ	قَـ	كَـ
خَـ	غَـ	حَـ	عَـ	هَـ



মাখরাজ অনুযায়ী ও প্রমিত অক্ষর বিন্যাস

মাখরাজ অনুযায়ী অক্ষর বিন্যাস

م	ب	و	ف								
ث	ذ	ظ	ت	د	ط	ز	س	ص	ل	ن	ر
ج	ش	ى	ض	ك	ق↑						
ء	ه	ع	ح	غ↑	خ↑						

অক্ষরের প্রমিত বিন্যাস

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض
ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل
م	ن	و	ه	ء	ى		

দ্বিতীয় অংশ
হারাকাত



হারাকাতের কবিতা

ـَا ـِيْ ـُوْ

ওয়াও মাদ্দ ইয়া মাদ্দ আলিফ মাদ্দ

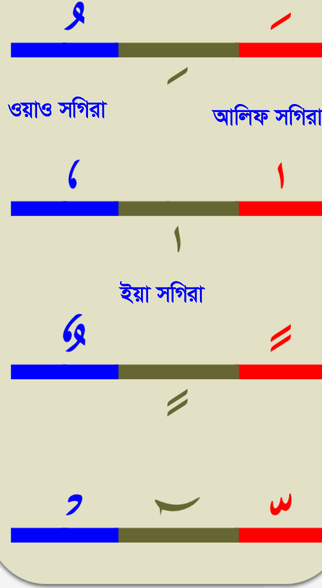
ـَنْ ـِنْ ـُنْ

ফাতহাহ
কাসরাহ
দম্মাহ

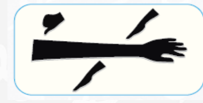
খাড়া ফাতহাহ
খাড়া কাসরাহ
উল্টা দম্মাহ

দুই ফাতহাহ
দুই কাসরাহ
দুই দম্মাহ

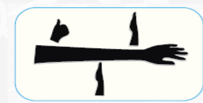
শাদ্দাহ
মাদ্দ
সুকূন



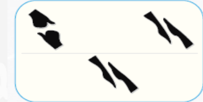
اَ
اِ
اُ



اا
اِيْ
اُوْ



اَنْ
اِنْ
اُنْ



شدّة
مَدّ
سُكُو



হরকতের কবিতার TPI এর পদ্ধতি ভিডিও সিডিতে দেয়া আছে। কবিতাটি হল:

اَ اِ اُ

اا اِيْ اُوْ

اَنْ اِنْ اُنْ

شَدَّة مَدّ سُكُون

ফাতহাহ দিয়ে অনুশীলন



অক্ষর কবিতা

ফাতহাহ সহ পূর্ণরূপ



জিহ্বা হতে অ-নে-ক;







অক্ষর কবিতা

ফাতহাহ সহ সংক্ষিপ্তরূপ



জিহ্বা হতে অ-নে-ক;

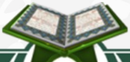




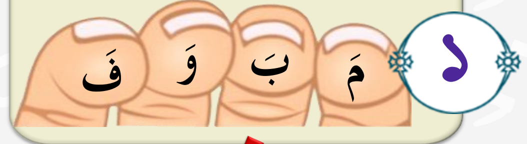
পাঠ ১৩ ফাতহাহ অক্ষর

মা-শা-আল্লাহ !এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ৩০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

আরবীতে স্বর চিহ্নকে হারাকাত বলে। সংক্ষিপ্ত ও সহজ করার জন্য আমরা এগুলিকে চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করব। এগুলি হচ্ছে ফাতহাহ (যবর), কাসরাহ (যের) এবং দম্মাহ (পেশ)। সবচেয়ে সহজ উচ্চারণের চিহ্নটি হচ্ছে ফাতহাহ (যেমন: بَ)। ফাতহাহযুক্ত অক্ষরকে আমরা বলব 'ফাতহাহ-অক্ষর'। যে অক্ষরের উপর এটি থাকে সেই অক্ষরকে 'আ' ধ্বনি প্রদান করে। যে সকল অক্ষর উচ্চারণের সময় [জিহ্বার পেছনের অংশ উঁচু হওয়ার কারণে] আওয়াজ উচ্চ বা মোটা হয় (ইসতি'লা-استعلاء) সে সকল অক্ষরের উপর তীর চিহ্ন দেয়া হয়েছে। যেমন: خ غ ق ص ض ط ظ



১ অক্ষর কবিতা



জিহ্বা হতে অ-নে-ক;





৩ ২ ১



১ অক্ষর কবিতা



জিহ্বা হতে অ-নে-ক;





৩ ২ ১

অনুশীলন: নিম্নলিখিত ফাতহাহ বিশিষ্ট শব্দগুলি কুরআনে প্রায়ই পাওয়া যায়। কমপক্ষে একবার শিক্ষার্থীদের তাদের অর্থ বলে দিন যেন তারা বুঝতে পারে যে এগুলি অর্থহীন শব্দ নয়।

تَـ ـرَ *৩০+ تَرَ তুমি দেখ	مَـ ـعَ +৫৫ مَعَ সাথে	لَـ ـكَ *৭০+ لَكَ তোমার জন্য
تَـ ـرَ ـكَ تَرَكَ সে ত্যাগ করেছে/ রেখে গিয়েছে	مَـ ـعَ ـكَ مَعَكَ তোমার সাথে	جَـ ـعَـ ـلَ +৪০* جَعَلَ সে তৈরী করেছে
أَ خَـ ـذَ أَخَذَ সে গ্রহণ করেছে	بَـ ـلَـ ـغَ بَلَغَ সে পৌঁছেছে	خَـ ـلَـ ـقَ +৫৫* خَلَقَ তিনি সৃষ্টি করেছেন
وَ جَـ ـعَـ ـلَ +২৫* وَجَعَلَ এবং সে তৈরী করেছে	فَـ ـبَـ ـعَـ ـثَ فَبَعَثَ অতঃপর সে পুনরুত্থান করেছে	وَ خَـ ـلَـ ـقَ وَخَلَقَ এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন

পাঠ ১৪

আলিফ মাদ্দ

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ৫,১০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

ফাতহাহ-অক্ষর-এর পরে যদি আলিফ আসে, তখন অক্ষরটির ধ্বনি দ্বিগুন প্রলম্বিত হয়। এই আলিফকে আমরা 'আলিফ-মাদ্দ' বলব। خ غ ق এবং ص ض ط ظ (মোটা ও উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট অক্ষর - اِسْتِعْلَاء) এর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।



২ অক্ষর কবিতা

(আলিফ মাদ্দসহ)



জিহ্বা হতে অ-নে-ক;





অনুশীলন: নিচে প্রদত্ত আলিফ-মাদ্দযুক্ত শব্দগুলো কুরআনে বারবার এসেছে। শিক্ষার্থীদেরকে এগুলোর অর্থ কমপক্ষে একবার বলে দিন যেন তারা বুঝতে পারে যে শব্দগুলি অর্থহীন নয়। ظ ط ض ص এবং ق خ غ (মোটা ও উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট অক্ষর - استعلاء) এর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

كَـ مَا +৫৫* كَمَا মতো, যেমন	فَـ مَا +৮৫* فَمَا অতএব/ অতঃপর না/ কি?	وَ مَا +৬০০* وَمَا এবং কি?/ না/ যা	مَا +১০০০* مَا কি?/ না/ যা
أَ لَا +৯৫* أَلَا নয় কি, সাবধান!	فَـ لَا فَلَا অতএব না	وَ لَا +৬৫০* وَلَا এবং না	لَا +৮০০* لَا না
لَـ نَا +৮০* لَنَا আমাদের জন্য	فَـ قَا لَ +২৫* فَقَالَ অতঃপর সে বলেছে	وَ قَا لَ ৮৫* وَقَالَ এবং সে বলেছে	قَا لَ +৪১০* قَالَ সে বলেছে
أَ وَ لَا أَوَلَا এবং নয় কি?	فَـ كَا نَ فَكَانَ অতএব সে ছিল	وَ كَا نَ +৮০* وَكَانَ এবং সে ছিল	كَا نَ +৩২০* كَانَ সে ছিল
أَ فَـ لَا ৪৫* أَفَلَا অতএব নয় কি?	فَـ مَا ذَا فَمَاذَا অতএব কি?	وَ مَا ذَا وَمَاذَا এবং কি?	مَا ذَا +২০* مَاذَا কি?

পাঠ ১৫

কাসরাহ অক্ষর

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ৫,৯০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

এই পাঠে আমরা শিখব কাসরাহ (যের) চিহ্নসহ অক্ষর কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়। এই সকল অক্ষরকে আমরা 'কাসরাহ-অক্ষর' বলব। তবে লক্ষ্যনীয় যে, মোটা ও উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট অক্ষরের নিচে কাসরা হলে তা সামান্য মোটা করে পড়তে হয় (পরিপূর্ণ মোটা নয়)।



৩ অক্ষর কবিতা

ঠোঁট থেকে বের হয়

১ مِ بِ وِ فِ

জিহ্বা হতে অ-নে-ক;





اِ ئِ ؤِ



৩ অক্ষর কবিতা

ঠোঁট থেকে বের হয়

১ مِـ بِـ وِ فِـ

জিহ্বা হতে অ-নে-ক;





ئِـ

অনুশীলন: নিচে প্রদত্ত শব্দগুলি কুরআনে বারবার পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কাসরাহ এবং ফাতহাহ চিহ্ন উভয়ই আছে যা আমরা ইতোমধ্যেই শিখেছি। শিক্ষার্থীদের এদের অর্থ কমপক্ষে একবার বলে দিন যাতে তারা বুঝতে পারে যে শব্দগুলি অর্থহীন নয়।

لَـ ـكِ لَكِ তোমার জন্য (স্ত্রী)	لِـ ـمَ لِمَ কেন?	هِـ ـيَ +৬০* هِيَ সে (স্ত্রী)
تَـ ـجِـ ـدَ تَجِدَ তুমি পাবে	عَـ ـمِـ ـلَ عَمِلَ সে কাজ করেছে	سَـ ـمِـ ـعَ سَمِعَ সে শুনেছে
لِـ ـمَا ৩৫* لِمَا কিসের জন্য/ যার জন্য	بِـ ـمَا +২৯০* بِمَا যে কারণে/ যা দ্বারা	بِـ ـهَا +৭৫* بِهَا তার দ্বারা
فَـ إِ ذَا ৮৬* فَإِذَا অতঃপর যখন	وَ إِ ذَا وَإِذَا এবং যখন	إِ ذَا +১৯০* إِذَا যখন
لِـ ـبَا سَ لِبَاسَ পোশাক	صِـ ـرَا طَ +৩৫* صِرَاطَ পথ	عِـ ـبَا دِ عِبَادِ বান্দাগণ

পাঠ ১৬

ইয়া মাদ্দ

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ৭,৮০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

যদি কাসরাহযুক্ত অক্ষরের পরে ইয়া-সাকিন (يْ) আসে, তখন অক্ষরটির ধ্বনি দ্বিগুণ প্রলম্বিত হয়। আমরা এই ইয়াকে 'ইয়া-মাদ্দ' বলব। ص ض ط ظ এবং غ خ ق (মোটা ও উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট অক্ষর - اِسْتِعْلَاء) এর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।



৪ অক্ষর কবিতা

(ইয়া মাদ্দসহ)

১ ঠোঁট থেকে বের হয়

مِي بِي وِي فِي

জিহ্বা হতে অ-নে-ক;

২ আগা থেকে ১২টি

ظِي ذِي ثِي

طِي دِي تِي

صِي سِي زِي

لِي نِي رِي

৩ মধ্য থেকে বের হয়

جِي شِي يِي

আর পাশ থেকে আসে

ضِي كِي قِي

সব শেষে ৬; গলা থেকে বের হয়।

عِي هِي ءِي

خِي غِي حِي

اِي ءِي

অনুশীলন: ইয়া-মাদ্দসহ শব্দগুলি নিচে দেয়া হলো যা কুরআনে বারবার পাওয়া যায়।

لَـ ـفِيْ +২৫* لَفِيْ অবশ্যই মধ্যে	وَ فِيْ +৩০* وَفِيْ এবং মধ্যে	فِيْ +১১৫০* فِيْ মধ্যে
سَـ ـبِيْـ ـلِ +৮৫* سَبِيْلِ রাস্তা/পথ	بَـ ـنِيْ +৪০* بَنِيْ ছেলেরা/সম্প্রদায়	لِيْ +৬০* لِيْ আমার জন্য/আমার
حِيْـ ـنَ +২৫* حِيْنَ সময়	قِيْـ ـلَ +৩০* قِيْلَ বলা হয়েছে	فِيْـ ـهِ +১২৫* فِيْهِ তার মধ্যে/ইহার মধ্যে
وَ فِيْـ ـهَا وَفِيْهَا এবং তার মধ্যে/ইহার মধ্যে	فِيْـ ـهَا +২৪০* فِيْهَا তার মধ্যে/ইহার মধ্যে	فِيْـ ـمَا +২০* فِيْمَا কিসের মধ্যে?/যার মধ্যে
مِيْـ ـثَا قَ مِيْثَاقَ অঙ্গীকার	مِيْـ ـقَا تَ مِيْقَاتَ নির্ধারিত সময়/স্থান	إِيْـ ـمَا نِ إِيْمَانِ ঈমান, বিশ্বাস

পাঠ ১৭ দম্মাহ অক্ষর

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ৮,৪০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

এই পাঠে আমরা শিখব দম্মাহ (পেশ) চিহ্নসহ অক্ষর কীভাবে উচ্চারণ করতে হয়। এই সকল অক্ষরকে আমরা বলব 'দম্মাহ-অক্ষর'।



৫ অক্ষর কবিতা



জিহ্বা হতে অ-নে-ক;







৫ অক্ষর কবিতা



জিহ্বা হতে অ-নে-ক;





অনুশীলন: নীচে প্রদত্ত শব্দগুলি কুরআনে প্রায়ই বারবার পাওয়া যায়। এই শব্দগুলিতে দম্মাহ আছে, এর সঙ্গে অন্যান্য হারাকাতও আছে যা আপনারা ইতোমধ্যেই শিখেছেন।

وَ لَـ ـهُ +২০* وَلَهُ এবং তার জন্য	فَـ ـهُـ ـوَ +২৫* فَهُوَ অতঃপর/অতএব সে	وَ هُـ ـوَ +১৭০* وَهُوَ এবং সে	هُـ ـوَ ২৬৫* هُوَ সে (পুরুষ)
دَا رُ دَارُ বাড়ি	نَا رُ +৪০* نَارُ আগুন	رُ سُـ ـلُ رُسُلُ রাসুলগণ	مَـ ـثَـ ـلُ ১৫* مَثَلُ উদাহরণ, দৃষ্টান্ত
يَـ ـكَا دُ يَكَادُ উপক্রম হয়	جُـ ـنَا حُ ২৫* جُنَاحُ পাপ	عَـ ـذَا بُ عَذَابُ শাস্তি, আযাব	مَـ ـتَا عُ +২০* مَتَاعُ জিনিসপত্র, ভোগ সামগ্রী
خُـ ـلِـ ـقَ خُلِقَ সৃষ্টি করা হয়েছে	كُـ ـتِـ ـبَ كُتِبَ লেখা হয়েছে	عَا قِـ ـبَـ ـةُ +২৫* عَاقِبَةُ পরিণতি	صَا لِـ ـحُ +৪০* صَالِحُ সলিহ (আ.)
أَ سَا طِـ ـيْـ ـرُ أَسَاطِيْرُ কিস্সা কাহিনী	مَـ ـقَا لِـ ـيْـ ـدُ مَقَالِيْدُ চাবিসমূহ	يُـ ـرِ يْـ ـدُ يُرِيْدُ সে ইচ্ছা করে	سَـ ـرِ يْـ ـعُ سَرِيْعُ অতি সত্বর

পাঠ ১৮

ওয়াও মাদ্দ

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ৯,২০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

যদি দম্মাহ যুক্ত হারফের পরে ওয়াও-সাকিন (وْ) আসে, তখন হারফটির ধ্বনি দ্বিগুন প্রলম্বিত হয়। আমরা এই ওয়াওকে বলবো 'ওয়াও-মাদ্দ'। ص ض ط ظ এবং غ خ ق -এর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।



৬ অক্ষর কবিতা

১ ঠোঁট থেকে বের হয়

مُوْ بُوْ وُوْ فُوْ

জিহ্বা হতে অ-নে-ক;

২ আগা থেকে ১২টি

ثُوْ ذُوْ ظُوْ

تُوْ دُوْ طُوْ

زُوْ سُوْ صُوْ

لُوْ نُوْ رُوْ

৩ মধ্য থেকে বের হয়

جُوْ شُوْ يُوْ

আর পাশ থেকে আসে

ضُوْ كُوْ قُوْ

সব শেষে ৬; গলা থেকে বের হয়।

أُوْ هُوْ عُوْ

حُوْ غُوْ خُوْ

أُوْ ئُوْ ؤُوْ

অনুশীলন: ওয়াও-মাদ্দসহ নিচে প্রদত্ত শব্দগুলি কুরআনে প্রায়ই বারবার পাওয়া যায়। এই শব্দগুলিতে অন্য চিহ্নও আছে যা আপনারা ইতোমধ্যেই শিখেছেন।

هُوْ دُ هُوْدُ হুদ (আ.)	دُوْ نَ +৯০* دُوْنَ ব্যতীত, ছাড়া	لَـ ـذُوْ لَذُوْ অবশ্যই মালিক	ذُوْ ২৫* ذُوْ অধিকারী, মালিক
رَ سُوْ لَ رَسُوْلَ রাসূল	يَـ ـكُوْ نَ ৩৫* يَكُوْنَ সে হয়	يَـ ـقُوْ مُ يَقُوْمُ সে দাঁড়ায়	يَـ ـقُوْ لُ يَقُوْلُ সে বলে
أُوْ تُوْ ا +৩০* أُوْتُوْا তাদের দেওয়া হয়েছে	كُوْ نُوْ ا كُوْنُوْا তোমরা হও	قَا لُوْ ا ২৫০* قَالُوْا তারা বলেছে	وَكَا نُوْ ا ৩৫* وَكَانُوْا এবং তারা ছিল
تَـ ـجِـ ـدُوْا تَجِدُوْا তোমরা পাবে	عَـ ـمِـ ـلُوْا ২০* عَمِلُوْا তারা আমল করেছে	جَـ ـعَـ ـلُوا جَعَلُوْا তারা তৈরী করেছে	كَـ ـفَـ رُوْا +১৮০* كَفَرُوْا তারা অবিশ্বাস করেছে
يَـ ـقُوْ مُوْ نَ يَقُوْمُوْنَ তারা দাঁড়ায়	يَـ ـقُوْ لُوْ نَ +৫০* يَقُوْلُوْنَ তারা বলে	يُـ ـقِـ ـيْـ ـمُوْ نَ يُقِيْمُوْنَ তারা প্রতিষ্ঠা করে	يُـ ـرِ ـيْـ ـدُوْ نَ يُرِيْدُوْنَ তারা ইচ্ছা করে

পাঠ ১৯

১৩-১৮ পাঠসমূহের পুনরালোচনা

كُتِبَ লেখা হয়েছে	أُخِذَ পাকড়াও করা হয়েছে	مَعَهُ তার সাথে	فَهِيَ অতঃপর/অতএব সে (স্ত্রী)
১৩০* وَإِذَا এবং যখন	بِمَا যে কারণে/যার দ্বারা	نُرِيَ আমরা দেখাই	كُلِيْ তুমি (স্ত্রী) খাও
يَكَادُ উপক্রম হয়	عِبَادُ বান্দাগণ	جُنَاحُ পাপ	مَكَانَ স্থান
فِيْهَا তার মধ্যে	فِيْمَا কিসের মধ্যে?/যার মধ্যে	حِيْنَ সময়	قِيْلَ বলা হয়েছে
يَتُوْبُوْنَ তারা তওবা করে	تَقُوْلُوْنَ তোমরা বলো	أَعُوْذُ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি	رَسُوْلُ রাসূল
يُوْسُفُ ইউসুফ (আ.)	صَالِحُ সলিহ (আ.)	نُوْحُ নুহ (আ.)	لُوْطُ লুত (আ.)

ওয়াও-মাদ্দ-এর পরে শেষের আলিফটি উচ্চারিত হয় না; এটি আলিফ-মাদ্দ নয়।

وَقَالُوْا এবং তারা বলেছে	قَالُوْا তারা বলেছে	وَكَانُوْا এবং তারা ছিলো	+২২০* كَانُوْا তারা ছিলো
تَكُوْنُوْا তোমরা হবে/হও	أُوْتُوْا তাদের দেওয়া হয়েছে	كَفَرُوْا তারা অবিশ্বাস করেছে	ظَلَمُوْا তারা যুলুম করেছে

পাঠ ২০ খাড়া ফাতহাহ

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ১১,৫০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

খাড়া ফাতহাহ হচ্ছে একটি মজার স্বরচিহ্ন (হারাকাহ্)। এই খাড়া ফাতহাহ-এর প্রভাব ফাতহাহ-অক্ষরের পর আলিফ -মাদ্দ-এর মতো একই। এর ক্ষেত্রেও ধ্বনি দ্বিগুণ প্রলম্বিত হবে।



৭ অক্ষর কবিতা

১ ঠোঁট থেকে বের হয়

مٰ بٰ وٰ فٰ

জিহ্বা হতে অ-নে-ক;

২ আগা থেকে ১২টি

ظٰ ذٰ ثٰ

طٰ دٰ تٰ

صٰ سٰ زٰ

لٰ نٰ رٰ

৩ মধ্য থেকে বের হয়

جٰ شٰ يٰ

আর পাশ থেকে আসে

ضٰ كٰ قٰ

সব শেষে ৬; গলা থেকে বের হয়।

ءٰ هٰ عٰ

حٰ غٰ خٰ

اٰ



৭ অক্ষর কবিতা

১ ঠোঁট থেকে বের হয়

مـٰ بـٰ وٰ فـٰ

জিহ্বা থেকে অ-নে-ক;

২ ১২ টি আগা থেকে

ظٰ ذٰ ثـٰ

طٰ دٰ تـٰ

صـٰ سـٰ زٰ

لـٰ نـٰ رٰ

৩ মধ্য থেকে বের হয়

جـٰ شـٰ يـٰ

আর পাশ থেকে আসে

ضـٰ كـٰ قـٰ

সব শেষে ৬; গলা থেকে বের হয়।

ءٰ هـٰ عـٰ

حـٰ غـٰ خـٰ

أـٰ

অনুশীলন: এই পর্যন্ত প্রতিটি শব্দকে ভেঙ্গে (অক্ষরগুলো আলাদা করে) দেখানো হয়েছে। এখন থেকে আর ভেঙ্গে দেখানো হবে না।

اٰخِرَةِ আখিরাত, শেষ	اٰخَرَ অপর, অন্য	২০* اٰدَمَ আদম (আ.)	+২০* اٰلَ পরিবার, অনুসারী
اِلٰهَ উপাস্য/ইলাহ	بِهٰذَا এর দ্বারা	وَهٰذَا এবং এটা	১৭০* هٰذَا এই, এটা
+৩৫* وَكَذٰلِكَ এবং ঐভাবে	+৮৫* كَذٰلِكَ ঐভাবে	+৪০* ذٰلِكُمْ উহার	২৮০* ذٰلِكَ উহা/ঐটি
طٰغِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারীগণ	اٰتِيْهِمْ তাদের নিকট আগমনকারী	هٰرُوْنَ হারুন (আ.)	يٰنُوْحُ হে নুহ (আ.)!
مَسٰكِيْنَ অভাবগ্রস্ত লোকজন	اٰيٰتِ আয়াতসমূহ, নিদর্শনসমূহ	+২৫০* اٰمَنُوْا তারা ঈমান এনেছে	+২৫* اٰمَنَ সে ঈমান এনেছে

পাঠ ২১ খাড়া ফাতহাহ, খাড়া কাসরাহ এবং উল্টা

(আলিফ সগিরা, ইয়া সগিরা, ওয়াও সগিরা)

খাড়া ফাতহাহঃ (আলিফ সগিরা)

কোনো কোনো সময় ى অক্ষরটি কুরআনে লেখা থাকে কিন্তু উচ্চারিত হয় না। এই ধরনের ى -এর পূর্বের অক্ষরের উপর খাড়া-ফাতহাহ দেয়া হয়ে থাকে। এই জাতীয় ইয়া-এর সংক্ষিপ্ত-রূপ এবং পূর্ণ-রূপ (নিচে প্রদর্শিত সংযোজকসহ) সাধারণ ইয়া এর মতই লেখা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই ধরনের ى -এর উচ্চারণ করবেন না, যদি এর পূর্বের অক্ষরে খাড়া ফাতহাহ থাকে।



১. পূর্ণ রূপ

أُسٰرٰى বন্দীগণ	فَغَوٰى অতঃপর সে পথভ্রষ্ট হলো	فَهَدٰى অতঃপর তিনি পথ দেখিয়েছেন	يَرٰى সে দেখে

২. পূর্ণ রূপ (পূর্বে সংযোজকসহ)

+৩৫* وَعَلٰى এবং উপরে	৬৭০* عَلٰى উপর, বিপরীতে	+২৫* وَإِلٰى এবং দিকে	+৪০০* إِلٰى প্রতি, দিকে
+১২০* مُوْسٰى মূসা (আ.)	عِيْسٰى ঈসা (আ.)	২৫* عَسٰى সম্ভবত	+২০* بَلٰى হ্যাঁ

৩. সংক্ষিপ্ত রূপ

نَادٰىهُ	هَوٰىهُ	هَدٰىنَا	أَرٰىكَ
সে তাকে ডেকেছে	তার অভিলাষ/ কামনা	তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন	তিনি তোমাকে দেখিয়েছেন

৪. সংক্ষিপ্ত রূপ (পূর্বে সংযোজকসহ)

بَنٰىهَا	وَاٰتٰىهُمْ	وَاٰتٰىهُ	مِيْكٰىلَ
সে তা বানিয়েছে	এবং সে তাদের দিয়েছে	এবং সে তাকে দিয়েছে	মিকাইল (আ.)

খাড়া কাসরাহঃ (ইয়া সগিরা)

কুরআনে খাড়া-কাসরাহ **কেবলমাত্র ا - ي - ه এই তিনটি হারফের সাথে পাওয়া যায়** । এই খাড়া কাসরা-র প্রভাব কাসরাহ হারফের পর ইয়া-মাদ্দ-আসলে যেমন হয় ঠিক তার মতো । এক্ষেত্রেও ধ্বনি দ্বিগুণ প্রলম্বিত হবে।

ـهٖ هٖ	ىٖ ـيٖـ يٖـ	اٖ اٖ
+৩২০* بِهٖ তার দ্বারা	يَسْتَحْىٖ সে ইতস্ততা বোধ করে/সে লজ্জাবোধ করে	الْفِٖ অভ্যাস/আকর্ষণ

উল্টা দম্মাহঃ (ওয়াও সগিরা)

কুরআনে উল্টা-দম্মাহ **কেবলমাত্র তিনটি অক্ষরের সাথে و - ه - ء পাওয়া যায়**। দম্মাহ হারফের পর ওয়াও -মাদ্দ আসলে যে প্রভাব হয়, এই উল্টা দম্মাহ'র প্রভাব ঠিক একই। এক্ষেত্রেও ধ্বনি দ্বিগুণ প্রলম্বিত হবে।

ءٗ ءٗ	ـهٗ هٗ	ـوٗ وٗ
مَوْءٗدَةُ যে কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে	+২৭০* لَهٗ তার জন্য (পুরুষ)	دَاوٗدَ দাউদ (আ.)

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ১৭,৬০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

পাঠ ২২ সুকুন (জযম)

সুকুন (জযম) চিহ্নটি সাহায্যকারী চিহ্নের মতোই; অতএব এটিকে পূর্বের অক্ষর বহন করে। নিচে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি অক্ষরের পূর্বে ফাতহাহসহ আলিফ (أ) বসানো হয়েছে। সুকুনের বিভিন্ন বিষয়াদি (কলকলা, হামস ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই পাঠের পরবর্তী ৫টি পাঠ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যেন প্রথম থেকেই যথাযথভাবে বিষয়টি শেখা যায়। **সুকুন (জযম) যুক্ত অক্ষরকে সাকিন-অক্ষর বলা হয়।**



৮ অক্ষর কবিতা







সুকুনের প্রকারভেদ:		হারফ সমুহ	পাঠ নম্বর
১	সাধারণ সুকুন	নিচের হারফ সমুহ ব্যতীত সকল হারফে সাধারণ সুকুন হবে	২২
২	নরম অক্ষর ইয়া	يْ	২৩
৩	নরম অক্ষর ওয়াও	وْ	২৪
৪	হামযা সাকিন	ءْ	২৫
৫	কলকলা অক্ষর	قْ طْ بْ جْ دْ	২৬
৬	হামস্	كْ تْ	২৭



পাঠ ২২ অনুশীলন:

সুকুন (জযম) সহ দুই অক্ষরের শব্দ সংখ্যা কুরআনে প্রাপ্ত অক্ষরের প্রায় ৩৩%। এগুলিকে যথাযথভাবে অনুশীলন করুন। মনে রাখবেন, লাম এবং নুন অক্ষর কুরআনে প্রায়ই পাওয়া যায়।

هَلْ	خَلْـ	سَلْـ	مُلْـ	زَلْـ
قُلْ	عَلْـ	لِلْـ	بَلْ	عِلْـ

هُمْ	كُمْ	هِمْ	تُمْ	لَمْ
حَمْـ	يَمْـ	تَمْـ	عَمْـ	كَمْـ

مِنْ	مَنْ	إِنْ	عَنْ	كُنْـ
عِنْـ	يَنْـ	أُنْـ	تَنْـ	لَنْ

নিচের জোড়াগুলি শব্দের প্রথম দিকে বা মধ্যভাগে পাওয়া যায়।

نَفْـ	يَفْـ	تَفْـ	مُفْـ	كُفْـ
يَسْـ	تَسْـ	إِسْـ	مُسْـ	مَسْـ
بَعْـ	يَعْـ	تَعْـ	نِعْـ	مَعْـ

يَخْ	تَخْ	أُخْ	يُخْ	مُخْ
فِرْ	قُرْ	يَرْ	مَرْ	قَرْ
إِذْ	خَذْ	تَذْ	يَذْ	يُذْ
يَهْ	تَهْ	عَهْ	مُهْ	جَهْ
تَحْ	يَحْ	رَحْ	نَحْ	مُحْ
تَغْ	يَغْ	مَغْ	بَغْ	يُغْ
مِثْ	يَشْ	رِزْ	فَضْ	يَصْ

যখন কোনো আলিফ-মাদ্দ-এর পরে সুকুন-অক্ষর আসে, তখন আলিফ মাদ্দের ব্যবহার বাদ পড়ে যায়। কেন? কারণ যে অক্ষরের সাহায্য প্রয়োজন আপনাকে সে অক্ষরকে দ্রুত সাহায্য করতে হবে!

وَالْ وَاسْ وَاعْ وَاذْ فَاسْ

فَانْ فَاعْ فَالْ بِالْ بِاسْ



অনুশীলন:

أَنْ যে	+১২০* أَمْ না কি	+৩৯০* مَنْ যে, কে?	+১২০* بَلْ বরং
২৬০* هُمْ তারা	+২৯০* قُلْ বলো !	*২৩৫০+ مِنْ থেকে	+১৯০* إِذْ যখন
+৪০* فَهُمْ অতএব তারা	فَقُلْ অতএব বলো	وَمِنْ এবং থেকে	وَإِذْ এবং যখন
+৩০* أَوَلَمْ এবং নয় কি?	بِهِمْ তাদের দ্বারা	২৪০* وَمَنْ এবং যে	+৩৩০* لَكُمْ তোমাদের জন্য
*৩০+ مَرْيَمُ মারইয়াম (আ.)	+২৫* تِلْكَ ঐটি (স্ত্রী)	+৮৫* مِنْهَا তার (স্ত্রী) থেকে	+৮৫* مِنْهُ তার থেকে
مَعَهُمْ তাদের সাথে	+২৫* مَعَكُمْ তোমাদের সাথে	+১৫০* مِنْهُمْ তাদের থেকে	مِنْكُمْ তোমাদের থেকে
اَسْلَمْتُ আমি সমর্পণ করেছি	اَنْعَمْتَ তুমি অনুগ্রহ করেছ	اَلْحَمْدُ সকল প্রশংসা	اَلْمُلْكُ রাজত্ব
+৩৫* وَجَعَلْنَا এবং আমরা বানিয়েছি	৫৫* تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানো	৩৫* تَحْتِهَا তার নিচে	+২০* بَعْضُهُمْ তাদের একাংশ

পাঠ ২৩ নরম অক্ষর (ـوْ)

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ১৮,৫০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

যদি কোনো ফাতহাহ-অক্ষরের পরে ওয়াও-সাকিন (وْ) আসে তখন উচ্চারণটি দীর্ঘ না করে, নরমভাবে সহজে উচ্চারিত হয়। আরবীতে এটাকে لِيْن এর হারফ বলে। এটি অনেকটা ইংরেজি 'mouth', 'south' অথবা 'house' মত কিন্তু 'how' অথবা 'cow' এর মতো নয়। কারণ 'how' এবং 'cow' এর উচ্চারণ দীর্ঘ হয়।



৯ অক্ষর কবিতা









৯ অক্ষর কবিতা

এখন আমরা সকল অক্ষরের সাথে যুক্ত থাকা নরম ওয়াওসহ কবিতাটি আবৃত্তি করব। মনে রাখবেন নরম ওয়াও-এর ধ্বনি সব সময় ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয়।







'হামযা' অক্ষরটি আলিফ বা ইয়ার উপরেও হতে পারে।

পাঠ ২৩

অনুশীলন:

فَلَوْ অতঃপর/অতএব যদি	+১১০* وَلَوْ এবং যদি	৮০* لَوْ যদি	২৮০* أَوْ অথবা
+৪০* وَيَوْمَ এবং দিবস	+২৫* سَوْفَ শিঘ্রই	২০* خَوْفَ ভয়	فَوْقَ উপর
*২৫+ قَوْمِهِ তার জাতি	فِرْعَوْنَ ফেরাউন	+৬৫* وَلَوْلَا এবং যদি না	+৩৫* لَوْلَا যদি না, কেন নয়

اَلْ অক্ষর দুটির অর্থ 'টি' বিশেষ্যের পূর্বে এটি অনেক বার এসেছে:

+২৫* اَلْقَوْلُ কথা	৩৫* اَلْمَوْتُ মৃত্যু	+৪০* اَلْيَوْمَ আজ	+৬০* اَلْقَوْمُ জাতি

শেষের আলিফটি পড়া হয় না কারণ এটি আলিফ-মাদ্দ নয় :

وَعَصَوْا এবং তারা অমান্য করেছে	لَبَغَوْا অবশ্যই তারা অবাধ্যতা করেছে	خَلَوْا গত হয়েছে/অতিবাহিত হয়েছে	+২০* يَرَوْا তারা দেখবে/দেখে

যখন আলিফ-মাদ্দ-এর পরে সুকুন আসে, সুকুনযুক্ত অক্ষরটিকে অতি দ্রুত সাহায্য করুন এবং লাফ দিয়ে আলিফ-মাদ্দ পার হয়ে যান।

وَالْمَوْعِظَةُ এবং উপদেশ	وَالْغَوْا এবং শোরগোল করো	+২০* وَالْيَوْمِ এবং আজ	فَالْيَوْمَ অতঃপর/অতএব আজ

পাঠ ২৪

নরম অক্ষর (ـَيْ)

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ১৯,৮০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

যদি কোনো ফাতহাহ-অক্ষরের পরে ইয়া-সাকিন (يْ) আসে তখন এটি নরমভাবে সহজে উচ্চারিত হয়। সংক্ষিপ্ত রূপে ইয়া-সাকিনসহ কবিতাটি দেয়া হয়েছে, কারণ এই রূপটি কুরআনে প্রায়ই এসেছে। কেবল কিছু সংখ্যক পূর্ণ রূপে নরম-ইয়া কুরআনে দেখা যায়। এগুলি কবিতার নিচে আলাদাভাবে দেয়া হলো।



১০ অক্ষর কবিতা

১ ঠোঁটের অক্ষর

أَمْ أَبْ أَوْ أَفْ

২ জিহ্বার অক্ষর

أَثْ أَذْ أَظْ
أَتْ أَدْ أَطْ
أَزْ أَسْ أَصْ
أَلْ أَنْ أَرْ

৩

أَجْ أَشْ أَيْ
أَضْ أَكْ أَقْ

কণ্ঠনালীর অক্ষর

أَأْ أَهْ أَعْ
أَحْ أَغْ أَخْ

প্রতিটি অক্ষরের সাথে নরম 'ইয়া'সহ আমরা এখন কবিতাটি আবৃত্তি করব। মনে রাখবেন, প্রতি ক্ষেত্রে নরম-ইয়া-এর ধ্বনি জিহ্বার মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হবে।

১ ঠোঁটের অক্ষর

مَيْ بَيْ وَيْ فَيْ

২ জিহ্বার অক্ষর

ثَيْ ذَيْ ظَيْ
تَيْ دَيْ طَيْ
زَيْ سَيْ صَيْ
لَيْ نَيْ رَيْ

৩

جَيْ شَيْ يَيْ
ضَيْ كَيْ قَيْ

কণ্ঠনালীর অক্ষর

أَيْ هَيْ عَيْ
حَيْ غَيْ خَيْ

اَیْ اَیـ

دَيْ نَيْ شَيْ كَيْ

পাঠ ২৪

অনুশীলন:

أَلَيْسَ নয় কি ?	+৪৫* لَيْسَ নয়, না	فَكَيْفَ অতঃপর/অতএব কিভাবে/কেমন	+৬০* كَيْفَ কিভাবে, কেমন
+৩০* إِلَيْكُمْ তোমাদের দিকে	+৭৫* إِلَيْكَ তোমার দিকে	৪০* إِلَيْهِمْ তাদের দিকে	+৭৫* إِلَيْهِ তার দিকে
+৪০* بِغَيْرِ ব্যতীত	+২৫* حَيْثُ যেখানে	إِلَيْهَا তার (স্ত্রী) দিকে	+১৫* إِلَيْنَا আমাদের দিকে
+১৬০* عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর	+৫৫* عَلَيْكَ তোমার উপর	+২১০* عَلَيْهِمْ তাদের উপর	+১৪০* عَلَيْهِ তার উপর
اٰتَيْنَا আমরা দিয়েছি	كَيْدَهُمْ তাদের (পুং) ষড়যন্ত্র	+৪৫* عَلَيْهَا তার (স্ত্রী) উপর	عَلَيْنَا আমাদের উপর
*+২৫ بَيْنَهُمَا তাদের উভয়ের মধ্যে	+২৫* بَيْنَكُمْ তোমাদের মধ্যে	+৫৫* بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে	بَيْنَ يَدَيْهِ তার সামনে/পূর্বে
+২৫* اَلْغَيْبِ গায়িব, অদৃশ্য	২৫* أَيْدِيْهِمْ তাদের (পুং) হাতসমূহ	سُلَيْمَانُ সুলাইমান (আ.)	شُعَيْبُ শুআইব (আ.)

পাঠ ২৫

হামযা-সাকিন

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ১৯,৯০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

সুকুনযুক্ত হামযাকে হামযা-সাকিন বলা হয়। শিশু অক্ষর হামযাকে আলিফ (أ), ওয়াও (ؤ), ইয়া (ئ)-এর উপর স্থাপন করা যেতে পারে। এটি নিশ্চিত করবেন যেন একটি ধাক্কার মাধ্যমে এর উচ্চারণ যথাযথভাবে করা হয়।



১১ অক্ষর কবিতা

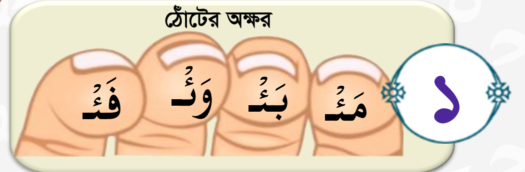






أْءَ হচ্ছে উদাহরণমাত্র, কিন্তু সুকুনযুক্ত হামযা যে কোন অক্ষরের পরে আসতে পারে। তবে হামযা নিজের পরে আসবে না।

হামযা-সাকিন সকল অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থায় এখন আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করব। মনে রাখতে হবে, সকল ক্ষেত্রে হামযার উচ্চারণ কণ্ঠনালী থেকে।







আপনারা কাসরাহ বা দম্মাহ যুক্ত অক্ষর দিয়েও কবিতাটি পড়তে পারেন!

পাঠ ২৫

অনুশীলন:

شِئْتَ তুমি ইচ্ছা করেছো	جِئْتَ তুমি এসেছো	بِئْسَ কতইনা মন্দ	بَأْسِ ক্ষতি, কষ্ট, সমস্যা
مُؤْمِنٌ একজন বিশ্বাসী	نُؤْمِنُ আমরা বিশ্বাস করব/করি	২৫* يُؤْمِنُ সে বিশ্বাস করবে/করে	تُؤْمِنُ তুমি বিশ্বাস করবে/করো
مُؤْمِنٰتِ বিশ্বাসী মহিলাগণ	+৩০* مُؤْمِنِيْنَ বিশ্বাসীগণ (পুরুষ)	يُؤْمِنُوْا তারা বিশ্বাস করে	تُؤْمِنُوْا তোমরা বিশ্বাস করো
تَأْتِيْ তুমি আসবে/আসো	+২০* يَأْتِيْ সে আসবে/আসে	يُؤْتَ তাকে দেওয়া হবে/হয়	يَأْمُرُ সে আদেশ করবে/করে
تَأْخُذُوْا তোমরা গ্রহণ করো	تَأْكُلُوْا তোমরা খাও	فَأْتُوْا অতঃপর/অতএব তোমরা আসো	تُؤْتُوْا তোমরা দাও
مَأْوٰىهُمْ তাদের (পুং) আশ্রয়স্থল	تَأْتِيْنَا তোমরা আমাদের নিকট আসো	تَأْكُلُوْنَ তোমরা খাবে/খাও	يُؤْلُوْنَ তারা অঙ্গীকার করবে/করে

পাঠ ২৬ কলকলা অক্ষর



[redacted]

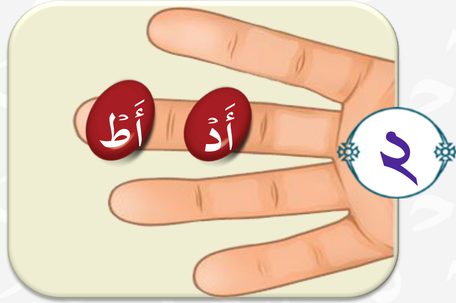
মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ২০,৬০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

যখন د ،ج ،ب ،ط ،ق এই পাঁচটি অক্ষরের উপরে সুকুন চিহ্ন থাকবে তখন সেখানে কলকলা করতে হবে। কলকলা হচ্ছে একটি অতিরিক্ত ধ্বনি যা কিছুটা অর্ধ দম্মাহ-এর মতো (ط ،ق এর ক্ষেত্রে) এবং কিছুটা কাসরা এর মত (ب ،د ،ج এর ক্ষেত্রে)। এই অতিরিক্ত ধ্বনি নামাযরত একজন ব্যক্তিকে জানতে সাহায্য করে যে, ইমাম তিলাওয়াতে اَقْ , اَطْ , اَبْ , اَجْ বা اَدْ আবৃত্তি করলেন কি না।

কলকলা অক্ষরসমূহ







এখানে ৫টি কলকলা অক্ষরের পূর্বে أَ (হামযা) দেখানো হয়েছে। যদিও কলকলা অক্ষর যে কোন অক্ষরের পরে আসতে পারে।



১২ অক্ষর কবিতা







সুকুনের পাঠ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে; কেবল দুইটি অবশিষ্ট আছে।

১. যদি কোনো কলকলা অক্ষর শব্দের মধ্যখানে আসে, তখন সাধারণভাবে কলকলা করতে হবে ।

يُطْعِمُ সে খাওয়াবে/খাওয়ায়	مَطْلَعِ উদয়ের জায়গা/সময়	رَزَقْنٰهُمْ আমরা তাদেরকে রিযিক দিয়েছি	*২০+ خَلَقْنَا আমরা সৃষ্টি করেছি

إِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীম (আ.)	سُبْحٰنَ পবিত্র, মহান	عَبْدُ দাস/বান্দা	*২৫+ اِبْنُ ছেলে, পুত্র
قَبْلِكُمْ তোমাদের (পুং) পূর্বে	*৩৫+ قَبْلِهِمْ তাদের (পুং) পূর্বে	*২৫+ قَبْلِكَ তোমার পূর্বে	*১১০+ قَبْلِ পূর্বে

*২০+ أَجْمَعِيْنَ সকলেই/সবাই	مُجْرِمِيْنَ অপরাধীগণ (পুরুষ)	يَجْعَلُ সে তৈরি করবে/করে	*৪৫+ تَجْرِىْ তা প্রবাহিত হবে/হয়

*১২০+ وَلَقَدْ এবং অবশ্যই	*৫০+ لَقَدْ অবশ্যই	*৫৫+ فَقَدْ অতঃপর/অতএব অবশ্যই	*১২০+ قَدْ অবশ্যই

تَدْعُوْنَ তোমরা ডাকবে/ডাকো	*২০+ يَدْعُوْنَ তারা ডাকবে/ডাকে	أَدْرٰىكَ তোমাকে জানিয়েছে	عَدْنٍ জান্নাত/চিরন্তন

২. যদি কোনো কলকলা অক্ষর শব্দের শেষে আসে, তখন কলকলা হবে জোরালো। যখন আপনি সেখানে থামবেন তখন এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। নিচের শব্দগুলির শেষে সুকুন দেওয়া আছে।

أَحَدْ একক	أَزْوَاجْ স্ত্রীগণ/জোড়াসমূহ	وَقَبْ সে অন্ধকার হয়েছে	مُحِيْطْ পরিবেষ্টনকারী	خَلَقْ তিনি সৃষ্টি করেছেন



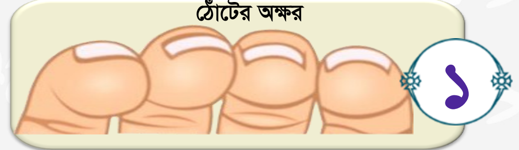
পাঠ ২৭ — হামস (ك এবং ت-এর উপর সুকুন)



[redacted]

হারফ উচ্চারণের সময় বাতাস নির্গত হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে হামস বলে। যদি ك বা ت -এর উপর সুকুন থাকে, তখন সেগুলিকে উচ্চারণ করার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করা যাবে না।

হামস অক্ষর







এখানে 'আলিফ' এর পর দুটি হামস অক্ষর এসেছে। যদিও হামস অক্ষর যেকোনো অক্ষরের পরে আসতে পারে!

আমরা এখন সুকুনযুক্ত 'তা'-সহ শব্দগুলো অনুশীলন করব যা সকল অক্ষরের সাথে যুক্ত আছে। নোট: প্রতি ক্ষেত্রে 'তা' জিহ্বার প্রান্ত থেকে উচ্চারিত।







আপনি কাসরাহ কিংবা দম্মাহ দিয়েও একই ছন্দ পেতে পারেন। আপনি كْ দিয়েও একই ছন্দ গাইতে পারেন। যেমন: مَكْ ، بَكْ ، وَكْ

পাঠ ২৭

অনুশীলন:

১. ت-এর উপর সুকুন দিয়ে

تَتْلُوْنَ তোমরা তিলাওয়াত করবে/করো	كَانَتْ সে (স্ত্রী) ছিল	قَالَتْ সে (স্ত্রী) বলেছে
أَصَابَتْهُمْ তাদের উপর আপতিত হয়েছে	وَالْفِتْنَةُ এবং ফিতনা/বিশৃংখলা	جَعَلَتْهُ সে (স্ত্রী) তাকে/এটি তৈরি করেছে

২. ك -এর উপর সুকুন দিয়ে

ذِكْرُ স্মরণ, উপদেশ	أَكْثَرَ বহু, অনেক	أَكْبَرُ বৃহত্তর, বৃহত্তম
أَهْلَكْنَا আমরা ধ্বংস করেছি	تَكْفُرُوْنَ তোমরা অবিশ্বাস করবে/করো	يَكْسِبُوْنَ তারা অর্জন করবে/করে

পাঠ ২৮

২০-২৭ পাঠসমূহের পুনরালোচনা

وَلٰكِنْ এবং কিন্তু	*১০০+ وَمِنْ এবং হতে	*৭৫+ بَيْنَ দুই এর মধ্যে	أَيْنَ কোথায়
+৩৭০* لَهُمْ তাদের জন্য (পুং)	*১৩০+ وَهُمْ এবং তারা (পুং)	يَعْلَمُ সে জানবে/জানে	*৭৫+ أَلَمْ নয় কি?
+৪০* وَقَدْ এবং অবশ্যই	يَوْمَ দিন, দিবস	مِثْلَ মতো, দৃষ্টান্ত	عِلْمَ জ্ঞান
أَقْرَبِيْنَ আত্মীয়গণ	أَجْمَعِيْنَ সবাই/সকলেই	وَجَدْنَا আমরা পেয়েছি	خَلَقْنَا আমরা সৃষ্টি করেছি
سَبَقَتْ সে (স্ত্রী) অগ্রগামী হয়েছে	صَدَقَتْ সে (স্ত্রী) সত্য বলেছে	مُؤْمِنِيْنَ বিশ্বাসীগণ	مُذَبْذَبِيْنَ দোদুল্যমান/সন্দিহান
*৭৫+ اَلْمُؤْمِنِيْنَ বিশ্বাসীগণ	*৮৫+ يُؤْمِنُوْنَ তারা বিশ্বাস করবে/করে	*৮০+ تَعْمَلُوْنَ তোমরা কাজ করবে/করো	يَعْلَمُوْنَ তারা জানবে/জানে
مَوْءُدَةُ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা	يَسْتَحْيِ সে লজ্জাবোধ করবে/করে	تَأْتِيَهُمْ (সে) তা তাদের নিকট আসবে/আসে	بَعْضُهُمْ তাদের কেউ কেউ

পাঠ ২৯

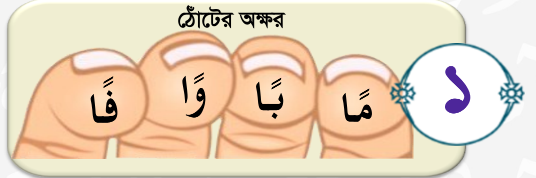
তানউইন: দুই-ফাতহাহ (ـً)

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ২১,৮০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

দুই ফাতহাহ, দুই কাসরাহ এবং দুই দম্মাহ কে তানউইন বলে। এইগুলি সবসময় শব্দের শেষে আসে। তানউইনের মধ্যে লুকানো নুন-সাকিন আছে; যেমন: بًا = بَنْ । দুই ফাতহাহ এর সাথে প্রায়ই একটি আলিফ আসে যা উচ্চারিত হয় না। একটি সরল নিয়ম মনে রাখবেন: চিহ্ন দ্বিগুণ হলে ধ্বনিও দ্বিগুণ হবে!



১৪ অক্ষর কবিতা







اً ـئًا ؤً



অনুশীলন:

شَهِيْدًا সাক্ষী, উপস্থিত	+৭৫* شَيْئًا জিনিস/বস্তু	بَابًا দরজা
৫৫* قَلِيْلًا কম, অল্প	*২৫+ سَبِيْلًا পথ, রাস্তা	*২০ مَثَلًا উদাহরণ, দৃষ্টান্ত
*২৫+ أَبَدًا চিরকাল, সর্বদা	رِزْقًا জীবনোপকরণ, রিযিক	*৫৫+ كَثِيْرًا বেশি, অনেক
جَزَآءً প্রতিদান	دُعَآءً দুআ, ডাক	*২৫+ مَآءً পানি
*২৫+ هُدًى হিদায়েত, পথনির্দেশ	مَثْوًى বাসস্থান, ঠিকানা	مُسَمًّى নির্ধারিত, নাম
*২০+ رَحْمَةً দয়া, করুনা	فِئَةً দল	*২০+ اٰيَةً নিদর্শন, আয়াত

*মাদ্দ পরে শেখানো হবে। আপাততঃ প্রশিক্ষককে অনুসরণ করুন।

পাঠ ৩০ তানউইনঃ দুই কাসরাহ (ـ)

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ২৩,০০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

দুই ফাতহাহ, দুই কাসরাহ এবং দুই দম্মাহ কে তানউইন বলে। এগুলো সবসময় শব্দের শেষে আসে। তানউইনের মধ্যে লুকানো নুন-সাকিন আছে। যেমন: দুই ফাতহাহ এর সাথে প্রায়ই একটি আলিফ আসে যা উচ্চারিত হয় না। একটি সরল নিয়ম মনে রাখবেন: চিহ্ন দ্বিগুণ হলে ধ্বনিও দ্বিগুণ হবে।



অক্ষর কবিতা









অনুশীলন:

مَطَرٍ বৃষ্টি	+২৫* وَلَدٍ পুত্র, ছেলে	৫০* أَحَدٍ একজন	+২০* أَجَلٍ সময়, মৃত্যু
+২০* رِزْقٍ জীবনোপকরণ, রিযিক	+২৫* فَضْلٍ অনুগ্রহ, দান	৭০* بَعْضٍ কতিপয়, কিয়দংশ	+৬০* نَفْسٍ আত্মা/রূহ/ব্যক্তি
২০* بَعِيْدٍ দূর, দূরবর্তী	+৩০* نَذِيْرٍ একজন সতর্ককারী	+৮০* رَحِيْمٍ অশেষ দয়াবান	+৭০* عَظِيْمٍ মহান, বড়
صِيَامٍ সিয়াম, রোযা	صِرَاطٍ পথ	بَابٍ দরজা	بَاغٍ অন্যায়কারী, বিদ্রোহী
+৩০* مُسْتَقِيْمٍ সরল, সুদৃঢ়	بِسُوْرَةٍ একটি সূরার সাথে	حَاسِدٍ হিংসাকারী	+২০* وَاحِدٍ এক
+৬০* يَوْمَئِذٍ ঐদিন, সেদিন	+১৬০ قَوْمٍ জাতি, সম্প্রদায়	بَيْتٍ ঘর	১৯০* شَيْءٍ জিনিস, বস্তু
+৭৫* إِلٰهٍ ইলাহ, উপাস্য	+২৫* ضَلٰلٍ ভ্রষ্টতা, গোমরাহী	২০* نِعْمَةٍ অনুগ্রহ, সুখ	২০* قَرْيَةٍ জনপদ, গ্রাম
سَمٰوٰتٍ আকাশমন্ডলী, আসমানসমূহ	+২০* سُلْطٰنٍ কর্তৃত্ব, প্রমাণ, বাদশাহ	ظُلُمٰتٍ অন্ধকার (বহুবচন)	كَلِمٰتٍ শব্দাবলী

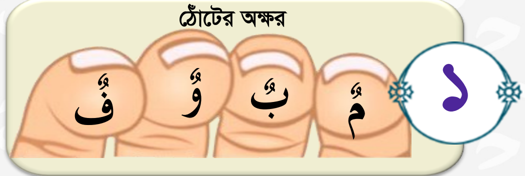
পাঠ ৩১

তানউইন: দুই দম্মাহ (ـٌ)

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ২৩,৬০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।



১৬ অক্ষর কবিতা







পাঠ ৩১

অনুশীলন:

لَعِبٌ খেলাধুলা	২৫* بَشَرٌ মানুষ, মানব	مَلِكٌ বাদশাহ	مَلَكٌ ফেরেশতা
بَيَانٌ বক্তৃতা, বাগ্মীতা	+৫৫* كِتَابٌ একটি বই	أَمْرٌ আদেশ, বিষয়	৩৫* ذِكْرٌ উপদেশ, স্মরণ
خَوْفٌ ভয়	وَيْلٌ ধ্বংস, জাহান্নাম	خَيْرٌ উত্তম, সম্পদ	فَوْجٌ সৈন্য দল
+৩৫* خَبِيْرٌ সর্বোজ্ঞ	عَلِيْمٌ মহাজ্ঞানী	بَصِيْرٌ সর্বদ্রষ্টা	سَمِيْعٌ সর্বশ্রোতা
+৪০* قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান	+৩০* عَزِيْزٌ পরাক্রমশালী	+২০* كَرِيْمٌ সম্মানিত	رَسُوْلٌ একজন রাসুল
+৯৫* مُبِيْنٌ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ	+৫০* جَمِيْعٌ সকল, সব	+৪৫* شَدِيْدٌ কঠিন, প্রচন্ড	৫৫* حَكِيْمٌ প্রজ্ঞাময়
بَعِيْدٌ দূরবর্তী	+২০* قَرِيْبٌ নিকটবর্তী	+২৫* كَبِيْرٌ বড়	صَغِيْرٌ ছোট
بَلٰغٌ একটি বার্তা, ইশতেহার	+২৫* سَلٰمٌ সালাম, শান্তি	+২০* فَرِيْقٌ দল, গোষ্ঠী	+৭০* غَفُوْرٌ অধিক ক্ষমাশীল



শাদ্দাহ (তাশদীদ)

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ২৬,৩০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

শাদ্দাহ (তাশদীদ) চিহ্নটি প্রায় সুকুন চিহ্নের মতোই। এটিও একটি সাহায্যকারী চিহ্ন, তবে কিছুটা জোরালো সাহায্যকারী চিহ্ন। এর পূর্বের অক্ষরটি এটাকে বহন করে। তবে শাদ্দাহ এর উপরে বা নিচে অপর একটি হারাকাত থাকে, ফলে ঐ চিহ্নের জন্য অক্ষরটি পুনরায় উচ্চারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: إِنَّ = إِنْ+نَ ، عَلَّمَ = عَلْ+لَمَ

পাঠ ৩৩ এবং ৩৪ এ শাদ্দাহযুক্ত অক্ষরের আরো দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। সর্বদা একটি সরল নিয়ম মনে রাখবেন: চিহ্ন দ্বিগুণ হলে ধ্বনিও দ্বিগুণ হবে!



অক্ষর কবিতা







এগুলোর মধ্যে সবগুলো কুরআনে নাও থাকতে পারে।



অনুশীলন:

كُلّ সকল, প্রত্যেক	شَرّ অনিষ্ট, মন্দ	حَجَّ সে হজ্জ করেছে	وَدَّ সে ভালবেসেছে/কামনা করেছে
+৫৫* اَلَّتِي যে, যিনি (স্ত্রী)	১৫০* أَيُّهَا হে, ওহে!	+৯৭০ اَلَّذِيْنَ যারা (পুং)	+২৬০ اَلَّذِي যে, যিনি (পুং)

তৃতীয় অক্ষরের উপর তাশদীদ

+৩০* تُكَذِّبٰنِ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে/করো	৪৯* لَعَلَّهُمْ হয়তো তারা, যাতে তারা	+৫৫* لَعَلَّكُمْ হয়তো তোমরা, যাতে তোমরা	+৩০* بِكُلِّ প্রত্যেকের দ্বারা

তাশদীদের পরে রয়েছে আলিফ-মাদ্দ, ইয়া-মাদ্দ, ওয়াও-মাদ্দ

+১৪০* حَتّٰى পর্যন্ত	২৮৩* إِيَّاكَ একমাত্র আপনাকে	+৬৬০* إِلَّا ব্যতীত	+৩০* كَلَّا কখনো নয়
+৩৫* وَاتَّقُوْا এবং তোমরা ভয় করো	رُدُّوْا তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়েছে	+৩৫* يُحِبُّوْنَ তারা ভালোবাসবে/ভালবাসে	رَبِّيْ আমার রব

তাশদীদের পরে রয়েছে নরম-ইয়া, নরম-ওয়াও

وَصَّيْنَا আমরা অসিয়ত/আদেশ করেছি	تَوَلَّيْتُمْ তোমরা বিমুখ হয়েছো	يُحَلَّوْنَ তাদের অলংকৃত করা/পরানো হবে	تَوَلَّوْا তারা বিমুখ হয়েছে/বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছে

তাশদীদের পরে রয়েছে সুকুন

يُهَيِّئْ সে প্রস্তুত করবে/করে	يُبَيِّنْ সে ব্যাখ্যা করবে/করে	تَقَبَّلْ তুমি কবুল করো	تَوَكَّلْ তুমি ভরসা করো

তাশদীদের পর রয়েছে অপর এক তাশদীদ

يَشَّقَّقُ তা খন্ড বিখন্ড হবে/হয়	اَلْمُزَّمِّلُ কম্বলাবৃত ব্যক্তি	عِلِّيِّيْنَ ইল্লিয়ীন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর	يَزَّكّٰى সে আত্মশুদ্ধি করবে/করে

পাঠ ৩৩

তানউইনসহ শাদ্দাহ

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ২৬,৮০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

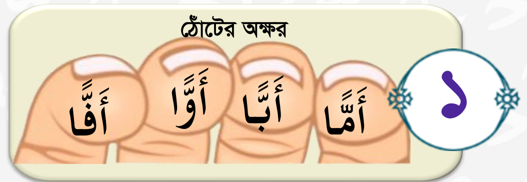
শাদ্দাহ + তানউইন

৩টি চিহ্ন - ৩টি ধ্বনি





১৪ অক্ষর কবিতা









অনুশীলন:

غَنِيًّا ধনী, অভাবমুক্ত	عَفُوًّا অতি ক্ষমাশীল	فَظًّا অমার্জিত, রূঢ়	قَوِيًّا শক্তিশালী, ক্ষমতাবান
مَنًّا অনুকম্পা, বদান্যতা	ضَرًّا ক্ষতি, ক্ষতিকারক	سِرًّا গোপনে	حَقًّا সত্যই, সঠিকভাবে
+৫০* حَقٍّ সত্য, সঠিক	فَجٍّ পথ, গিরিপথ	حَيٍّ জীবন্ত	+২৫* لِكُلٍّ প্রত্যেকের জন্য
بِغَمٍّ দুঃখের সাথে	شَكٍّ সন্দেহ	+৩০* وَلِيٍّ বন্ধু, অভিভাবক	نَبِيٍّ নবী
عَرَبِيٌّ আরবি	غَنِيٌّ ধনি, অভাবমুক্ত	شَرٌّ অনিষ্ট, মন্দ	صُمٌّ বধির
+২৪০ كُلٌّ সকলে, প্রত্যেক	১৩০* رَبٌّ রব, প্রতিপালক	+৩০* عَدُوٌّ শত্রু	قَوِيٌّ শক্তিশালী, ক্ষমতাবান

পাঠ ৩৪

গুন্নাহসহ শাদ্দাহ

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ২৯,৩০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

যদি م বা ن এর উপর শাদ্দাহ থাকে তাহলে সেগুলো গুন্নাহসহ উচ্চারণ করতে হবে। গুন্নাহ অর্থ হচ্ছে নাক দিয়ে ধ্বনি করা এবং এর উচ্চারণকে দ্বিগুণ লম্বা করা (দুই হারাকাত পরিমাণ)। এই পুস্তকে গুন্নাহসহ শাদ্দাহর চিহ্নকে (ّ) এভাবে দেখানো হয়েছে। তবে শাদ্দাহর সাধারণ চিহ্ন (ّ) এভাবে লেখা হয়।



১৯ অক্ষর কবিতা

শুধুমাত্র দুটি ক্ষেত্রে শাদ্দার সাথে গুন্নাহ হয়; م ও ن এর উপর।



জিহ্বার অক্ষর



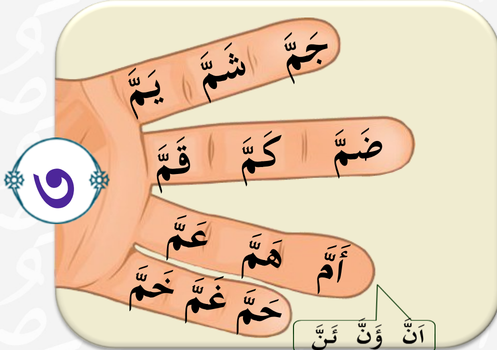




১৯ অক্ষর কবিতা

প্রথমতঃ প্রত্যেকটি অক্ষরের পর مَّ দিয়ে অনুশীলন করি। অক্ষর দু'টির যে কোনটিতে যে কোন হারাকাত হতে পারে। প্রত্যেক অক্ষরের পর نَّ দিয়েও অনুশীলন করি।







পাঠ ৩৪ অনুশীলন:

+৩৩০* ثُمَّ অতঃপর	+৮০* وَإِنَّ এবং অবশ্যই	+৬০০* إِنَّ নিশ্চয়, অবশ্যই	+৯৫* أَنَّ নিশ্চয়
+৪৫* عَمَّا কী ব্যাপারে/যে ব্যাপারে	+১১০* مِمَّا কী থেকে/যা থেকে	+৩০* مِنَّا আমাদের থেকে	+১৫০* إِنَّا নিশ্চয় আমরা
+৩০* اٰمَنَّا আমরা বিশ্বাস করেছি	+৬০* كُنَّا আমরা ছিলাম	+২৫* وَأَمَّا এবং বিষয় এই যে	+৩০* لَمَّا যখন
৩০* فَإِنَّمَا অতঃপর/অতএব নিশ্চয়	+১১০* إِنَّمَا নিশ্চয়, কেবলমাত্র	+৬০* جَنّٰتٍ বাগানসমূহ, জান্নাতসমূহ	+১০০* فَلَمَّا অতঃপর/অতএব যখন
+৩০* إِنَّكُمْ নিশ্চয় তোমরা	৫০* إِنَّكَ নিশ্চয় তুমি	৬৩* إِنَّهُمْ নিশ্চয় তারা	+১৪০* إِنَّهٗ নিশ্চয় সে
+৫০* وَلٰكِنَّ কিন্তু/তবে	+৭০* جَهَنَّمَ জাহান্নাম	+৪০* أَنَّهُمْ নিশ্চয় তারা	+১৩০* إِنِّىْ নিশ্চয় আমি



২৯-৩৪ পাঠসমূহের পুনরালোচনা

إِنَّهُمْ নিশ্চয় তারা	سِرَّهُمْ তাদের ভেদ	وَلَهُمْ এবং তাদের জন্য	وَلَمْ এবং নয়
+২০* اٰيَةٍ নিদর্শন, আয়াত	هٰذِهٖ এই, এটি	يَقْضِيْ তিনি বিচার করবেন/করেন	يَهْدِيْ সে পথ প্রদর্শন করবে/করে
رُسُلًا রাসূলগণ	كُفُوًا সমকক্ষ, তুলনীয়	إِلٰهًا ইলাহ	خَيْرًا ভালো, উত্তম
مُسْتَقِيْمٌ সরল, সুদৃঢ়	حَكِيْمٌ বিজ্ঞ	قَوِيٌّ শক্তিশালী, ক্ষমতাবান	غَنِيٌّ ধনী, অভাবমুক্ত
اَلصّٰلِحٰتُ সৎকাজ/নেককার মহিলাগণ	اَلْقٰنِتٰتُ আজ্ঞানুবর্তী (স্ত্রী)	مَرّٰتٍ বার বার/অনেক বার	جَنّٰتٍ বাগানসমূহ, জান্নাতসমূহ
৩৫* فَبِأَيِّ অতএব কোনটির ব্যাপারে	خَنَّاسِ শয়তান, গোপনকারী	وَأَنَّ এবং নিশ্চয়	فَإِنَّ অতঃপর/অতএব নিশ্চয়
+৪০* قُلُوْبُهُمْ তাদের অন্তরসমূহ	أَعْلَمُ আমি জানবো/জানি, সর্বোজ্ঞ	عَمِلُوْا তারা আমল করেছে	+৩৫* كَذَّبُوْا তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে



মাদ্দ (টেনে পড়া) এর নিয়ম

মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে সকল শব্দ শিখবেন তা ৩০,২০০ বার কুরআনে পাওয়া যাবে।

মাদ্দ অর্থ তিলাওয়াতে ধ্বনির টান বৃদ্ধি করা। মাদ্দ প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. **প্রাথমিক মাদ্দ** (اَلْمَدُّ الْاَصْلِيُّ) : এই মাদ্দগুলো হচ্ছে 'আলিফ-মাদ্দ, ইয়া-মাদ্দ এবং ওয়াও-মাদ্দ যা পাঠ ১৪, ১৬ এবং ১৮-তে আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে ধ্বনির টান দ্বিগুণ হবে।

২. **মাধ্যমিক মাদ্দ** (اَلْمَدُّ الْفَرعِيُّ) **:** যখন 'আলিফ-মাদ্দ, ইয়া-মাদ্দ এবং ওয়াও-মাদ্দ-এর পরে হামযা বা সাকিন আসে তখন এই ধরনের মাদ্দ হয়। সচরাচর ব্যবহৃত মাধ্যমিক মাদ্দগুলির বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

২ **ক. সংযুক্ত মাদ্দ** (اَلْمَدُّ الْمُتَّصِلُ) **:** তখনই হয় যখন একই শব্দে 'আলিফ-মাদ্দ, ইয়া-মাদ্দ এবং ওয়াও-মাদ্দ-এর পরে হামযা আসে। এই চিহ্নটির সমাপ্তি তলোয়ারের মতো সুঁচালো এবং এর টানের পরিমাণ হচ্ছে চার থেকে পাঁচ হরকত পর্যন্ত।

مَآءَ পানি	+৫৫* شَآءَ সে ইচ্ছা করেছে	+৫৫* جَآءَ সে এসেছে
+১৩০* أُولَٓئِكَ ঐ সকল, ঐগুলো	+৪০* هَٰٓؤُلَآءِ এগুলো, এসকল	+৩০* سُوٓءُ মন্দ
+১১০* يَشَآءُ সে ইচ্ছা করবে/করে	اِبْتِغَآءُ কামনা করা	+৩০* اٰلَآءِ অনুগ্রহসমূহ
سَوَآءٌ সমান, এক রকম	+৩০* أَوْلِيَآءَ অভিভাবকগণ, বন্ধুগণ	+১০০* اَلسَّمَآءِ আকাশ, আসমান



২খ. লাযিম মাদ্দ (اَلْمَدُّ اللَّازِمُ) তখনই হয় যখন একই শব্দে 'আলিফ-মাদ্দ', 'ইয়া-মাদ্দ' এবং 'ওয়াও-মাদ্দ'-এর পরে সুকুন বা তাশদীদযুক্ত অক্ষর আসে। এই চিহ্নটির সমাপ্তি তলোয়ারের মতো সুঁচালো এবং এর টানের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় হরকত পর্যন্ত।

اَتُحَآجُّوْنِّىْ তোমরা কি আমার সাথে তর্ক করছো?	آٰلْـٰٔنَ এখন কী?	جَآنٌّ জিন
اَلْحَآقَّةُ চরম বাস্তবতা, কিয়ামত	اَلصَّآخَّةُ কান ফাটানো শব্দ, বিকট শব্দ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ এবং তাদেরও নয় যারা বিভ্রান্ত

২গ. বিযুক্ত মাদ্দ (اَلْمَدُّ الْمُنْفَصِلُ) **:** তখনই হয় যখন প্রথম শব্দ সমাপ্ত হয় 'আলিফ-মাদ্দ, ইয়া-মাদ্দ বা ওয়াও-মাদ্দ-এর মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় শব্দ শুরু হয় হামযা দিয়ে। এই মাদ্দের চিহ্নের আকৃতি ঢেউ-এর মতো এবং এর টানের পরিমাণ হচ্ছে দুই বা চার থেকে পাঁচ হরকত পর্যন্ত।

১৮৭* ১৪২* يَآيُّهَا النَّاسُ হে মানুষ!	بِمَآ اُنْزِلَ যা তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে	فِيْهَآ اَبَدًا এর মধ্যে চিরকাল
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই	قَالُوْٓا اٰمَنَّا তারা বলেছে, আমরা বিশ্বাস করেছি	اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি



অনুশীলন:

اٰيَةً নিদর্শন, আয়াত	اٰدَم আদম (আ.)	اٰمَنَ সে বিশ্বাস করেছে	اٰلَ পরিবার, অনুসারী
عَطَآءً দান	سَوَآءٌ সমান, একই রকম	اٰخَرَ অন্য, অপর	سُوْٓءُ মন্দ
مَآءً পানি	وَالسَّمَآءِ এবং আসমান	بِنَآءً ছাদ, সিলিং	جَزَآءً প্রতিদান
اٰلِهَةً ইলাহগণ	أَضَآءَتْ এটি আলোকিত করেছে	شَآءَ সে ইচ্ছা করেছে	اِبْتِغَآءَ কামনা, বাসনা
+৪০* إِسْرَآءِيْلَ ইসরাঈল (আ.)	+৪০* اَلْقُرْاٰنُ কুরআন	بِالْاٰخِرَةِ আখিরাতের প্রতি	وَجَآءَ এবং সে এসেছে
+৫৫* بِاٰيٰتِنَا আমাদের আয়াত/নিদর্শনের প্রতি	+৩৫* اَلْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ	اٰتَيْنَا আমরা দিয়েছি	اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি
وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ এবং তোমরা উৎসাহিত করো না	إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ নিশ্চয়ই আমরা তা নাযিল করেছি	شُهَدَآءَكُمْ তোমাদের সাক্ষীগণ/সাহায্যকারীগণ	اَلْاٰخِرَةُ আখিরাত

পাঠ ৩৭

বিযুক্ত অক্ষরসমূহ

কিছু কিছু শব্দে তার অক্ষরগুলো যুক্ত অবস্থায় থাকে না। এগুলো আলাদাভাবেই পড়া হয়। এই অক্ষরগুলোকে ‘হুরুফে-মুকাত্তায়াত’ বলা হয় (যে অক্ষরগুলোকে আলাদাভাবে পড়া হয়)। এগুলোর অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন। যদি অক্ষরগুলোর নাম তিন-অক্ষরবিশিষ্ট হয় যেমন: نون ،ميم তাহলে ঐ অক্ষরগুলো পড়ার সময় পাঁচ থেকে ছয় হারাকাত পরিমান টান দিতে হবে। এই অক্ষরগুলোতে মাদ্দ-এর চিহ্ন তলোয়ারের মতো সুঁচালো। কুরআনে এরকম শব্দ ২৯ জায়গায় আছে।

نٓ نُـوْنْ	قٓ قَاْفْ	صٓ صَاْدْ
طٰهٰ طَا هَا	يٰسٓ يَا سِيْنْ	طٰسٓ طَا سِيْنْ
الٓرٰ اَلِفْ لَاْمْ رَا	الٓمّٓ اَلِفْ لَاْمْ مِّيْـمْ	حٰمٓ حَامِيْـمْ
الٓمّٓصٓ اَلِفْ لَاْمْ مِّيْـمْ صَاْدْ	الٓمّٓرٰ اَلِفْ لَاْمْ مِّيْـمْ رَا	طٰسٓمّٓ طَا سِيْنْ مِّيْـمْ
	حٰمٓ. عٓسٓقٓ حَا مِيْـمْ.عَيْنْ سِيْنْ قَاْفْ	كٓهٰيٰعٓصٓ كَاْفْ هَا يَا عَيْنْ صَاْدْ

তৃতীয় অংশ

তাজউইদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

لام	:	الله، ال
ميم	:	مْ، مّٓ
نون	:	نْ، ــٍـــٌـ
راء	:	رَ، رُ
مد		
وقف وابتداء		

আমরা এ পর্যন্ত মাখরাজ এবং সিফাত সম্পর্কে জেনেছি; আরো যে সকল নিয়মাবলি শিখেছি সেগুলো হলো:

- মাদ্দের নিয়ম
- সুকূনের নিয়ম, নরম ওয়াও, নরম ইয়া, কলকলা ও হামস

এখন কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য আরো কিছু নিয়ম-কানুন শিখবো।



আল্লাহ শব্দের 'লাম'

পাতলা লাম মোটা লাম



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৩৩,০০০ বার এসেছে।

'আল্লাহ' শব্দের ل এর বিশেষ নিয়ম আছে যেন অন্যান্য শব্দের ل থেকে এটিকে আলাদা করা যায়। সালাতে ইমামের কিরাত শোনার সময় একজন ব্যক্তিকে এটি বুঝতে সাহায্য করবে যে কী তিলাওয়াত করা হচ্ছে। যদি আপনি আল্লাহ শব্দের পূর্বে ফাতহাহ বা দম্মাহ যুক্ত অক্ষর দেখতে পান তাহলে আল্লাহ শব্দের 'লাম'কে মোটা করে পড়বেন। যেমন, ইংরেজিতে 'Law' উচ্চারণ করা হয়। এই বইয়ে এসব 'লাম'কে সূঁচালো চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। যদি আপনি আল্লাহ শব্দের পূর্বে কাসরা (যের) যুক্ত অক্ষর দেখতে পান তাহলে 'লাম'কে সাধারণভাবে পড়বেন, যা অনেকটা পাতলা হবে।

পাতলা: 'আল্লাহ' শব্দের পূর্বে কাসরাহ যুক্ত অক্ষর রয়েছে	মোটা: 'আল্লাহ' শব্দের পূর্বে ফাতহাহ বা দম্মাহ যুক্ত অক্ষর রয়েছে	
+১৩০* بِاللهِ আল্লাহর সাহায্যে	+২১৫০* نَارُ اللهِ আল্লাহর আগুন/জাহান্নাম	+২৪০* وَاللهِ আল্লাহর শপথ !
بِسْمِ اللهِ আল্লাহর নামের সাথে/সাহায্যে	أَمْرُ اللهِ আল্লাহর আদেশ	هُوَ اللهُ তিনিই আল্লাহ
+১১০* وَلِلّٰهِ এবং আল্লাহর জন্য	+৩৫* يُرِيْدُ اللهُ আল্লাহ ইচ্ছা করেন	إِنَّ اللهَ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা
دِيْنِ اللهِ আল্লাহর দ্বীন	نَاقَةُ اللهِ আল্লাহর উটনী	سُبْحٰنَ اللهِ আল্লাহর পবিত্রতা, গুণ
+৫০* اٰيٰتِ اللهِ আল্লাহর আয়াতসমূহ	+৫০* رَسُوْلُ اللهِ আল্লাহর রাসুল	قَالَ اللهُ আল্লাহ বলেছেন
سَبِيْلِ اللهِ আল্লাহর পথ	نَصْرُ اللهِ আল্লাহর সাহায্য	إِلَّا اللهُ আল্লাহ ব্যতীত



শামসী অক্ষর



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৩৪,৩০০ বার এসেছে।

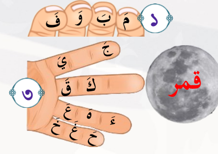
ث ذ ظ، ت د ط، ز س ص، ل ن ر، ش ض এই চৌদ্দটি অক্ষরকে শামসী (সূর্য) অক্ষর বলে। এই অক্ষরগুলির মাখরাজ لْ-এর মাখরাজের খুব কাছাকাছি। অতএব, যখন اَلْ এর পরে এই অক্ষরগুলোর যে কোনো একটি অক্ষর আসে, তখন উচ্চারণে সহজতা আনার জন্য لْ-এর উচ্চারণ করা হয় না এবং ঐ অক্ষরটিতে তাশদীদের ব্যবহার করা হয়। এর জন্য সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ হলো: وَالشَّمْسِ (ওয়াশ্‌শামসী)। শব্দটি যদি আপনি ওয়াও ছাড়া পড়তে চান তাহলে আপনাকে ا -সহ পড়তে হবে। যেমন: اَلشَّمْسُ (আশ্‌শামস)। মনে রাখবেন, মাদ্দ-এর চেয়ে তাশদীদ বেশি জোরালো সাহায্য চিহ্ন। অতএব যখন মাঝে মাদ্দ কিংবা অন্য কোনো অক্ষর আসে যাতে কোনো চিহ্ন নেই, তখন ঐ অক্ষরটিকে বাদ দিয়ে পরের অক্ষরটি পড়তে হবে।

দুই শব্দের মধ্যে	দুই শব্দের মধ্যে	এক শব্দের মধ্যে	
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ সুপ্রতিষ্ঠিত কথার দ্বারা	وَعَلَى الثَّلٰثَةِ এবং তিনটির উপরে	وَالثَّمَرٰتِ এবং ফলসমূহ	ث
غَافِرِ الذَّنْۢبِ পাপ ক্ষমাকারী	مِنَ الذَّهَبِ সোনা হতে	لِلذِّكْرِ স্মরণ/উপদেশ গ্রহণ করার জন্য	ذ
إِلَّا الظَّنَّ ধারণা করা ব্যতীত	+৬০* مِنَ الظّٰلِمِيْنَ জুলুমকারীদের থেকে	وَالظَّاهِرُ এবং প্রকাশ্য	ظ
أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ তাওরাত নাযিল করা হয়েছে	+৫০* أَهْلُ التَّقْوٰى তাকওয়ার অধিকারী, আল্লাহভীরু	وَالتِّيْنِ ডুমুরের (ফলবিশেষ) শপথ	ت
+৪৫* يَوْمِ الدِّيْنِ +২৩০* বিচারের দিন	+১১০* فِي الدُّنْيَا দুনিয়ার মধ্যে	وَالدَّمَ এবং রক্ত	د
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ এবং পবিত্র ভূমি	مِنَ الطَّيِّبٰتِ উত্তম জিনিস সমূহ থেকে	وَالطُّوْرِ তুর পর্বতের শপথ	ط
شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ যাক্কুমের গাছ	+২০* وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং যাকাত দাও	وَالزَّيْتُوْنِ যয়তুনের শপথ	ز

দুই শব্দের মধ্যে	দুইটি সরল শব্দের মধ্যে	একটি শব্দের মধ্যে	
+২৫* +২০* سَوَآءَ السَّبِيۡلِ সঠিক পথ	+১৮০* خَلَقَ السَّمٰوٰتِ তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ	وَالسَّمَآءَ এবং আসমান	س
وَالۡعَمَلُ الصَّالِحُ এবং পূণ্যময় কাজ	وَأَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো	بِالصَّبۡرِ সবরের দ্বারা	ص
وَلَهُمُ اللَّعۡنَةُ এবং তাদের জন্য অভিশাপ	هُوَ اللَّطِيۡفُ তিনিই সূক্ষ্মদর্শী	+৫৫* وَالَّيۡلِ রাতের শপথ	ل
+১০০* +১০৫* عَذَابِ النَّارِ আগুনের শাস্তি	+১৮০* رَبِّ النَّاسِ মানুষের রব	+২০* وَالنَّهَارِ দিনের শপথ	ن
+৪৫* اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ রাসূল ঈমান এনেছেন	+৪৫* هُوَ الرَّحۡمٰنُ তিনিই পরম করুণাময়	وَالرُّوۡحُ এবং রূহ/ আত্মা	ر
حُبُّ الشَّهَوٰتِ প্রবৃত্তির আকর্ষণ/ভালবাসা	+৬০* مِنَ الشَّيۡطٰنِ শয়তান থেকে	+২০* وَالشَّمۡسِ সূর্যের শপথ	ش
+৬০* وَلَا الضَّآلِّيۡنَ এবং (তাদের পথ) নয় যারা বিভ্রান্ত	فِى الضَّلٰلَةِ ভ্রষ্টতা/ভুলের মধ্যে	وَالضُّحٰى শপথ সকালের আলোর	ض



কামারী অক্ষর



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৩৫,৪০০ বার এসেছে।

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা শামসী অক্ষর শিখেছেন। অবশিষ্ট ب و ف، ج ي، ك ق، ء ه، ع ح، غ خ م এই ১৪টি অক্ষর হচ্ছে কামারী (চন্দ্র) অক্ষর। যদি এই সকল অক্ষরের যে কোনো একটির পূর্বে اَلْ আসে, তাহলে لْ পরিষ্কারভাবে পড়তে হবে, কারণ এই সকল অক্ষরের মাখরাজ لْ -এর মাখরাজ থেকে অনেক দূরে। যেমন: وَالْقَمَرِ (ওয়াল কামারী)। মনে রাখবেন, সুকুন মাদ্দ-এর চেয়ে জোরালো সাহায্যকারী চিহ্ন। অতএব, তাদের মাঝে যদি মাদ্দ কিংবা অন্য কোনো অক্ষর আসে যাদের কোনো চিহ্ন নেই, তাহলে ওটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

দুটি শব্দের মধ্যে	দুটি শব্দের মধ্যে	একটি শব্দের মধ্যে	
+২০* وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং কতইনা মন্দ গন্তব্যস্থল/প্রত্যাবর্তনস্থল	هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তারাই কৃতকার্য	بِالْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকিনদের সাথে	م
وَلٰكِنَّ الْبِرَّ কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা	هٰذَا الْبَيْتِ এই বাড়িটি	+২০* بِالْبَيِّنٰتِ সুস্পষ্ট নিদর্শনের দ্বারা	ب
وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এবং কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক	هُوَ الْوَلِيُّ তিনিই অভিভাবক	وَبِالْوَالِدَيْنِ এবং পিতামাতার সাথে	و
سُئِلُوا الْفِتْنَةَ তাদের কাছে ফিতনার আবেদন করা হয়েছে	إِنَّ الْفَضْلَ নিশ্চয় অনুগ্রহ	+২০* وَالْفُلْكِ এবং জাহাজ	ف
+৫০* أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ +৬০* জান্নাতের অধিবাসীগণ	+২০* فِي الْجَحِيْمِ জাহান্নামের মধ্যে	وَالْجِنِّ এবং জিন	ج
+২০* وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ এবং ইয়াহুদিগণ বলেছে	مَالَ الْيَتِيْمِ এতিমের সম্পদ	وَبِالْيَوْمِ এবং দিনে	ي
عَلَى اللهِ الْكَذِبَ আল্লাহর ব্যাপারে অসত্য	+২৩০* ذٰلِكَ الْكِتٰبُ ঐ কিতাবটি	+২০* لِلْكٰفِرِيْنَ কাফিরদের জন্য	ك

দুটি শব্দের মধ্যে	দুটি সরল শব্দের মধ্যে	একটি শব্দের মধ্যে	
+৭০* يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন	ذِي الْقُرْبٰى আত্মীয়-স্বজন	+২০* وَالْقَمَرَ এবং চন্দ্রটি	ق
رَبِّكَ الْأَعْلٰى তোমার মহান রব	+৪৪০* فِى الْاَرْضِ পৃথিবীর মধ্যে	+২০* بِالْاٰخِرَةِ আখিরাতে	ء
عَذَابَ الْهُوْنِ সম্মানহানিকর শাস্তি	مِنَ الْهٰلِكِيْنَ মৃতদের/ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্য হতে	+২০* بِالْهُدٰى পথনির্দেশনায়	ه
+৮৫* شَدِيْدُ الْعَذَابِ কঠোর শাস্তি দানকারী	+৬০* رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ জগতসমূহের প্রতিপালক	وَالْعَصْرِ সময়ের শপথ .	ع
+৬০* فِى الْحَيٰوةِ জীবনকালে	+১০০* مِنَ الْحَقِّ সত্য হতে	+২০* اَلْحَمْدُ সকল প্রশংসা	ح
مَتَاعُ الْغُرُوْرِ প্রতারণা/ধোকার সামগ্রী	مِنَ الْغَمِّ চিন্তা/পেরেশানী থেকে	بِالْغَيْبِ অদৃশ্যের প্রতি	غ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত	فِى الْخَلْقِ সৃষ্টির মধ্যে	بِالْخَيْرِ কল্যানের সাথে	خ

পাঠ ৪১

মীম-সাকিনের নিয়মাবলি (সুকুনবিশিষ্ট মীম)

১. ইখফা (গোপন) : যদি মীম-সাকিনের পরে ب আসে তাহলে মীম-সাকিনকে গুন্নাহসহ গোপন করে পড়তে হয়, তখন উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁটের মাঝে সামান্য ফাকা থাকে অথবা ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করলেও চাপ হবে না। এই পুস্তকে এই ধরনের মিমের উপর সুকুনটি কিছুটা ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে।

يَعِظُكُمْ بِهٖ তিনি তোমাদের এ বিষয়ে উপদেশ দিবেন/দেন	وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا এর মাধ্যমে তুমি তাদের পরিশোধিত করবে/করো
أَمْ بَعِيْدٌ নাকি দূরে	بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ একটি অংশ অপর অংশের সাথে
أَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ সে কি তোমাদের কুফরী করার নির্দেশ দেয়?	وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ এবং তাদের কুকুর (পা) বাড়িয়েছিল
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ অতএব তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দাও	اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ তোমরা যথাযথভাবে দিয়েছিলে

২. ইদগাম (মিলিয়ে পড়া) : যখন সুকুনবিশিষ্ট মিমের পর অপর একটি মিম আসে, তখন গুন্নাহ সহকারে উভয় মিমকে মিলিয়ে পড়তে হবে।

لَهُمْ مَّا তাদের জন্য যা কিছু	عَلَيْكُمْ مِّنْ তোমাদের উপর, হতে
يَأْتِكُمْ مَّثَلُ তোমাদের নিকট আসবে উদাহরণ	فَمِنْهُمْ مَّنْ অতঃপর/অতএব তাদের মধ্য হতে যে

৩. ইযহার (স্পষ্ট করে পড়া) : যদি সুকুনবিশিষ্ট মিমের পর م ،ب ব্যতীত অবশিষ্ট ২৬ অক্ষরের কোনটি আসে তাহলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্টকরে স্বাভাবিকভাবে পড়তে হয়।

সতর্কতা: যখন কোনো সুকুনযুক্ত 'মীম'এর পরে 'ওয়াও' বা 'ফা' অক্ষর আসে তখন مْ পরিষ্কারভাবে পড়তে হবে।

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ তাদের উপর, এবং নয় বিভ্রান্তদের পথে	هُمْ فِيْهَا তারা (পুং) এর মধ্যে (থাকবে)



'রা' (ر) অক্ষরের নিয়ম



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৩৭,১০০ বার এসেছে।

'রা' অক্ষরটি উচ্চারণ কিছুটা বাংলা 'র'-এর মতো। আরবী ر -এর ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম। ر -এর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম নিচে দেয়া হলো। এই পুস্তকে মোটা রা (ر)-এর জন্য নিচের প্রান্তভাগ কিছুটা পুরু করা হয়েছে।

رِ، رٍ-এর জন্য পাতলা	**নিয়ম-১:** رَ، رً، رُ، رٌ-এর জন্য মোটা		
رِزْقٌ জীবনোপকরণ, রিযিক	صِرَاطَ পথ	+১১০* رَبِّكَ তোমার প্রতিপালক	+৪০* رَبِّهِ তার প্রতিপালক
ذِكْرِ স্মরণ, উপদেশ	+২৫* وَرَسُوْلَهٗ এবং তাঁর রাসুল	+৩০* رَبِّكُمَا তোমরা দু'জনের প্রতিপালক	+৮০* رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালক
+৫০* أَمْرِ আদেশ, বিষয়	+৬০* إِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীম (আ.)	+৩০* أَكْثَرُ অধিক, অনেক বেশি	৯৫* رَبِّيْ আমার প্রতিপালক
+৫০* أَجْرٍ প্রতিদান	كَثِيْرًا অনেক	+২০* أَكْثَرُهُمْ তাদের অধিকাংশই	+৭০* رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক!

পাতলা: কাসরাহযুক্ত অক্ষরের পর 'রা' সাকিন (رْ)	**নিয়ম-২:** মোটা: ফাতহাহ যুক্ত অক্ষর বা দম্মাহযুক্ত অক্ষরের পর 'রা' সাকিন (رْ)		
وَاصْبِرْ এবং সবর করো	+৪৫* أَرْسَلْنَا আমরা পাঠিয়েছি	+২৮০* اَلْأَرْضِ পৃথিবী	+১৫০* وَالْأَرْضِ এবং পৃথিবী
فِرْعَوْنَ ফিরআউন	২০* اَلْعَرْشِ আরশ, সিংহাসন	أَكْبَرْ বৃহত্তর, অধিক বড়	اَلْقُرْاٰنُ কুরআনুল কারীম

পাতলা: কাসরাহযুক্ত অক্ষরের পর সাকিনযুক্ত অক্ষর তারপর 'রা' সাকিন (رْ)	**নিয়ম-৩:** মোটা: ফাতহাহ যুক্ত অক্ষর বা দম্মাহযুক্ত অক্ষরের পর সাকিনযুক্ত অক্ষর তারপর 'রা' সাকিন (رْ)		
حِجْرُ নিষেধ, বাধা	شُكْرُ কৃতজ্ঞতা	وَالْعَصْرُ সময়ের শপথ	وَالْفَجْرُ প্রভাতের শপথ

নিয়ম-৪: যদি কাসরাহযুক্ত অক্ষরের পরে 'র' সাকিন আসে এবং তার পরবর্তী অক্ষর ص،ض،ط،ظ،ق،خ،غ (মোটা ও উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট হরফ) এর যে কোনো একটি হয় তাহলে (رْ) মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে।

فِرْقَةٍ দল	قِرْطَاسٍ কাগজ	بِالْمِرْصَادِ পাহারা দেওয়ার স্থানে/ঘাঁটিতে

নিয়ম-৫: যদি নরম-ইয়া-এর পরে 'রা' সাকিন আসে তাহলে (رْ) পাতলা করে উচ্চারণ করতে হবে।

غَيْرُ ব্যতীত, ছাড়া	سَيْرُ ভ্রমণ	طَيْرُ পাখি	+১৫০* خَيْرُ কল্যাণ, ভাল, সম্পদ



নুন-সাকিন ও তানউইন إِظْهَار: (স্পষ্ট করে পড়া)



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৩৮,৮০০ বার এসেছে।

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। যদি নুন-সাকিন (نْ) বা তানউইন (দুই ফাতহাহ, দুই কাসরাহ ও দুই দম্মাহ)-এর পরে কণ্ঠনালীর অক্ষরগুলোর (ء ه ع ح غ خ) যে কোনো একটি আসে, তাহলে 'নুন-সাকিন' বা তানউইনকে স্পষ্টভাবে (ইযহার) উচ্চারণ করতে হবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে পড়ে যেতে হবে। দুই ফাতহাহ এর পরে আলিফ বা ইয়া উপেক্ষা করতে হবে, যখন শব্দগুলো একসাথে পড়বেন ।

তানউইন	নুন-সাকিন		
সব সময় দুই শব্দের মধ্যে	দুই শব্দের মধ্যে	একই শব্দে	
هُدًى أَوْ পথনির্দেশ, অথবা	+৫০০* أَنْ اٰمِنُوْا যে, তোমরা বিশ্বাস করো !	وَيَنْئَوْنَ এবং তারা দূরে চলে যাবে/যায়	ء
وَنُوحًا هَدَيْنَا এবং নুহকে (আ.) আমরা পথনির্দেশ দিয়েছি	+১৭০* وَإِنْ هُمْ এবং তারা নয়/এবং যদি তারা	مِنْهُمْ তাদের থেকে	ه
+১২০* شَيْءٍ عَلِيْمٌ ..... বিষয়ে জ্ঞানী	+৯৫* فَإِنْ عُدْنَا অতঃপর যদি আমরা ফিরে যাই	أَنْعَمْتَ তুমি অনুগ্রহ করেছো	ع
عَيْنٍ حَمِئَةٍ কালো কাদার ঝর্ণা	مِنْ حَسَنَةٍ ভালো কিছু থেকে	وَانْحَرْ এবং কুরবানী করুন	ح
رَبٌّ غَفُوْرٌ মহাক্ষমাশীল প্রতিপালক	+৬৫* مِنْ غَيْرِ ব্যতীত	فَسَيُنْغِضُوْنَ অতঃপর তারা মাথা নাড়াবে	غ
عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ মহাজ্ঞানী, সর্বোজ্ঞ	مِنْ خَيْرٍ উত্তম কিছু হতে	وَالْمُنْخَنِقَةُ এবং শ্বাসরোধে নিহত	خ

পাঠ ৪৪

গোপন (إِخْفَاء) নুন-সাকিন ও তানউইন



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৩৯,৫০০ বার এসেছে।

যদি নুন সাকিন (نْ) বা তানউইন‌ের (ـًـٍـٌ) পরে (ف، ث ذ ظ، ت د ط، ز س ص، ج ش، ض ك ق) অক্ষরগুলোর যে কোনো একটি আসে (এদের মাখরাজ নুন এর মাখরাজের কাছাকাছি), তাহলে নুন সাকিন বা তানউইন গুন্নাহসহ গোপন করে পড়তে হবে। বিভিন্ন প্রিন্টের কুরআনে সুকুনের আকার বিভিন্ন রকমের। এই পুস্তকে নুন-সাকিন গোপন করার জন্য আমরা সাধারণ চিহ্নের পরিবর্তে একটু ঘোরানো সুকুন চিহ্ন ব্যবহার করেছি। তানউইনের জন্য সাধারণ চিহ্নের (ً ٌ) পরিবর্তে ইখফার জন্য চিহ্ন হচ্ছে (ً ٌ) । দুই ফাতহাহ এর পরে আলিফ বা ইয়া উপেক্ষা করতে হবে, যখন শব্দগুলো একসাথে পড়বেন ।

তানউইন	নুন-সাকিন (النُّوْنُ السَّاكِنَةُ)		
সব সময় দুই শব্দের মধ্যে	দুই শব্দের মধ্যে	একই শব্দের মধ্যে	
خَالِدًا فِيْهَا তার মধ্যে চিরদিন থাকবে	مِنْ فَضْلِهٖ *২৫+ তাঁর অনুগ্রহ থেকে	أَنْفُسَهُمْ +৩৬* তাদের নিজেদের	ف
مَآءً ثَجَّاجًا পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি	فَمَنْ ثَقُلَتْ +৮০* অতঃপর যার ভারী হবে	أُنْثٰى স্ত্রীলোক	ث
نَفْسٍ ذَآئِقَةُ আত্মা ... স্বাদ গ্রহণকারী	مِنْ ذَكَرٍ পুরুষ হতে	أَنْذِرْ তুমি সতর্ক করো	ذ
ظِلًّا ظَلِيْلًا ঘন ছায়া	مِنْ ظَهِيْرٍ সাহায্যকারী থেকে	يَنْظُرُ সে দেখবে/দেখে	ظ
فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ একটি দলকে তোমরা হত্যা করবে/করো	مِنْ تَحْتِهَا এর নীচ থেকে	أَنْتَ ৫৫* তুমি	ت
قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ নিকটবর্তী ঝুলন্ত গুচ্ছ	مِنْ دُوْنِهٖ তিনি ছাড়া	عِنْدَ +১১০* কাছে, নিকটে	د
قَوْمًا طَاغِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়	مِنْ طِيْنٍ মাটি হতে	يَنْطِقُ তিনি কথা বলবেন/বলেন	ط

তানউইন	নুন-সাকিন		
সবসময় দুই শব্দের মধ্যে	দুই শব্দের মধ্যে	এক শব্দের মধ্যে	
يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ঐ দিন চোখ হবে নীল	مِنْ زَكٰوةٍ যাকাত থেকে	+৪৫* أَنْزَلَ তিনি অবতীর্ণ করেছেন	ز
قَوْلًا سَدِيْدًا শক্তিশালী কথা, সরল/সত্য কথা	عَنْ سَبِيْلِ পথ হতে	اَلْإِنْسَانَ মানুষ	س
عَمَلًا صَالِحًا পূণ্যবান কাজ/নেক আমল	مِنْ صِيَامٍ সাওম থেকে	يُنْصَرُوْنَ তাদের সাহায্য করা হবে/হয়	ص
فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অতঃপর/অতএব উত্তম ধৈর্য্যধারণ	مَنْ جَآءَ যে এসেছে	وَالْإِنْجِيْلَ এবং ইঞ্জিল	ج
نَفْسٌ شَيْـًٔا আত্মা, জিনিস	مِنْ شَىْءٍ জিনিস থেকে	أَنْشَأَكُمْ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন	ش
قَوْمًا ضَآلِّيْنَ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়	وَمَنْ ضَلَّ এবং যে বিভ্রান্ত হবে	مَنْضُوْدٍ স্তরে স্তরে, কাঁদি কাঁদি	ض
رِزْقٌ كَرِيْمٌ সম্মানিত রিযিক	+১৮০* +৩৫০* إِنْ كُنْتُمْ যদি তোমরা হও	+২০* عَنْكُمْ তোমাদের থেকে	ك
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান	مِنْ قَرِيْبٍ কাছ থেকে	لَمُنْقَلِبُوْنَ অবশ্যই প্রত্যাবর্তনকারীগণ	ق



মিলিয়ে পড়া (إِدْغَام): নুন-সাকিন ও তানউইন



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে, আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৪০,২০০ বার

১. গুন্নাহসহ ইদগাম: যদি নুন-সাকিন বা তানউইনের পরে (ي و م ن) অক্ষরগুলি আসে তাহলে نْ (নুন-সাকিন) বা তানউইনকে গুন্নাহসহ পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে বা যুক্ত করে পড়তে হবে। এই মিলন, পরবর্তী অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তকে আমরা কিছুটা পরিবর্তিত চিহ্ন (ᵚ) ব্যবহার করেছি এর উপরে গুন্নাহ দেখানোর জন্য।

+২০* لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ +৫০* এমন জাতির জন্য যারা উপলব্ধি করে	لِمَنْ يَّشَآءُ +৬০* যে ইচ্ছা করেন তার জন্য	ى
৬৫* سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ তন্দ্রা নয় এবং ঘুমও নয়	مِنْ وَّلِيٍّ অভিভাবক হতে	و
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ স্পষ্ট শত্রু	مِنْ مَّآءٍ পানি থেকে	م
شَيْءٍ نَّحْنُ জিনিস, আমরা	مِنْ نِّعْمَةٍ অনুগ্রহ থেকে	ن

২. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম: যদি নুন-সাকিন বা তানউইন-এর পরে ر ل দুটি অক্ষরের কোন একটি আসে, তাহলে نْ বা তানউইন গুন্নাহ ছাড়া পরবর্তী অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এই মিলন পরবর্তী অক্ষরের উপর তাশদীদ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়।

يَوْمٌ لَّا দিন, না	+১৬০* مَنْ لَّمْ যিনি, নয়	ل
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ মহাক্ষমাশীল, অতীশয় দয়াবান	+৪০* مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক থেকে	ر

৩. ব্যতিক্রম: নিচের চারটি শব্দে নুন-সাকিনের কোনো ইদগাম হবে না। কেননা এগুলো এক শব্দ। আর এক শব্দের মাঝে ইদগাম হয় না।

دُنْيَا، بُنْيَانٌ، صِنْوَانٌ، قِنْوَانٌ



পরিবর্তন (إِقْلَاب): নুন-সাকিন ও তানউইন



মা-শা-আল্লাহ! এই পাঠ শেষে আপনারা যে শব্দসমূহ শিখবেন তা কুরআনে ৪০,৫০০ বার এসেছে।

যদি নুন-সাকিন (نْ) বা তানউইন (ـًـٍـٌ) এর পরে ب অক্ষর আসে, তাহলে نْ -কে م দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হবে। এই পরিবর্তন সাধারণত দেখানো হয় نْ -এর উপরে একটি ছোট م দেওয়ার মাধ্যমে।

তানউইন	নুন-সাকিন	
সবসময় দুই শব্দের মধ্যে	দুই শব্দের মধ্যে	এক শব্দের মধ্যে
شَهِيدًا بَيْنَنَا আমাদের মধ্যে সাক্ষী	+২২০* عَنْ بَعْضٍ একটি অংশের	أَنْبَآءِ সংবাদসমূহ
أَبَدًا بِمَا চিরকাল, যে কারণে	وَمَنْ بَلَغَ এবং যার কাছে পৌঁছে	أَنْبِيَآءَ নবীগণ
+৩০* أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ একটি জাতি, স্যাক্ষীসহ	+১৪০* مِنْ بَعْدِ পরে	يَنْبَغِى যথাযথ, বাঞ্ছনীয়, উচিৎ হবে/হয়
مُسَخَّرَٰتٍ بِأَمْرِهِ তাঁর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত	فَإِنْ بَغَتْ অতঃপর যদি সে সীমালঙ্ঘন করে	لِجَنْبِهِ তার পাশে
+৪০* خَبِيرٌ بَصِيرٌ যিনি সবকিছু দেখেন ও খবর রাখেন	لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ তোমাদের মধ্যে হয় নাই	تُنْبِتُ সে (স্ত্রী) উৎপন্ন করবে/করে
صُمٌّ بُكْمٌ বধিরগণ, বোবাগণ	أَكُنْ بِدُعَآئِكَ আপনাকে ডেকে আমি হই	سُنْبُلَةٍ শিষ

পাঠ ৪৭

ছোট নুন (নুনে কুত্বনী)
(النُّوْنُ الْقُطْنِيْ)

তানউইনযুক্ত কোনো অক্ষরের পরে যদি হামযাতুল 'ওয়াস্ল' (যে হামযা মিলিয়ে পড়ার সময় উচ্চারণ করা হয় না) আসে, তাহলে তানউইন-এর পরিবর্তে একটি ছোট 'নুন' প্রতিস্থাপিত করা হয়। এটিকে আমরা ছোট নুন (নুনে কুত্বনী) বলব। এর নিচে সবসময় কাসরাহ (যের) হয়। মনে রাখবেন, এই নুন দুই শব্দের মাঝে থাকে।

يَوْمَىِٕذِ ِۨالْحَقُّ	৪০* نُوْحُ ِۨابْنَهٗ
قَوْمَا ِۨاللّٰهُ	وَأَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا
كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ	خَيْرَا ِۨالْوَصِيَّةُ

আপনি যদি কোনো আয়াতের শেষে না থামেন, তাহলে আপনাকে পরবর্তী আয়াতের শব্দের প্রারম্ভেই ছোট-নুন যোগ করতে হবে যা নিচে দেখানো হলো।

مُرْتَابُ ﴿৪০:৩৪﴾ ِۨالَّذِيْنَ

যখন থামবেন	যখন থামবেন না
مُرْتَابْ ﴿৪০:৩৪﴾ اَلَّذِيْنَ	مُرْتَابُ ِۨالَّذِيْنَ

إِلَّا نُفُوْرَا ﴿৩৫:৪২﴾ ِۨاسْتِكْبَارًا

যখন থামবেন	যখন থামবেন না
إِلَّا نُفُوْرَا ﴿৩৫:৪২﴾ اِسْتِكْبَارًا	اِلَّا نُفُوْرَ ﴿৩৫:৪২﴾ ِۨاسْتِكْبَارًا

هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١٠٤:١ اِلَّذِىْ

যখন থামবেন না	যখন থামবেন
هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١٠٤:١ اِلَّذِىْ	هُمَزَةٍ لُّمَزَهْ ۝١٠٤:١ اَلَّذِىْ

عَذَابًا أَلِيْمًا ۝٤:١٣٨ اِلَّذِيْنَ

যখন থামবেন না	যখন থামবেন
عَذَابًا أَلِيْمَ ۝٤:١٣٨ اِلَّذِيْنَ	عَذَابًا أَلِيْمَا ۝٤:١٣٨ اَلَّذِيْنَ

مُّنِيْبٍ ۝٥٠:٣٣ اِدْخُلُوْهَا

যখন থামবেন না	যখন থামবেন
مُّنِيْبِ ۝٥٠:٣٣ اِدْخُلُوْهَا	مُّنِيْبْ ۝٥٠:٣٣ اُدْخُلُوْهَا



অনুচ্চারিত অক্ষর

কুরআনুল কারীমে অনেক ক্ষেত্রে ا ى و লেখা হয়, কিন্তু এদের উচ্চারণ করা হয় না। যেমন:

নিয়ম ১: যদি কোনো ফাতহাহ, কাসরাহ বা দম্মাহ যুক্ত অক্ষরের পরে সুকুন বা তাশদীদযুক্ত অপর অক্ষর আসে এবং যদি এই দুটি অক্ষরের মাঝে আলিফ, ওয়াও বা ইয়া থাকে, তাহলে মাঝের অক্ষরের উচ্চারণ বাদ দিতে হবে।

وَالشَّمْسَ وَشَّمْسَ	وَالْقَمَرَ وَلْقَمَرَ	فَالْيَوْمَ فَلْيَوْمَ

নিয়ম ২: যদি আপনি 'আলিফ'-এর উপর ছোট শূন্য দেখেন, তাহলে তা উচ্চারণ করতে হবে না।

وَمَلَا۟ئِهِ وَمَلَئِهِ	لِشَا۟يْءٍ لِشَيْءٍ	أَفَا۟ئِنْ اَفَئِنْ
لَنْ نَّدْعُوَا۟ لَنْ نَّدْعُوَ	لِتَتْلُوَا۟ لِتَتْلُوَ	ثَمُوْدَا۟ ثَمُوْدَ
بِئْسَ الِاسْمُ بِئْسَ لِسْمُ	وَلَا۟ أَوْضَعُوْا وَلَأَوْضَعُوْا	لَا۟ إِلَى اللّٰهِ لَإِلَ اللّٰهِ

নিয়ম ৩: কুরআনে أَنَا শব্দটির উচ্চারণ أَنْ করা হয় যদিও আলিফ-এর উপর ছোট শূন্য থাকে না। আলিফ -মাদ্দ হিসাবেও টান দিবেন না। أَنَا অর্থ আমি। তবে যদি আপনি أَنَا -এর পরে থামেন, তাহলে আলিফ-মাদ্দ-এর টান দিতে হবে।

أَنَا	وَأَنَا	فَأَنَا
أَنَ	وَأَنَ	فَأَنَ

নিয়ম ৪: খাড়া যবরের পরে, যদি হরকতের চিহ্ন ছাড়া কোনো 'ইয়া' থাকে, তখন এটিকে পড়বেন না। বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যে পাঠ-২১-এ আলোচনা করেছি।

مَأْوٰى	مُوْسٰى	عِيْسٰى
مَأْوٰ	مُوْسٰ	عِيْسٰ

নিয়ম ৫: ى -এর উপরে যদি কোনো চিহ্ন না থাকে, তখন এটিকে পড়বেন না। চিহ্ন নেই ধ্বনিও নেই।

فِي الْأَرْضِ	عَلَى اللّٰهِ	إِلَى الَّذِيْنَ
فِ لْأَرْضِ	عَلَ اللّٰهِ	إِلَ لَّذِيْنَ
عَسَى اللّٰهُ	عِيْسَى ابْنَ	فَتَرَى الَّذِيْنَ
عَسَ اللّٰهُ	عِيْسَ بْنَ	فَتَرَ لَّذِيْنَ

নিয়ম ০৬: و -এর উপরে যদি কোনো চিহ্ন না থাকে, এটিকে পড়বেন না। চিহ্ন নেই ধ্বনিও নেই।

اَلْحَيٰوةِ اَلْحَيٰةِ	اَلصَّلٰوةَ اَلصَّلٰةَ	اَلزَّكٰوةَ اَلزَّكٰةَ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ وَأُلُلْأَرْحَامِ	أُولٰٓئِكَ أُلٰٓئِكَ	وَلَأُوصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ



৩৬-৪৮ পাঠের পুনরালোচনা

أُولَٰٓئِكَ ঐসকল, ঐগুলো	ذٰلِكَ উহা, ঐটি	هٰٓؤُلَاۤءِ এসকল, এগুলো	هٰذَا ইহা, এটি, ইনি
اَلْكَرِيْمُ সম্মানিত	اَلْعَظِيْمُ মহান	اَلْعَلِيْمُ মহাজ্ঞানী	اَلرَّحِيْمُ অতি দয়াবান
إِنْسَانٌ মানুষ	أُنْزِلَ তা নাযিল করা হয়েছে	وَأَنْتُمْ এবং তোমরা	عَنْكُمْ তোমাদের থেকে
اَلسَّاعَةُ সময়, কিয়ামত	اَلنَّبِيُّ নবী	اَلْاٰيٰتِ নিদর্শনসমূহ, আয়াতসমূহ	اَلْأَمْرُ বিষয়, আদেশ
وَقُلْ رَّبِّ এবং বলো, হে আমার রব!	وَمَنْ مَّعَهٗ এবং যে তার সাথে আছে	مِنْ نِّعْمَةٍ অনুগ্রহ থেকে	مِنْ وَّلِيٍّ অভিভাবক থেকে
فِيْهَآ أَبَدًا তার মধ্যে চিরকাল	بِمَآ أُنْزِلَ যা তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে	شَيْءٍ قَدِيْرٌ বস্তু/জিনিস, ক্ষমতাশালী	قَوْلًا سَدِيْدًا সঠিক/সত্য কথা
كٓهٰيٰعٓصٓ ---	اَلْحَآقَّةُ কিয়ামত, চরম বাস্তবতা	فَأُولَٰٓئِكَ অতঃপর/অতএব ঐগুলি, ঐসকল	إِسْرَآءِيْلَ ইসরাইল (ইয়াকুব) (আ.)



তিলাওয়াতের শুরু এবং সমাপ্তি

যখন আপনি আয়াতের মাঝে তিলাওয়াত বন্ধ করতে চাইবেন, প্রথমতঃ ধ্বনি বন্ধ করুন এবং নিঃশ্বাস নিন। যদি আপনি আয়াতের মাঝে থামতে চান, তখন নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করুন যে অর্থ বিকৃত হচ্ছে না।

নিয়ম ১: যদি শেষ অক্ষরে ফাতহাহ, কাসরাহ বা দম্মাহ থাকে, তাহলে এটিকে সাকিন করুন।



شَكَرْ	←	شَكَرَ	ـَ
وَالْعَصْرْ	←	وَالْعَصْرِ	ـِ
وَالْفَتْحْ	←	وَالْفَتْحُ	ـُ

যদি শেষ অক্ষর হামজা হয় তাহলেও এটিকে সাকিন করুন।

شُهَدَآءْ	←	شُهَدَآءَ	ـَ
اَلسَّمَآءْ	←	اَلسَّمَآءِ	ـِ
يَشَآءْ	←	يَشَآءُ	ـُ

নিয়ম ২.ক: যদি শেষের অক্ষরটিতে আলিফ-মাদ্দ, ইয়া-মাদ্দ বা ওয়াও-মাদ্দ থাকে তাহলে শেষ অক্ষরটি যেভাবে আছে সেভাবেই পড়ে থামতে হবে।



ـَا	هٰذَا	←	هٰذَا
	زِلْزَالَهَا	←	زِلْزَالَهَا
ـِ	لِذِكْرِيْ	←	لِذِكْرِيْ
	جَنَّتِيْ	←	جَنَّتِيْ
ـُ	وَاعْبُدُوْا	←	وَاعْبُدُوْا
	تَعُوْلُوْا	←	تَعُوْلُوْا

নিয়ম ২.খ: যদি শেষের অক্ষরটিতে খাড়া ফাতহাহ থাকে তাহলে মাদ্দের সাথে থামতে হবে এবং খাড়া কাসরাহ বা উল্টা দম্মাহ থাকলে শেষ অক্ষরটিতে সাকিন করুন ।

	طٰهٰ	←	طٰهٰ
ـٰ	مَأْوٰى	←	مَأْوٰى
	قَلٰى	←	قَلٰى

رَبِّهْ	←	رَبِّهٖ	ـِ
بِهْ	←	بِهٖ	

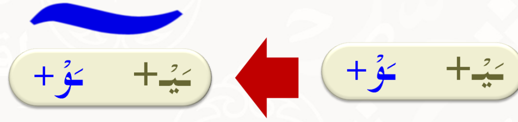
رَبُّهْ	←	رَبُّهٗ	ـُ
لَهْ	←	لَهٗ	

নিয়ম ২.গ: যদি শেষের অক্ষরের পূর্বে আলিফ-মাদ্দ, ইয়া-মাদ্দ বা ওয়াও-মাদ্দ থাকে, তাহলে আপনি ২, ৪ বা ৬ হরকত পরিমাণ টান দিয়ে থামতে পারেন।



تُكَذِّبَانْ	←	تُكَذِّبَانِ	ـَا+
اَلرَّحِيْمْ	←	اَلرَّحِيْمِ	ـِيْ+
فَيَكُوْنْ	←	فَيَكُوْنُ	ـُوْ+

নিয়ম ২.ঘ: যদি শেষের অক্ষরের পূর্বে নরম-ইয়া বা নরম-ওয়াও (লীনের হরফ) থাকে, তাহলে আপনি ২, ৪ বা ৬ হরকত পরিমাণ টান দিয়ে থামতে পারেন।



وَالصَّيْفُ	←	وَالصَّيْفِ	ـَيْ+
دَيْنُ	←	دَيْنِ	

خَوْفُ	←	خَوْفٍ	ـَوْ+

নিয়ম ৩.ক: যদি শেষের অক্ষরে (বা এক অক্ষর পূর্বে) দুই ফাতহাহ থাকে তাহলে মাদ্দের সাথে থামতে হবে এবং দুই কাসরাহ বা দুই দম্মাহ থাকলে সাকিন করে থামতে হবে।



تَوَّابَا	←	تَوَّابًا	ـًا
مَاءَا	←	مَاءً	ءً

هُدَى	←	هُدًى	ـً ى
مُسَمَّى	←	مُسَمًّى	

بِنَهَرْ	←	بِنَهَرٍ	ـٍ
بَشَرْ	←	بَشَرٌ	ـٌ

নিয়ম ৩.খ: শেষে হামজা থাকলেও একই নিয়ম ৩ক এর মতো হবে।

سُوْٓءْ	←	سُوْٓءٍ	ـٍ
شِفَآءْ	←	شِفَآءٌ	ـٌ

নিয়ম ৩.গ: আরবি ভাষায় গোল তা (ة) ব্যবহার হয় স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের জন্য। উদাহরণস্বরূপ: مُسْلِمَةٌ । আপনি যদি এই জাতীয় শব্দের শেষে থামেন তাহলে ة-কে ه-তে রূপান্তর করুন এবং একে সাকিন করুন। ফাতহাহ, কাসরাহ বা দম্মাহ-এর জন্যও একই নিয়ম!

مُسْلِمَهْ	←	مُسْلِمَةً	ةً
رَاضِيَهْ	←	رَاضِيَةٍ	ةٍ
هَاوِيَهْ	←	هَاوِيَةٌ	ةٌ

كَانَتِ الْقَاضِيَهْ ← كَانَتِ الْقَاضِيَةَ		ـَة
يَوْمُ الْقِيَامَهْ ← يَوْمُ الْقِيَامَةِ		ـِة
اَلْقَارِعَهْ ← اَلْقَارِعَةُ		ـُة

নিয়ম ৪ : যদি শেষের অক্ষরে সুকুন (ـْ) থাকে, তাহলে সুকুন রেখে দিয়ে থেমে যাবেন।

أَعْمَالَهُمْ ← أَعْمَالَهُمْ	ـْ
حِسَابِيَهْ ← حِسَابِيَهْ	

নিয়ম ৫ : যদি শেষের অক্ষরে তাশদীদ থাকে তাহলে নিম্নলিখিত নিয়মাবলি মেনে চলুন।

৫.ক : যদি শেষ অক্ষরে তাশদীদ থাকে, তাশদীদসহ থামুন (হারাকাত ছাড়া)।

الْمُسْتَقَرّ ← الْمُسْتَقَرُّ	ـّ
السَّامِرِيّ ← السَّامِرِيُّ	ـّ

নিয়ম ৫. খ: যদি শেষের অক্ষর তাশদীদসহ 'মীম' বা 'নুন' (গুন্নাহর হরফ) হয়, তাহলে গুন্নাহসহ থামুন।

ـــّـــ

مّ	اَلْغَمِّ	←	اَلْغَمّ
نّ	جَآنٌّ	←	جَآنّ

নিয়ম ০৫ গ. যদি শেষে কলকলা অক্ষরের উপর তাশদীদ থাকে, তাহলে অধিক জোরালো কলকলাসহ থামুন।

ـــّـــ

ـــّـــ	بِالْحَقِّ	←	بِالْحَقّ
	فِى الْحَجِّ	←	فِى الْحَجّ
	تَبَّ	←	تَبّ

থামার পর আবার তিলাওয়াত শুরু করার নিয়ম:

১. যদি শব্দটি শুরু হয় (اَل) বা (الّ) দিয়ে, তাহলে যেখানে আলিফের (ا) উপর কোন হারাকাত নেই, সেক্ষেত্রে ফাতহাহ যুক্ত করে আলিফ (اَ) কে উচ্চারণ করুন, অন্যথায় বামের কলাম দেখুন।

الَّذِيْ ← اَلَّذِيْ	اِتِّبَاعَ ← اِتِّبَاعَ
الَّذِيْنَ ← اَلَّذِيْنَ	اتَّبِعُوْا ← اِتَّبِعُوْا
الَّتِيْ ← اَلَّتِيْ	اتُّبِعُوْا ← اُتُّبِعُوْا

২. যদি শব্দটি শুরু 'আলিফ' এবং একটি 'সাকিন অক্ষর' দিয়ে, তাহলে:

* শুরু করুন اِ দিয়ে যদি তৃতীয় অক্ষরে ফাতহাহ (اذْهَبْ -এ ه -এর উপর ফাতহাহ) থাকে বা কাসরাহ (اضْرِب-এ ر -এর নিচে কাসরাহ) থাকে।

* শুরু করুন اُ দিয়ে যদি তৃতীয় অক্ষরে দম্মাহ (اُشْكُر -তে ك -এর উপর দম্মাহ) থাকে।
উপরে বর্ণিত নিয়ম-১-এর বাম কলাম একই নিয়ম অনুসরণ করবে, কারণ তাশদীদযুক্ত অক্ষর এবং সুকুনযুক্ত অক্ষর একই রকম।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ -- اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ	اِ দিয়ে শুরু
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ -- اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ	اِ দিয়ে শুরু
أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ -- اُشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ	اُ দিয়ে শুরু

বিরতি চিহ্ন

আমরা যে সঠিকভাবে তিলাওয়াত করছি তা নিশ্চিত হওয়া এবং আয়াতের অর্থে ভুল না করার লক্ষ্যে কুরআনে বিরতির চিহ্ন দেয়া হয়েছে। যদি একাধিক চিহ্ন থাকে, তাহলে সবচেয়ে উপরের চিহ্ন বা প্রথম (ডান দিকের) চিহ্ন অগ্রাধিকার পাবে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী উভয়কেই কুরআন বুঝতে হবে। সবরকম নিয়মের জন্য উদাহরণ হিসাবে একটি করে আয়াত নিচে দেয়া হলো।

চিহ্ন	অর্থ	ব্যাখ্যা
م	وقف لازم আবশ্যকীয় বিরতি	আপনাকে অবশ্যই এখানে থামতে হবে অন্যথায় অর্থ বিভ্রান্তিকর হবে।
لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَاۤءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا		
[৩:১৮১] O	আয়তের শেষে আয়াত নং সহ দেয়া থাকে।	এখানে থামা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ।
وَإِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ O		
سكته / س	বিরতি	নিঃশ্বাস না নিয়ে ২ হরকত পরিমাণ সময় থামুন। তারপর পড়া চালিয়ে যান।
وَقِيْلَ مَنْ ۜ سكتة رَاقٍ ﴿৭৫:২৭﴾ لا		
وقفة	বিরতি	এটি লম্বা সাক্‌তা (سكتة)। দীর্ঘতর সময়ের জন্য থামুন। কিন্তু নিঃশ্বাস নিবেন না, তারপর পড়া চালিয়ে যান।
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْ لَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿২:২৮৬﴾		
∴ ∴ مع مع	তিন-বিন্দুর জোড়া	যে কোনো একস্থানে থামুন
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ ۖ ج فِيْهِ ۛ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ		
ط	বিরতি	এই চিহ্নের স্থানে থামা উত্তম।
يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿২:২৬﴾		

চিহ্ন	অর্থ	ব্যাখ্যা
قف	বিরতি	এখানে থামতে হবে।
أُولَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿২:১৫৭﴾		
ج، صل	অনুমতিযোগ্য	আপনি থামতে পারেন বা পড়ে যেতে পারেন।
يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ		
لا O	বৃত্তের উপরে لا	আপনি থামতে পারেন বা পড়ে যেতে পারেন।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿১:১﴾		
ز، ص، ق، صلے		পড়ে যাওয়া উত্তম।
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ز ﴿৩:১১২﴾		
وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ص وَّإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿২:৪১﴾		
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ق		
أُولَٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ صلے وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهٖ ج		
لا	বিরতি নয়	আপনি যদি এখানে থামেন, অর্থ ভুল হয়ে যেতে পারে। যদি একান্তই থামতে হয়, তাহলে অর্থে সতর্কতার জন্য প্রথম থেকে আয়াতটি পুনরায় পড়ুন বা ২, ৩টি শব্দ পূর্ব থেকে পড়ুন।
الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ لا يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ لا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿১৬:৩২﴾		

بسم الله الرحمن الرحيم

তাজউইদের ব্যবহারিক অনুশীলন

www.understandquran.com

মা-শা-আল্লাহ! প্রাথমিক তাজউইদসহ কীভাবে কুরআন পড়তে হয় তা আপনারা জেনে গেছেন। চলুন আমরা বাস্তব অনুশীলন হিসাবে নিচের নির্বাচিত অংশ তিলাওয়াত করি। এতে করে আপনার প্রতিদিনের পড়া সূরা ও আয়াতগুলো শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা হয়ে যাবে।

অনুগ্রহ করে বিষয়গুলি খেয়াল করুন:

- প্রতিটি শব্দের নিচে প্রথম ঘরে ঐ অক্ষরগুলির উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সাধারণত মাখরাজের ভুল হয়।
- প্রতিটি শব্দের নিচে দ্বিতীয় ঘরে ঐ সমস্ত তাজউইদের নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সাধারণত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তাজউইদ-নিয়ম, মাখরাজ এবং সেলের মধ্যে অন্যান্য মন্তব্যের ব্যাপারে নিচের বিষয়গুলো নোট করুন:

- 3SS (Three Stopping Style) অর্থ থামার তিনটি ধরন। অর্থাৎ আপনি ২ হরকত, ৪ হরকত বা ৫/৬ হরকত নিয়মে থামতে পারেন।
- কল: কলকলা।
- সং-মাদ্দ: সংযুক্ত মাদ্দ।
- আল-মাদ্দ: আলাদা মাদ্দ।
- হারাকাতসহ আলিফ উচ্চারণের সময় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। (اَ، اِ، اُ) বা হামজা ءَ ءِ ءُ ؤُ ئَ
  পড়ার সময় অনেকেই ভুল করেন।
- আরবী 'রা' অক্ষর ইংরেজি R-এর মতো পড়বেন না। ইংরেজি R-এর ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ এবং আরবী 'রা' অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি কম।
- মাদ্দ-এর অক্ষরগুলি মাদ্দসহ উচ্চারণ করতে হবে। 'সেল'-এর মধ্যে মাদ্দ-এর অক্ষরগুলি দ্বিতীয় বা নিচের 'সেল'-এ চিহ্নিত করতে হবে। এগুলি মোটামুটি তিন ধরনের হবে।
    - بَا، تَا، ثَا، جَا، حَا ...
    - بِيْ، تِيْ، ثِيْ، جِيْ، حِيْ ...
    - أُوْ، بُوْ، تُوْ، ثُوْ، جُوْ، حُوْ ...

সূরা আল-ফাতিহা

الرَّجِيْمِ		مِنَ الشَّيْطٰنِ		بِاللهِ	أَعُوْذُ
ر		شَيْ، ط			أَ، ع، ذ
3SS	মোটা ر	طا	মোটা ط	পাতলা ل	عُوْ

الرَّحِيْمِ ١			الرَّحْمٰنِ	اللهِ	بِسْمِ
ر، ح			ر، ح		
3SS	حِيْ	মোটা ر	মোটা ر	পাতলা ل	

الْعٰلَمِيْنَ ٢ لا		رَبِّ	لِلّٰهِ	اَلْحَمْدُ
ع		ر		اَ، ح
3SS	عَا	মোটা رَ	পাতলা ل	

الدِّيْنِ ٤ ط	يَوْمِ	مٰلِكِ	الرَّحِيْمِ ٣ لا	الرَّحْمٰنِ
			ر، ح	ر، ح
3SS دِيْ	নরম يَوْ	مَا	মোটা رَ	মোটা رَ

نَسْتَعِيْنُ ٥ ط	وَإِيَّاكَ	نَعْبُدُ	إِيَّاكَ
ع	اِ، ي	ع	اِ، ي
3SS	يَا	পাতলা ع	يَا

الْمُسْتَقِيْمَ ٦ لا		الصِّرَاطَ		اِهْدِنَا
س، ق		ص، ر، ط		ه
3SS	উচ্চ ق	মোটা ص ر ط	رَا،	

عَلَيْهِمْ ۙ لا	أَنْعَمْتَ	الَّذِيْنَ	صِرَاطَ
ع	ع ، ن	ذ	
3SS নরম لَيْ		ذِيْ	মোটা ص ر ط

وَلَا الضَّآلِّيْنَ ٧ ع		عَلَيْهِمْ	الْمَغْضُوْبِ	غَيْرِ	
ض		ع	غ، ض	غ	
3SS	মাদ্দ	নরম لَيْ		নরম غَيْ	উচ্চ غ

সূরা আল-আসর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ ﴿١﴾	إِنَّ	الْإِنْسَانَ	لَفِيْ	خُسْرٍ ۙ ﴿٢﴾
ع এবং ص	أَ	أَ		خ
মোটা ر থামার সময়	نّ : গুন্নাহ	গোপন نْ	فِي	মোটা ر থামার সময়

إِلَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَعَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ
اِ	ذ	اٰ	وَ، ع	ص، ح
	ذِي	اٰ، نُو		صَا، حَا

وَتَوَاصَوْا	بِالْحَقِّ ۙ	وَتَوَاصَوْا	بِالصَّبْرِ ع ﴿٣﴾
وَ، ص	ق	وَ، ص	ر، ص
وَا / صَوْ নরম		وَا / صَوْ নরম	رْ মোটা, কল ب

সূরা আল-হুমাযাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ	لِّكُلِّ	هُمَزَةٍ	لُّمَزَةِ ۙ ﴿١﴾
و، ي		ه	
وَيْ নরম			ةْ সহ থামুন

الَّذِىْ	جَمَعَ	مَالًا	وَّعَدَّدَهٗ ۙ ﴿٢﴾
ذ	ع		و، ع
ذِي		مَا، গুন্নাহসহ মিলিয়ে	ه সহ থামুন

يَحْسَبُ	أَنَّ	مَالَهٗٓ	أَخْلَدَهٗ ج ﴿٣﴾
ح	أَ		اَ، خ
	গুন্নাহ	مَا، আল-মাদ্দ	ه সহ থামুন

كَلَّا	لَيُنْبَذَنَّ	فِيْ	الْحُطَمَةِ زصلے ﴿٤﴾
	ذ		ح، ط
لَا	দুইটি গুন্নাহ; م-এর সাথে পরিবর্তন		ه সহ থামুন

الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ ط				مَا	أَدْرٰىكَ / وَمَآ
ح এবং ط		أ ، ر			و
ه সহ থামুন		মোটা ر	ز	কল د	مَآ

الْمُوْقَدَةُ ﴿٦﴾ لا	اللهِ	نَارُ	
ق			
ه সহ থামুন	মোটা ل	মোটা ر	نَا

الْأَفْـِٕدَةِ ﴿٧﴾ ط	عَلَى	تَطَّلِعُ	الَّتِي
أ ، ء	ع	ط ، ع	
ه সহ থামুন		মোটা ط	تِيْ

مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ لا	عَلَيْهِمْ	إِنَّهَا
ص এবং ؤ	ع এবং ي	اِ
ه সহ থামুন	لَيْ নরম	গুন্নাহ, هَا

مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾ ع	عَمَدٍ	فِيْ
	ع	
ه সহ থামুন	গুন্নাহর সাথে মিলন	فِيْ

সূরা আল-ফীল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَعَلَ	كَيْفَ	تَرَ	أَلَمْ
ع			اَ
	كَيْ নরম	মোটা ر	

الْفِيْلِ ﴿١﴾ ط		بِأَصْحٰبِ	رَبُّكَ
		اَ، ص، ح	ر
3SS	فِيْ	حَا	মোটা ر

فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ لا			كَيْدَهُمْ	أَلَمْ يَجْعَلْ
মোটা ض				أ ، ع
3SS	لِيْ	فِيْ	كَيْ নরম	কল

وَّأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيۡلَ ۙ ۳

أ	ع	ط		أ		
ر মোটা	لَيۡ নরম	طَيۡ নরম	ر মোটা	بَا	بِيۡ	3SS

تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ ٤

ر			ح এবং ر			
رَ মোটা	مِيۡ	مۡ গোপন	جَا	ر মোটা	مِّ	نۡ গুন্নাহ	3SS

فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ ع ٥

ع	ع، ص		أ
	ص মোটা	গুন্নাহর সাথে মিলন	3SS

সূরা আল-কুরাইশ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

لِإِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۙ ١

إ	ق উচ্চ	
اِيۡ ، لٰ	رَيۡ নরম	3SS

اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِ ج ٢

ال	ح	ء	ص	
اِيۡ، لٰ	رِ পাতলা	সং-মাদ্দ	صَيۡ নরম	3SS

فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِ ۙ ٣

ع	ر	ذ		
دُوۡ	ر মোটা	هَا	بَيۡ নরম	3SS

الَّذِيۡٓ أَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۙ ۵

اَ، ذ	اَ، ط، ع			ع
ذِيۡ	ط কল	مِّ	نۡ গুন্নাহ	جُوۡ

وَّاٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ع ٤

ا		خ	
ا، গুন্নাহসহ মিলন	نۡ স্পষ্ট	خَوۡ নরম	3SS

সূরা আল-মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَءَيْتَ		الَّذِي	يُكَذِّبُ	بِالدِّيْنِ ١ ۜ
اَ، رَ، ءَ		ذ	ذ	
رَ মোটা	ءَيْ নরম	ذِي		3SS

فَذٰلِكَ	الَّذِي	يَدُعُّ	الْيَتِيْمَ ٢ ۙ
ذ	ذ	ع	ي
ذا	ذِي		تَیْ 3SS

وَلَا	يَحُضُّ	عَلٰى	طَعَامِ	الْمِسْكِيْنِ ٣ ۜ
و	ح، ض	ع	ط، ع	
لَا	ضّ মোটা	لٰ	عَا	3SS

فَوَيْلٌ	لِّلْمُصَلِّيْنَ ٤ ۙ
و	ص
وَيْ নরম	

الَّذِيْنَ	هُمْ	عَنْ	صَلَاتِهِمْ	سَاهُوْنَ ٥ ۙ	
ذ	ه	ع	ص		
ذِيْ		نْ ইখফা	لَا	سَا	3SS

الَّذِيْنَ	هُمْ	يُرَآءُوْنَ ٦ ۙ
ذ	ه	ءُ
ذِ		সং-মাদ্দ

وَيَمْنَعُوْنَ	الْمَاعُوْنَ ٧ ع		
وَ، يَ، ع	ع		
عُوْ	مَا	عُو	3SS

সূরা আল-কাউসার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ		أَعْطَيْنٰكَ		الْكَوْثَرَ ط ١	
اِ		اَ، ع، ط		ث، ر	
نّ গুন্নাহ	نَا আল-মাদ্দ	طَيْ নরম	نَا	كَوْ নরম	رَ মোটা

فَصَلِّ	لِرَبِّكَ	وَانْحَرْ ط ٢
ص	ر	ح، ر
ص মোটা	رَ মোটা	رْ মোটা

إِنَّ	شَانِئَكَ	هُوَ الْأَبْتَرُ ع ٣	
اِ	ءَ	وَ، اَ	
نّ গুন্নাহ	شَا	ب কল	رُ মোটা

সূরা আল-কাফিরুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ	يٰٓأَيُّهَا	الْكٰفِرُوْنَ لا ١		
ق	يَآ			
ق উচ্চ	يَا، اَ	كا	رُو	3SS

لَآ	أَعْبُدُ	مَا	تَعْبُدُوْنَ لا ٢	
	اَ، ع		ع	
لَآ			دُوْ	3SS

وَلَآ أَنْتُمْ	عٰبِدُوْنَ		مَآ أَعْبُدُ ج ٣	
وَ، اَ	ع		اَ، ع	
نْ ইখফা	غْ	دُوْ	مَا সং-মাদ্দ	د থামার সময় কল

وَلَآ أَنَا		عَابِدٌ مَّا	عَبَدْتُّمْ لا ٤
و، أ		ع	ع
لا আল-মাদ্দ	أَنَ	مّ গুন্নাহ	عَبَتُّمْ ইদগাম

أَعْبُدُ ط ﴿٥﴾	مَآ	عٰبِدُوْنَ	وَلَآ أَنْتُمْ
ع، ا		ع	و، ا
د থামার সময় কল	আল-মাদ্দ	عَا	ইখফা نْ

دِيْنِ ع ﴿٦﴾		وَلِيَ	دِيْنُكُمْ	لَكُمْ
		وَ	مْ	
3SS	دِيْ		دِيْ	

সূরা আন-নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَتْحُ لا ﴿١﴾	اللّٰهِ	نَصْرُ	جَآءَ	إِذَا
হামস ثْ		ص، ر	ءَ	اِ، ذ
	মোটা ل	মোটা رُ	جَآءَ	ذَا

يَدْخُلُوْنَ		النَّاسَ	وَرَأَيْتَ	
خ			و، ا	
لُو	কল د	গুন্নাহ نّ	নরম اَيْ	মোটা رَ

أَفْوَاجًا لا ﴿٢﴾		دِيْنِ اللّٰهِ		فِيْ
اَ، ف				
جًا	وَا	পাতলা ل	دِيْ	فِيْ

وَاسْتَغْفِرْهُ ط	رَبِّكَ	بِحَمْدِ	فَسَبِّحْ
وَ	ر	ح	ح
পাতলা رْ	মোটা رَ		

تَوَّابًا ع ﴿٣﴾		كَانَ	إِنَّهٗ	
			اِ	
بًا	وَا	كَا	هٗ	গুন্নাহ نّ

সূরা আল-লাহাব

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَّتَبَّ ط ①	أَبِيْ لَهَبٍ	يَدَآ	تَبَّتْ
وَ	اَ	ي	ب
ب থামার সময় কল	بِيْ	আল-মাদ্দ	হামস تْ

كَسَبَ ط ②	وَمَا	مَالُهٗ		عَنْهُ	أَغْنٰى	مَآ
	وَ			ع	اَ، غ	
ب থামার সময় কল	مَا	ۂ	مَا		نَا	মাদ্দ

لَهَبٍ لا ③	ذَاتَ	نَارًا	سَيَصْلٰى
	ذ		মোটা ص
ب থামার সময় কল	ذَا	نَا	لْ

الْحَطَبِ ج ④	حَمَّالَةَ		وَّامْرَأَتُهٗ ط
ح، ط	ح		
ب থামার সময় কল	গুন্নাহ مّ	ۂ	মোটা رَ

مِّنْ مَّسَدٍ ع ⑤			حَبْلٌ	جِيْدِهَا		فِيْ
			ح	د		
د থামার সময় কল	مّ	مّ	কল بْ	هَا	جِيْ	فِيْ

সূরা আল-ইখলাস

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

أَحَدٌ ج ①	اللهُ	هُوَ	قُلْ
اَ، ح		ه، و	ق
د থামার সময় কল	মোটা ل		উচ্চ ق

يُوْلَدْ لا ③	وَلَمْ	يَلِدْ لا	لَمْ	الصَّمَدُ ج ②		اَللّٰهُ
	وَ، مْ		م	ص		ل
د থামার সময় কল		دْ		د থামার সময় কল	মোটা ص	মোটা

أَحَدٌ ع ④	كُفُوًا	لَّهٗ	يَكُنْ	وَلَمْ
اَ، ح	وًا			و، مْ
د থামার সময় কল		ۂ		

সূরা আল-ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الْفَلَقِ ۙ ١	بِرَبِّ	أَعُوْذُ	قُلْ
ق	ر	ا، ع، ذ	ق
ق থামার সময় কল	মোটা ر	عُوْ	উচ্চ ق

خَلَقَ ۙ ٢	مَا	مِنْ شَرِّ	
خ، ق		ر	
ق থামার সময় কল	مَا	পাতলা رِ	ইখফা نْ

إِذَا وَقَبَ ۙ ٣	غَاسِقٍ	وَمِنْ شَرِّ	
ا، ذ، ق	غ، ق	ر	
ب থামার সময় কল	উচ্চ غ ،ق	পাতলা رِ	ইখফা نْ

فِي الْعُقَدِ ۙ ٤	النَّفّٰثٰتِ			وَمِنْ شَرِّ	
ع، ق	ث			ر	
د থামার সময় কল	نّ গুন্নাহ	ثا	فَا	পাতলা رِ	ইখফা نْ

حَسَدَ ع ٥	إِذَا	حَاسِدٍ	وَمِنْ شَرِّ	
ح	ا، ذ	ح	ر	
د থামার সময় কল	ذَا	حَا	পাতলা رِ	ইখফা نْ

সূরা আন-নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

النَّاسِ ۙ ١	بِرَبِّ	أَعُوْذُ	قُلْ
	ر	اَ، ع، ذ	ق
গুন্নাহ نّ	পাতলা ر	عُو	উচ্চ ق

اِلٰهِ النَّاسِ ۙ ٣	النَّاسِ ۙ ٢	مَلِكِ
ا		
গুন্নাহ نّ	গুন্নাহ نّ	

الْخَنَّاسِ ۙ ٤	الْوَسْوَاسِ ۙ	مِنْ شَرِّ	
خ		ر	
গুন্নাহ نّ	وَا	পাতলা رِ	ইখফা نْ

الَّذِيْ	يُوَسْوِسُ	فِىْ صُدُوْرِ	النَّاسِ ۙ﴿٥﴾
ذ		ص	
		فِيْ، دُوْ	গুন্নাহ نّ

مِنَ الْجِنَّةِ		وَالنَّاسِ ﴿٦﴾
গুন্নাহ نّ	গুন্নাহ نّ	3SS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبَّنَا	اٰتِنَا	فِي الدُّنْيَا	حَسَنَةً
ر	اَ		ح
মোটা ر	اٰ، نَا	(ইযহার) ن	গুন্নাহ ةً + وَّ

وَّفِي الْاٰخِرَةِ	حَسَنَةً	وَّقِنَا	عَذَاب		النَّارِ
اَ، خ	ح	ق	ع، ذ	মোটা ر থামা হলে	
		نَا	ذَا	نَّ، نَا	3SS

আয়াতুল কুরসী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ	لَآ اِلٰهَ	اِلَّا هُوَ ۚ
اَ	اِ	اِ
মোটা ل	আল-মাদ্দ لَآ	لَا

اَلْحَيُّ	الْقَيُّوْمُ ۚ۬
ح، ي	উচ্চ ق
	يُّو

لَا تَأْخُذُهٗ	سِنَةٌ	وَّلَا نَوْمٌ ؕ	
خ ,تَأْ		وَ	
لَا	গুন্নাহসহ ةٌ + و	لَا	নরম نَوْ

لَهٗ	مَا	فِيْ	السَّمٰوٰتِ		وَمَا	فِيْ	الْاَرْضِ ط
			وَ		وَ		ض
ۂ	مَا		مَا	وَا	مَا		رْ মোটা

مَنْ	ذَا الَّذِيْ	يَشْفَعُ	عِنْدَهٗۤ
م	ذ	ي، ع	ع
نْ ইখফা	ذِيْ		نْ ইখফা, আল-মাদ্দ

إِلَّا	بِإِذْنِهٖ ط	يَعْلَمُ	مَا بَيْنَ
اِ	اِ، ذ	ي، ع	
لَا	ۂ থামা হলে		بَيْ নরম

أَيْدِيْهِمْ		وَمَا	خَلْفَهُمْ ج
اَ		وَ	خ
أَيْ	دِيْ নরম	مَا	

وَلَا	يُحِيْطُوْنَ		بِشَيْءٍ	مِّنْ	عِلْمِهٖۤ
وَ	ح، ط		ءٍ		ع
لَا	حِيْ	طُوْ	شَيْ নরম	مّ গুন্নাহ	ہ আল-মাদ্দ

إِلَّا	بِمَا	شَآءَ ج	وَسِعَ
اِ	ب	ءَ	و، ع
لَا	مَا	شَآءَ সং-মাদ্দ	

كُرْسِيُّهُ	السَّمٰوٰتِ		وَالْاَرْضَ ج
يُّ	و		و، اَ، ر، ض
رْ মোটা	مَا	وَا	ر মোটা

وَلَا	يَئُوْدُهٗ		حِفْظُهُمَا ج
وَ	ءُ		ح، ظ
لَا	ئُوْ	ۂ	مَا

وَهُوَ	الْعَلِيُّ	الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾	
و، ه	ع، ي	ع، ظ	
		ظِيْ	3SS

সূরা আল বাকারাহ (আয়াত: ২৮৪-২৮৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِلّٰهِ	مَا	فِيْ	السَّمٰوٰتِ		وَمَا	فِي الْاَرْضِ ؕ
ل পাতলা			و		وَ	اَ، ر، ض
	مَا		مَا	وَا	مَا	ر মোটা

وَإِنْ	تُبْدُوْا		مَا	فِيٓ	أَنْفُسِكُمْ	أَوْ	تُخْفُوْهُ
اِ					اَ	اَ	خ
نْ ইখফা	কলব ب	دُو	مَا	فِيْ	نْ ইখফা	اَوْ নরম	فُو

يُحَاسِبْكُمْ		بِهِ	اللّٰهُ ؕ
يُ، ح		ہِ	
حَا	কলবب		ل পাতলা

فَيَغْفِرُ	لِمَنْ يَّشَآءُ	وَيُعَذِّبُ	مَنْ يَّشَآءُ ؕ	
ي، غ، ف، ر	ءُ	و، ي، ع، ذ	ءُ	
غ উচ্চ	نْ + يّ গুন্নাহসহ		গুন্নাহ	আল-মাদ্দ

وَاللّٰهُ	عَلٰى	كُلِّ شَىْءٍ		قَدِيْرٌ ٢٨٤	
وَ	ع	ءٍ		ق	
ل মোটা	ل	شَي নরম	ءٍ ইখফা	ق উচ্চ	دِي

اٰمَنَ	الرَّسُوْلُ		بِمَآ أُنْزِلَ	
اٰ	ر		اُ	
মাদ্দ	رَ মোটা	سُوْ	مَآ	نْ ইখফা

إِلَيْهِ	مِنْ رَّبِّهٖ		وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ
اِ	ر		ؤُ
لَيْ নরম	ر মোটা	ہٖ	نُوْ

كُلٌّ	اٰمَنَ	بِاللّٰهِ	وَمَلٰٓئِكَتِهٖ	
	اٰ		ءِ	
	মাদ্দ	ل পাতলা	সং-মাদ্দل	ہٖ

وَكُتُبِهٖ	وَرُسُلِهٖ قف	
	ر، ه	
هْ	رُ মোটা	هْ

لَا	نُفَرِّقُ	بَيْنَ	أَحَدٍ	مِّنْ	رُّسُلِهٖ قف	
	ق		اَ، ح			
لَا	ر পাতলা	بَيْ নরম		مّ গুন্নাহ	ر মোটা	ةْ থামলে

وَقَالُوْا	سَمِعْنَا	وَأَطَعْنَا	
و، ق	ع	اَ، ط، ع	
لُو এবং قَا	نَا	ط মোটা	نَا

غُفْرَانَكَ	رَبَّنَا	وَإِلَيْكَ	الْمَصِيْرُ ٢٨٥	
غ		وَ، اِ	ص	
ر মোটা	نَا	لَيْ নরম	صي	3SS

لَا يُكَلِّفُ	اللّٰهُ	نَفْسًا	إِلَّا وُسْعَهَا ط
يُ			اِ، و، ع
لَا	ل মোটা		لَا، هَا

لَهَا	مَا كَسَبَتْ	وَعَلَيْهَا	مَا اكْتَسَبَتْ ط
		وَ، ع	
هَا	مَا , تْ হামস	لَيْ নরম	تْ হামস এবং كْ

رَبَّنَا	لَا تُؤَاخِذْنَا	إِنْ نَّسِيْنَا		أَوْ أَخْطَأْنَا ج	
رَ মোটা	ؤ، خ، ذ	اِ		اَ، اَ، اُ	
نَا	نَا আল-মাদ্দ	نّ গুন্নাহ	نَآ আল-মাদ্দ	اَوْ নরম	طَأْ

رَبَّنَا	وَلَا تَحْمِلْ	عَلَيْنَا		إِصْرًا
رَ মোটা	ح	ع		ص
نَا	لَا	لَيْ নরম	نَآ আল-মাদ্দ	ر মোটা

كَمَا	حَمَلْتَهٗ	عَلَى الَّذِيْنَ	مِنْ قَبْلِنَا ج	
	ح	ع، ذ	ق	
مَا	هٗ	ذِي	نْ ইখফা	بْ কল

رَبَّنَا	وَلَا تُحَمِّلْنَا		مَا لَا طَاقَةَ		لَنَا بِهٖ ج
	ت، ح	মোটা ط	উচ্চ ق		
ر মোটা, نَا	ٌّم গুন্নাহ	مَا	لَا	نَا	থামলে ه পড়ুন

وَاعْفُ عَنَّا وقفة		وَاغْفِرْ لَنَا وقفة			وَارْحَمْنَا وقفة	
ع		غ			ر، ح	
نّ গুন্নাহ	نَا	غ উচ্চ	نَا	ر পাতলা	ر মোটা	نَا

أَنْتَ مَوْلٰـنَا		فَانْصُرْنَا		عَلَى الْقَوْمِ		الْكٰفِرِيْنَ ع ٢٨٦	
		ص، ر		ع، ق، ر		ر পাতলা	
نْ ইখফা، مَوْ নরম	ل، نَا	نْ ইখফা	ر মোটা	نَا	قَوْ নরম	كَا، رِي	3SS

সূরা আল-হাশর (আয়াত: ২২-২৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ	الَّذِيْ	لَآ اِلٰهَ	إِلَّا هُوَ ج	
ه، و	ذ	اِ	ه	
ل মোটা	ذِيْ	لَآ	لَا	هُوَ থামলে

عٰلِمُ	الْغَيْبِ		وَالشَّهَادَةِ ج
ع	غ		وَ
عٰ	غ উচ্চ	غَيْ নরম	هَا

هُوَ	الرَّحْمٰنُ		الرَّحِيْمُ ٢٢		
ه، و	ح		ح		
	ر মোটা	مَا	رَ মোটা	حِي	3SS

هُوَ اللّٰهُ	الَّذِيْ	لَآ اِلٰهَ	إِلَّا هُوَ ج	
ه، و	ذ	اِ	ه، و	
ل মোটা	ذِي	لَآ আল-মাদ্দ	لَا	هُوَ থামলে

اَلْمَلِكُ	الْقُدُّوْسُ		السَّلٰمُ	الْمُؤْمِنُ
اَ	قُ			ؤْ
	ق উচ্চ	دُو	لَ	

الْمُتَكَبِّرُ	الْجَبَّارُ	الْعَزِيْزُ	الْمُهَيْمِنُ
		ع	
থামলে পাতলা : ر	মোটা ر	زِي	নরম هَيْ

يُشْرِكُوْنَ ٢٣	عَمَّا	اللهِ	سُبْحٰنَ
يْ	ع		ح
3SS كُوْ	গুন্নাহ مَا / مّ	মোটা ل	

الْمُصَوِّرُ	الْبَارِئُ	الْخَالِقُ	هُوَ اللهُ
ص، و	ء	خ	ه، و
মোটা ص، ر	পাতলা بَا , ر	উচ্চ خ، ق	মোটা ل

الْحُسْنٰى ط	الْاَسْمَآءُ	لَهُ
ح	اَ، ءُ	ہ
نَا	সং-মাদ্দ مَا	

وَالْاَرْضِ ج	السَّمٰوٰتِ	مَا فِيْ	يُسَبِّحُ لَهٗ
وَ، اَ	و		ح، ہ
ض / মোটা رَ	مُ، وْ	مَا	هٗ

الْحَكِيْمُ ع ٢٤	الْعَزِيْزُ	وَهُوَ
ح	ع، ز	و، ه
3SS / كِي	زِيْ	

সূরা আলে ইমরান (আয়াত: ১০২)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اتَّقُوا اللهَ	اٰمَنُوا	الَّذِيْنَ	يٰٓأَيُّهَا
ق	মাদ্দ ا	ذ	اَ، ه
মোটা ل / উচ্চ ق	ا، نُو	ذِي	يٰٓ

إِلَّا	وَلَا تَمُوْتُنَّ	تُقٰتِهٖ	حَقَّ
اِ	و	ق	ح، ق
لَا	গুন্নাহ نّ / مُو / لَا	قٰ، ہ / উচ্চ ق	উচ্চ ق

مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾			وَأَنْتُمْ
			وَ، اَ
3SS	গুন্নাহ مُّ	مُّ	ইখফা نْ

সূরা আন-নিসা (১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبَّكُمُ	اتَّقُوْا	النَّاسُ	يَٓاَيُّهَا
ر	ق		يَ
মোটা ر	قُو	গুন্নাহ نَا نَّ	আল-মাদ্দ يَآ

وَّاحِدَةٍ	مِّنْ نَّفْسٍ		خَلَقَكُمْ		الَّذِيْ	
ح	ف		خ، ق		ذ	
গুন্নাহসহ و+س	গুন্নাহ نَّ	গুন্নাহ مِّ	উচ্চ خ	ق	ذِي	

زَوْجَهَا		مِنْهَا	وَّخَلَقَ	
			خ، ق	
هَا	নরম زَو	هَا	উচ্চ ق	উচ্চ خ

وَّنِسَآءً ج	كَثِيْرًا		رِجَالًا		وَبَثَّ مِنْهُمَا
ء	ث				ث
গুন্নাহ ; সং-মাদ্দ وَّ+رً	মোটা ر	ثِي	ইখফা, جَا, لًا	ر পাতলা	مَا

وَالْاَرْحَامَ ط		تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ		الَّذِىْ	وَاتَّقُوا اللّٰهَ
ر، ح		ء		ذ	و، ق
حَا	মোটা رْ	সং-মাদ্দ ہ এবং لُو	سَآء	ذِي	মোটা ل

رَقِيْبًا ﴿١﴾			كَانَ عَلَيْكُمْ	اِنَّ اللّٰهَ	
ر، ق			ع		
بًا	قِي	মোটা ر	كَا	মোটা ل	গুন্নাহ نَّ

সূরা আল-আহযাব (আয়াত: ৭০-৭১)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اتَّقُوا اللّٰهَ	اٰمَنُوا		الَّذِيْنَ	يٰٓأَيُّهَا
ق	ا		ذ	يَ، اَ
মোটা ل	মাদ্দ نُو	ا	ذِي	يٰٓ আল-মাদ্দ

سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾	قَوْلًا		وَقُوْلُوْا
	ق		وَ، قُ
دِي	قَوْ নরম	উচ্চ ق	لُو এবং قُو

أَعْمَالَكُمْ	لَكُمْ	يُّصْلِحْ
اَ، ع		ص، ح
مَا		মোটা ص

ذُنُوْبَكُمْ	لَكُمْ	وَيَغْفِرْ
ذ		غ
نُوْ		غ উচ্চ , ر পাতলা

وَرَسُوْلَهٗ		يُّطِعِ اللّٰهَ			وَمَنْ
وَ، رَ		ط، ع			وَ
سُو ، هٗ	মোটা رَ	পাতলা ل	মোটা ط	نْ+يُّ গুন্নাহসহ	

عَظِيْمًا ﴿٧١﴾	فَازَ فَوْزًا		فَقَدْ	
ع، ظ	ز		ق	
مَا এবং ظِيْ	فَوْ নরম	فَا	دْ কল	উচ্চ ق

নিচের ছকের এই ১২৮ টি শব্দ কুরআনে এসেছে প্রায় ৩১০০০ বার (৪০%)। এর অর্থ, গড়ে ১০ টির মধ্যে ৪ টি এই ছকের মধ্যে আছে।

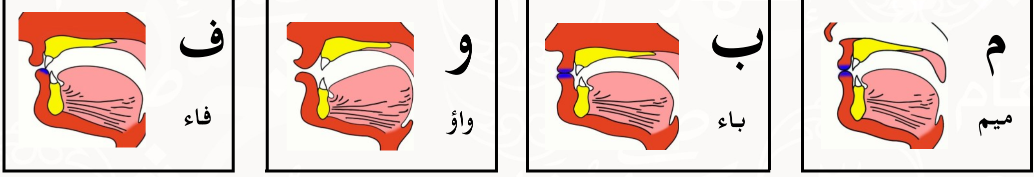
এই শব্দগুলির কোনোটিতে শেষের হারাকাত (ফাতহাহ, কাসরাহ বা দম্মাহ) বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিছু সংখ্যক শব্দ পূর্বের শব্দের সাথে তাশদীদের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারে।

যেমন: وَّلَا -তে, ইত্যাদি।

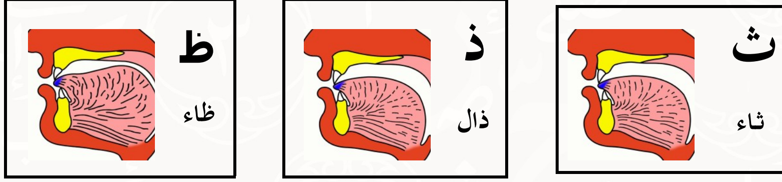
مِنْ	اَللّٰهُ	فِيْ	مَا	لَا	اَلَّذِيْنَ	عَلٰى	إِلَّا
وَلَا	وَمَا	إِنَّ	أَنْ	قَالَ	إِلٰى	مَنْ	لَهُمْ
إِنْ	لَكُمْ	ثُمَّ	بِهٖ	كَانَ	بِمَا	قُلْ	اَلْأَرْضَ
ذٰلِكَ	أَوْ	لَهٗ	اَلَّذِيْ	هُوَ	هُمْ	اٰمَنُوا	قَالُوْا
كُلِّ	فِيْهَا	وَمَنْ	وَاللّٰهُ	يَوْمَ	كَانُوْا	عَنْ	عَلَيْهِمْ
إِذَا	إِذْ	هٰذَا	شَيْءٍ	كَفَرُوْا	عَذَابٌ	كُنْتُمْ	اَلنَّاسَ
اَلسَّمٰوٰتِ	وَإِنْ	وَهُوَ	قَوْمٌ	عَلَيْكُمْ	وَالَّذِيْنَ	لَمْ	اَلْكِتَابُ
وَالْأَرْضَ	إِنَّا	فَلَا	مِنْهُمْ	خَيْرًا	يٰـأَيُّهَا	إِنَّهٗ	عَلَيْهِ
بَعْدِ	حَتّٰى	بِاللّٰهِ	وَهُمْ	أُولٰٓئِكَ	إِنِّيْ	رَبُّ	وَإِذَا
مُوْسٰى	وَلَقَدْ	عَلِيْمٌ	فِيْهِ	بَلْ	قَدْ	أَمْ	عِنْدِ
رَبِّكَ	يَشَآءُ	لِلّٰهِ	قَبْلُ	اَلدُّنْيَا	إِنَّمَا	وَلَوْ	مِمَّا
اَلْحَقُّ	اَلسَّمَاءَ	مِنْكُمْ	اَلنَّارُ	وَمِنَ	فَلَمَّا	أَلَا	أَنَّ
مُبِيْنٌ	فَإِنْ	رَبِّيْ	دُوْنِ	اِلٰهٌ	مِنْهُ	سَبِيْلِ	فَمَا
فَإِذَا	كَذٰلِكَ	مِنْهَا	يُؤْمِنُوْنَ	وَقَالَ	اَلْعَذَابُ	وَكَانَ	لَنَا
تَعْمَلُوْنَ	فَمَنْ	رَبِّهِمْ	رَحِيْمٌ	وَإِنَّ	يَعْلَمُوْنَ	لَوْ	أَنْتُمْ
بِهَا	بَيْنَ	لِلَّذِيْنَ	أَلَمْ	اَلْمُؤْمِنِيْنَ	إِلَيْكَ	شَيْـًٔا	عَنْهُمْ

তাজউইদের নিয়মানুযায়ী আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ

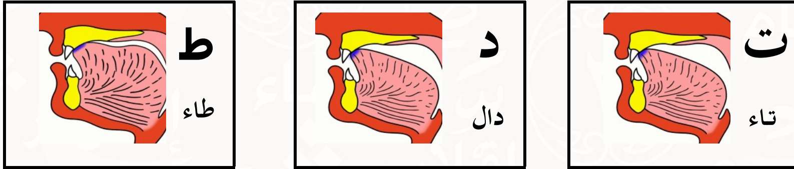
م، ب، و، ف : 'م' উচ্চারিত হয় ঠোঁটের বর্হিভাগ যুক্ত করার মাধ্যমে। 'ب' অক্ষর উচ্চারিত হয় ঠোঁটের ভিতরের অংশ যুক্ত করার মাধ্যমে। 'و' অক্ষর উচ্চারিত হয় দুই ঠোঁট গোল করার পর পুনরায় ঠোঁট খোলার সময় যে ধ্বনি বের হয় তার মাধ্যমে। 'ف' অক্ষরের ধ্বনি উচ্চারিত হয় নিচের ঠোঁট উপরের দাঁতের সাথে স্পর্শ করে। অক্ষরগুলোর নিচের চিত্র যথাযথ স্থান দেখাচ্ছে মুখের যেখান হতে ধ্বনি তৈরি হয়।



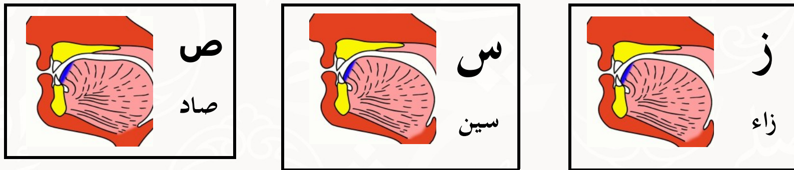
ث، ذ، ظ : এই তিনটি অক্ষর একই মাখরাজ হতে বেরিয়ে আসে, তবে অতি সামান্য ভিন্নতা আছে। এতেই ধ্বনিতে ভিন্নতা আনে। ধ্বনি তৈরির জন্য জিহ্বার প্রান্ত উপরের দাঁতের আগাতে এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে সামনে বসে থাকা একজন মানুষ তা দেখতে পায়। পার্থক্য হচ্ছে প্রথম দুটির ধ্বনি সূক্ষ্ম ও নরম এবং শেষেরটি কিছুটা উচ্চ এবং ভারি।



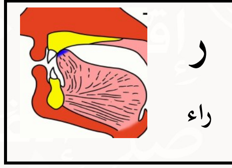
ت، د، ط : এই তিনটি অক্ষরের জন্য জিহ্বার সঠিক স্থান হচ্ছে: জিহ্বার প্রান্তভাগ উপরের দাঁতের গোড়া স্পর্শ করবে। 'ت'-এর ধ্বনি হবে নরম এবং সূক্ষ্ম; দ্বিতীয় ধ্বনিটি কিছুটা মোটা এবং উচ্চ। তৃতীয় ধ্বনি হবে মধ্যম। এই সমস্ত ধ্বনি সামান্য পার্থক্য ছাড়া একই রকম।

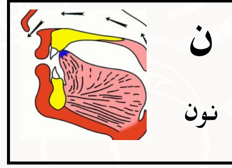


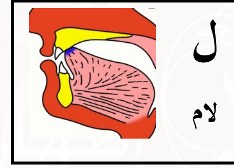
ز، س، ص : এই তিনটি অক্ষরের উচ্চারণের জন্য জিহ্বা নিচের দাঁতের কিনারা স্পর্শ করবে। 'س' অপেক্ষাকৃত নরম, 'ص' গাঢ় এবং 'ز' মধ্যম। তিনটি ধ্বনিই শিস ধ্বনির মতো যখন।



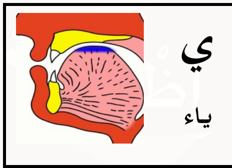
ر، ن، ل: 'লাম'-এর ধ্বনি তৈরির জন্য জিহ্বার প্রান্ত উপরের দাঁতের গোড়ার মাড়ি অবশ্যই স্পর্শ করবে। যদি জিহ্বার প্রান্ত কিছুটা উপরে স্পর্শ করে তাহলে 'নুন'-এর ধ্বনি তৈরি হবে। যদি আরো কিছুটা উপরে স্পর্শ করে তাহলে 'রা'-এর ধ্বনি তৈরি হবে।

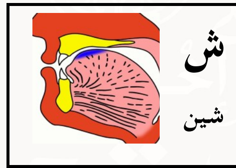


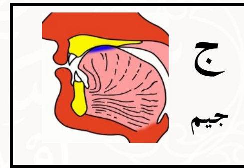




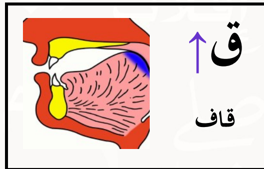
ج، ش، ي: এই সমস্ত ধ্বনির মাখরাজ প্রায় একই। **জিম/ শিন/ ইয়া** -এর ধ্বনি তৈরি হয়, যখন জিহ্বার মধ্যভাগ তালু বা মুখের উপরিভাগে স্পর্শ করে।

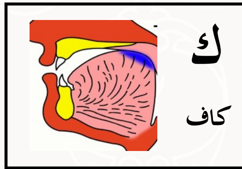






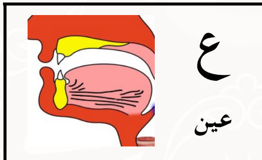
ض، ك، ق : **'দোয়াদ'** তৈরি হয়, যখন জিহ্বার পার্শ্ব (ডান বা বাম) মাড়ির দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে, ডান মাড়ি বা বাম মাড়ি। ধ্বনিটি অনেক সময় ভুল উচ্চারিত হয়। তাই কিছুটা বেশি অনুশীলন প্রয়োজন। **কাফ/ ক্বাফ**-উভয় ধ্বনি তৈরি হয় জিহ্বার গোড়া (জিহ্বার দূরতম অংশ) যখন মুখের উপরের তালুর ঠিক পিছনে, আলজিভ এর কাছাকাছি স্পর্শ করে। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে **কাফ** তৈরি হয় কিছুটা সামনে থেকে এবং **ক্বাফ** হয় আরো পিছন থেকে অর্থাৎ গলা/ কণ্ঠ-এর প্রায় নিকটে।

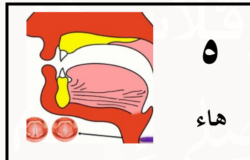


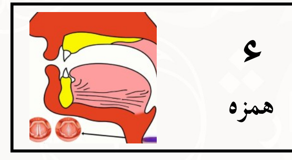


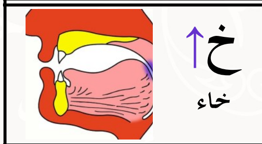


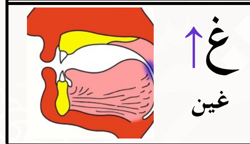
ء، ه، ع، ح، غ، خ : **হামযা/ হা** তৈরি হয় গলা/ কণ্ঠ-এর নিচের অংশ থেকে, হৃৎপিন্ড-এর কাছাকাছি; **আইন/ হা** হচ্ছে গলা/ কণ্ঠ-এর মধ্যভাগ থেকে, **গইন/ খা** উচ্চারিত হয় গলা/ কণ্ঠ-এর উপরের অংশ থেকে। উপরমুখি তীর চিহ্ন এটিই নির্দেশ করে। এটা আপনাদের বলছে যে এই অক্ষরগুলিকে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনিসহ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

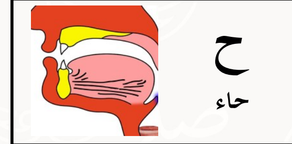












নোট